ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ শ্রেণীর জন্য এবং ঢাকা বোর্ড্ অব্
ইণ্টারমিডিয়েট্ এ'ণ্ড্ সেকণ্ডরী এডুকেশনের হাই স্কুল এবং
হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত

কলিকাতা ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার
পরীক্ষক, ঢাকা এডুকেশন বোর্ডের পরীক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভাষাতত্ত্ব ও বাঙ্গালার অধ্যাপক ও পরীক্ষক—

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্-এ, বি-এল,
ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট্ (প্যারিস)
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৪২ সন

[মূল্য ১॥০ আনা

প্রকাশক—
কাজী আবদুর রশীদ, বি-এ,
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,
ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

প্রিণ্টার—
শেখ আন্‌সার আলী,
প্রভিন্সিয়াল মেশিন প্রেস,
নারিন্দিয়া, ঢাকা।

ভূমিকা

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে। ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।" ইহার পর তিনি বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিবিধ বিষয় লইয়া কয়েকটী মূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আক্ষেপের সহিত বলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত ও তাহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছে। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই; কারণ, সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেণ্ট—গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি লাইলি-প্যাটেণ্ট—গ্রন্থকার মাষ্টারগণ।.......বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা পালি মাগধী অৰ্দ্ধ-মাগধী সংস্কৃত পার্সি ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই আলোচনার পর বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি বঙ্গভাষানুরাগী লেখকগণ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করেন। এই সময় ত্রিবেদী মহাশয় "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণগুলি বালকেরই পাঠ্য; উহা বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে; অর্থাৎ ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইবে; তাহার পর উহা অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাঙ্গলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেননা বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না-আছে, তাহার কেহই আলোচনা করেন নাই। সে-সকল নিয়মের যখন আবিষ্কারই হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গলার ব্যাকরণ এখন বর্ত্তমানই নাই। ······এখন যাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ; বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গলার আলোচনা করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে।"

এই-সমস্ত আলোচনার পরও ছোট বড় অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি কতদূর প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইয়াছে, সে বিচারের ভার বিশেষজ্ঞগণের উপর ন্যস্ত। তবে শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ যে একটি খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে। বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্রপাত (১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে এ পর্য্যন্ত দুইশত বৎসরও হয় নাই। সুতরাং পূর্ণতা আশা করাও যায় না! এক্ষেত্রে বহু গবেষণাকারীর স্থান আছে।

আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষা-শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীরই জন্য রচিত। এইজন্য যে'মন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃতের এই ঋণ বঙ্গভাষা পালি ও প্রাকৃতের ন্যায় কখনও হয়ত চুকাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী। তবুও এই গ্রন্থে কতক এমন বিষয় আছে, যাহা আমার বহুবর্ষব্যাপী মৌলিক গবেষণার ফল। আমাকে নূতন পরিভাষাও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে আমি সহজ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে ইৎ-সহ প্রত্যয়গুলি উল্লিখিত হয়। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যয়টী যে কি, তাহা নূতন শিক্ষার্থীর সহজবোধ্য হয় না। আমি ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি; যেমন খল্, খ, ঘঞ্, অল্, অচ্, অট্, টক্, ক, শ, অণ্, ড, ণ, অ, ঙ এই সমস্ত প্রত্যয়ই অ প্রত্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য বন্ধনী মধ্যে প্রথমে প্রচলিত, তৎপরে পাণিনির প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদান

করিয়াছি। বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করা উচিত। রামায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে হইলে রাম শব্দের উত্তর তাঁহার বিষয়ে গ্রন্থ এই অর্থে আয়ন প্রত্যয় বলিলে সহজবোধ্য হয়। প্রচলিত মতে ষ্ণায়ন কিংবা পাণিনি মতে ফক্ প্রত্যয় বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

আজ কাল নানা সাহিত্য পুস্তকে বিশেষতঃ নাটকে ও উপন্যাসে কথ্য ভাষার বহুল প্রয়োগ হইতেছে। সে-জন্য আমি প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে কথ্য ভাষারও রূপ দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে এই ব্যাকরণ খানিকে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে কিছু বিশেষ বলিয়া বোধ হইবে। নাতিদীর্ঘ পরিসরের মধ্যে একটী প্রয়োজনোচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা আমার চিরপোষিত কামনা ছিল। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সুধীগণ বিচার করিবেন।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়স্থ সহকর্ম্মীদিগের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সমস্ত পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া ও নানা উপদেশ দিয়া ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়াছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান্ বিষয় ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কয়েকটী অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ রচনা করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ইহার সমস্ত অলঙ্কার প্রকরণ সংশোধিত করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে আমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদের সকলের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

রমণা, ঢাকা।

সূচীপত্র

বাক্য-প্রকরণ

ছন্দঃ-প্রকরণ

অলঙ্কার-প্রকরণ

পরিশিষ্ট

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১১	ঝাড়ুয়া	ঝড়ুয়া
১২৮	২০	কারক-অবয়	কারক-অন্বয়
২৬৩	৯	মনঃক	মনঃকষ্ট
২৮৮	১১	সুকেশা	সুকেশা, সুকেশী
,,	১২	দিগম্বরী	দিগম্বরা
,,	,,	দিগম্বরা	দিগম্বরী
২৯২	৫	কণ্ঠপর্য্যান্ত	কণ্ঠপর্য্যন্ত
২৯৮	১০	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
৩০০	১	বাঙ্গালা	বাঙ্গালা ও
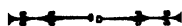
বাঙ্গালা ব্যাকরণ

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ

১। মনুষ্য-জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি-সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা (Language)। সাধারণতঃ কোনও দেশের বা দেশবাসী জাতির নাম-অনুসারে ভাষার নাম হইয়া থাকে।

২। বাঙ্গালী জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহার নাম বাঙ্গালা ভাষা (Bengali Language)।

৩। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানের কথিত ভাষা এক নয়, কিন্তু সাহিত্যের লিখিত ভাষা এক। লিখিত ভাষার দুই রূপ :— সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। "প্রার্থনা এই, আমার প্রতি আপনার যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। ইহা সাধু ভাষা। "যত দূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখ্‌তে পার্‌লেই লেখা প্রাণ পায়" (শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)। ইহা চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষা বক্তৃতা, অভিনয় ও শিষ্ট লোকদের সামাজিক কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয়। এই চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা ভিন্ন অন্য প্রাদেশিক ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করা দূষণীয়। তবে নাটকে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ভাষারূপে কখনও কখনও প্রাদেশিক ভাষা

ব্যবহৃত হয়; যেমন "ম্যারে ক্যান্ ফ্যালায়্ না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না" (নীলদর্পণে তোরাপের উক্তি; দীনবন্ধু মিত্র)। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাকে সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষা বলা হয়।

৪। ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে হইলে ব্যাকরণ জানা আবশ্যক। অতএব

যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (Bengali Grammar)।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিষয়সমূহকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বা প্রকরণে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ধ্বনি প্রকরণ (Phonology), শব্দ প্রকরণ (Accidence), বাক্য প্রকরণ (Syntax), ছন্দ প্রকরণ (Prosody), অলঙ্কার প্রকরণ (Rhetoric)। প্রত্যেক প্রকরণে তাহাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বলা হইবে।

ধ্বনি প্রকরণ (Phonology)

৫। ধ্বনি প্রকরণে বর্ণ, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, সন্ধি, ণত্ব ষত্ব প্রভৃতি ধ্বনি সম্বন্ধে ব্যাকরণের বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

৬। "এ", "ও", ইহারা প্রত্যেকে এক একটা ধ্বনি এবং ইহাদের প্রত্যেকের অর্থ আছে। "বাগান", "ফুল", "ফোটা", ইহাদের প্রত্যেকটা কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি এবং এই ধ্বনিসমষ্টির প্রত্যেকের অর্থ আছে। এইগুলি শব্দ। অতএব

অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ (Word) বলে।

৭। "বাগানে ফুল ফুটিয়াছে।" এখানে ঐ-সমস্ত শব্দ দ্বারা একটী সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে। উহা একটী বাক্য। অতএব

একটী সম্পূর্ণ মনোভাব যে-সমস্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।

৮। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "বাগানে", "ফুল", "ফুটিয়াছে", এই তিনটী অংশ আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের একটী বিশেষ অর্থ আছে। এইগুলি এক একটী পদ। অতএব

বাক্যের প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে পদ (Parts of Speech) বলে।

৯। "বাগান" এই শব্দে ব্ আ গ্ আ ন্ এই ধ্বনিগুলি আছে। ইহাদের প্রত্যেকটী যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহা বর্ণ। অতএব

শব্দের ধ্বনিসমষ্টির প্রত্যেকটী যে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাকে বর্ণ (Letter) বলে।

১০। "বাগান" এই শব্দটী উচ্চারণ করিতে বর্ণগুলিকে "বা" এবং "গান" এইরূপে ভাগ করিতে হয়। আমরা "বাগান" শব্দে "বা" এবং "গান" এই দুই অক্ষর আছে বলিব। অতএব

কোনও শব্দে যে বর্ণসমষ্টি এক সময়ে একত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর (Syllable) বলে।

টীকা। সাধারণতঃ বর্ণ ও অক্ষর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণে তাহাদের সংজ্ঞা-অনুযায়ী পৃথক্ ব্যবহার হইবে।

১১। একটী ভাষায় যে-সমস্ত বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে বর্ণমালা (Alphabet) বলে। বাঙ্গালা বর্ণমালায় ৫০টী বর্ণ আছে। তন্মধ্যে ১১টী স্বরবর্ণ (Vowels) এবং ৩৯টী ব্যঞ্জন বর্ণ (Consonants)। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়।

১২। যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ, যথা ;— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় ঋ "রি" রূপে উচ্চারিত হয়। সুতরাং তাহাকে একটী পৃথক্ বর্ণ রূপে গণ্য করা সঙ্গত হয় না। ৠ সংস্কৃত তৄ, দৄ, ইত্যাদি ধাতুতে এবং পিতৄণ (পিতৃ + ঋণ) ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ৠ বাঙ্গালা বর্ণমালায় গণ্য করা হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় ঌ-কারের প্রয়োগ নাই। অতএব বর্ণমালা হইতে ঌ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র ঌকে স্বরবর্ণ মধ্যে ধরিয়াছেন। পাণিনি ঌ-কারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

১৩। যাহা স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে। ব্যঞ্জন বর্ণ যথা ;— ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব। শ, ষ, স, হ। ড়, ঢ়, য়। ং, ঃ, ঁ।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় অন্তঃস্থ ব-কারের পৃথক্ চিহ্ন না থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে একটি পৃথক্ বর্ণ বলা যায় না। পাওয়া, খাওয়া, ওযাদা, দেওয়াল প্রভৃতি শব্দের "ওয়া" বাস্তবিক অন্তঃস্থ ব-কারে আকার যোগে যে উচ্চারণ হয়, তাহা হইতে অভিন্ন। অন্তঃস্থ বকারের জন্য একটি পৃথক্ চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালায় থাকা আবশ্যক। "ড়" "ঢ়" "য়" এর উচ্চারণ এবং চিহ্ন "ড" "ঢ" "য" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এজন্য তাহাদিগকে তিনটী বর্ণরূপে গণ্য করা হইয়াছে। ঁ চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে স্বীকার করা অসঙ্গত। কোনও স্বর নাসিকাযোগে উচ্চারিত হইলে তাহার সঙ্কেত রূপে ঁ চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়।

১৪। বর্ণকে বুঝাইবার জন্য সেই বর্ণের পর "কার" যোগ হয় ; যেমন, অ বর্ণ অকার, 'ক' বর্ণ ককার। র বর্ণ বুঝাইবার জন্য

"রেফ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমরা যখন "ক" উচ্চারণ করি, তখন বাস্তবিক ক্ অ এই দুই বর্ণ উচ্চারণ করি। স্বরশূন্য ব্যঞ্জন "্" এই হসন্ত চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়। ককার বাস্তবিক ক্।

১৫। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে মুখ-গহ্বরে জিহ্বা নানারূপে সঞ্চালিত হয়; কিন্তু কোনও স্থান স্পর্শ করে না।

১৬। স্বরবর্ণগুলিকে উচ্চারণের কাল-পরিমাণ-অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সকল সময়ে ইহাদের হ্রস্ব বা অল্পকাল-স্থায়ী, দীর্ঘ বা দীর্ঘকাল-স্থায়ী উচ্চারণ হয় না। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ "অ" এবং হ্রস্ব "আ", "এ", "ও" আছে।

হ্রস্ব স্বর ; যথা,— অ, ই, উ, ঋ।

দীর্ঘ স্বর ; যথা,— আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

১৭। ইহাদের মধ্যে অ, আ পরস্পর সমান স্বর। এইরূপ ই ঈ ; উ ঊ। অবর্ণ বলিলে অ আ, ইবর্ণ বলিলে ই ঈ, উবর্ণ বলিলে উ ঊ বুঝায়।

১৮। স্বরবর্ণগুলিকে মূলস্বর, গুণস্বর ও বৃদ্ধিস্বর এই তিন ভাগেও বিভক্ত করা হয়।

মূল স্বর, যথা,— অ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ।

গুণ স্বর, যথা,— অ, এ, ও, অর্।

বৃদ্ধি স্বর, যথা,— আ, ঐ, ঔ, আর্।

অকারের গুণ অ, ই-ঈ-কারের গুণ এ, উ-ঊ-কারের গুণ ও, ঋকারের গুণ অর্।

অকারের বৃদ্ধি আ, ই-ঈ-এ-কারের বৃদ্ধি ঐ, উ-ঊ-ও-কারের বৃদ্ধি ঔ, ঋকারের বৃদ্ধি আর্।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় "ঐ"এর উচ্চারণ "ওই" এবং "ঔ"এর উচ্চারণ "ওউ"। কিন্তু "ওই" "ওউ"—এখানে দুইটী স্বরের পৃথক্ উচ্চারণ না হইয়া "ও" "ই"র সন্ধিযুক্ত উচ্চারণে "ঐ" এবং "ও" "উ"র সন্ধিযুক্ত উচ্চারণে "ঔ" হয়। এইজন্য "ঐ", "ঔ" সন্ধিস্বর (diphthong)। অন্যগুলি এককস্বর (monophthong).

১৯। ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হয়,—

ক বর্গ— ক খ গ ঘ ঙ।
চ বর্গ— চ ছ জ ঝ ঞ।
ট বর্গ— ট ঠ ড ঢ ণ ড় ঢ়।
ত বর্গ— ত থ দ ধ ন।
প বর্গ— প ফ ব ভ ম।
অন্তঃস্থ বর্ণ— য (=য়) র ল ব (=ওঅ) য়।
উষ্ম বর্ণ— শ ষ স হ।

টীকা। ক হইতে ম পর্য্যন্ত ২৭টী বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা মুখগহ্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান স্পর্শ করে, এইজন্য ইহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ (Stops) বলে।

অন্তঃস্থ অর্থে স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের অন্তঃস্থিত (মধ্যবর্ত্তী) বর্ণ। অন্তঃস্থ বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহ্বা উচ্চারণ-স্থান ঈষৎ স্পর্শ করে।

উষ্মবর্ণের উচ্চারণে মুখ-গহ্বরের বায়ু (উষ্মা) জিহ্বা ও উচ্চারণের স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। স্পর্শ বর্ণে বায়ু ক্ষণকালের জন্য বদ্ধ হইয়া পরে সহসা বহির্গত হয়।

২০। উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণমালাকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হয়।

(ক) উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠনালীর উৰ্দ্ধভাগ বা জিহ্বার মূল; কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ (guttural)— অ, আ, কবর্গ, হ, ঃ।

(খ) উচ্চারণ-স্থান তালুর অগ্রভাগ; তালব্য বর্ণ (palatal) — ই, ঈ, চবর্গ, য, শ।

(গ) উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা বা তালুর মধ্য ভাগ; মূর্দ্ধন্য বর্ণ (cerebral)— ঋ, টবর্গ, র, ষ।

(ঘ) উচ্চারণ-স্থান দন্তমূল; দন্ত্য বর্ণ (dental)— তবর্গ, ল, স।

(ঙ) উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠদ্বয়; ওষ্ঠ্য বর্ণ (labial)— উ, ঊ, পবর্গ।

(চ) উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও তালু; কণ্ঠতালব্য বর্ণ (palato-guttural)— এ, ঐ।

(ছ) উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ (labio-guttural) — ও, ঔ।

(জ) উচ্চারণ-স্থান দন্ত ও অধর-ওষ্ঠ; দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ (labio-dental)— অন্তঃস্থ ব।

(ঝ) উচ্চারণ-স্থান নাসিকা; অনুনাসিক বর্ণ (nasal)— ঙ ঞ ণ ন ম ং ঁ। ঙ কণ্ঠ্য ও অনুনাসিক বর্ণ; এইরূপ ঞ ণ ন ম—ইহাদের প্রত্যেকের দুইটি উচ্চারণ-স্থান।

(ঞ) চন্দ্রবিন্দু যে স্বরের সহিত থাকে, তাহার উচ্চারণ-স্থান-ভাগী হয়।

টীকা। উচ্চারণের জন্য কণ্ঠনালাস্থ বাগ্‌যন্ত্রের যত্নের প্রকার-ভেদে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হয়:—

(ক) অল্পপ্রাণ (unaspirated)—বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তঃস্থ বর্ণ।

(খ) মহাপ্রাণ (aspirated)—বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং উষ্মবর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে মুখ-গহ্বর হইতে বায়ু সবলে বহির্গত হয়।

(গ) শ্বাস বা অঘোষ (voiceless)—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ ষ স।

(ঘ) নাদ বা ঘোষ (voiced)—বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ এবং হ।

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণের উচ্চারণ

২১। অকারের দুইটী উচ্চারণ ঃ—

(১) শুদ্ধ ; যেমন,— অশোক, অলস।

(২) বিকৃত ; হ্রস্ব ওকারের ন্যায় ; যথা, নিম্নলিখিত স্থলে—

(ক) ইবর্ণ, উবর্ণ ও ঋকারের পূর্ব্বে ; যেমন,— অতি, কল্প, সরু, যকৃৎ, কর্ত্তৃক।

(খ) য ফলার পূর্ব্বে ; যেমন,— পথ্য, সত্য, ইত্যাদি।

(গ) "ক্ষ"এর পূর্ব্বে ; যেমন,— লক্ষ, বক্ষ, ইত্যাদি।

(ঘ) প্রায়ই যখন শেষ অকার উচ্চারিত হয় ; যেমন,— ভাল, বড়, মত, তৈল, মৃত, গাঢ়, দে'খ, দেখিল, করিয়াছ, করিত, ফে'ল, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। বিকৃত অ নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য এই পুস্তকে অ' চিহ্ন প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হইয়াছে।

২২। পদের অন্তস্থিত অকার প্রায়ই উচ্চারিত হয় না ; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়।—

(ক) ঋকারের পরস্থিত ; যথা,— তৃণ, বৃষ, ইত্যাদি।

(খ) ঐকারের পরস্থিত ; যথা,— শৈল, হৈম, ইত্যাদি।

(গ) ং ঃ এর পরবর্ত্তী ও যুক্তবর্ণে ; যথা,— কংস, দুঃখ, দন্ত, রক্ত, ইত্যাদি।

(ঘ) অন্তস্থিত "হ"এর সহিত যুক্ত ; যথা,— দেহ, কটাহ, স্নেহ, ইত্যাদি।

(ঙ) অধিকাংশ স্থলে বিশেষণের অন্তস্থিত ; যথা,— সাধিত, রত, চির, গাঢ়, ছোট, কাল, ইত্যাদি।

(চ) তর ও তম প্রত্যয়ে ; যথা,— গুরুতর, প্রিয়তম, ইত্যাদি।

(ছ) গৌরব ও অনাদর বাচক ভিন্ন ক্রিয়াপদে ; যথা,— দেখিল, দেখিব, দেখিত, দেখ, ইত্যাদি।

(জ) এগার হইতে আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দে।

(ঝ) "পদ"-শব্দযুক্ত নামে ; যথা,— হরিপদ, তারাপদ, ইত্যাদি।

(ঞ) অজ, ব্রজ, দ্রব, কে'ন, কত, ব্রণ, অথ, তব, মম, উভ, নিভ, ধ্রুব প্রভৃতি শব্দে।

২৩। একারের দুইটি উচ্চারণ আছে।

(১) শুদ্ধ। যেমন নিম্নলিখিত স্থানে—

(ক) পদান্ত ও পদ-মধ্যস্থিত ; যথা,— করে, দূরে, অনেক, শতেক, ইত্যাদি।

(খ) ইবর্ণ ও উবর্ণের পূর্ব্বস্থিত ; যথা,— দেখি, ঢেঁকি, নেবু, মেরু, ইত্যাদি।

(গ) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ; যথা,— টেক্কা, কেষ্টা, ইত্যাদি।

(ঘ) তেল, বেল, পেট, কেবল প্রভৃতি শব্দে।

(২) বিকৃত। ইহা একার ও আকারের মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ (man-এর a-র মত)। "অ" "আ" "এ" পরে থাকিলে পূর্ব্বের একার কোনও কোনও স্থানে বিকৃত হয়; যেমন,— বে'লা, হে'ন', কে'ন', দে'খে ইত্যাদি। যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আদিতে শুদ্ধ একার থাকে, তাহাদের বিশেষ্যে ও ক্রিয়া-পদে একারের উচ্চারণ বিকৃত হয় ; যেমন,— দে'খা (অসমাপিকা দেখিয়া), বে'চা (অসমাপিকা বেচিয়া), ইত্যাদি। কিন্তু লেখা (অসমাপিকা লিখিয়া)।

দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে প্রয়োজন-মত বিকৃত একার এ' চিহ্ন দ্বারা দে'খান হইয়াছে।

২৪। কথিত বাঙ্গালা ভাষায় ঙ-কারের স্বরযুক্ত প্রয়োগ আছে ; যেমন, — আঙুল, রাঙা, ইত্যাদি ; ইহার উচ্চারণ "ঙ্গ" ও "গঁ"-এর মধ্যবর্ত্তী।

২৫। বাঙ্গালা ভাষায় ‘জ’ ‘য’ এই দুই বর্ণের উচ্চারণ একরূপ।

২৬। ঞ কেবল চ-বর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। “ঞ” চ-বর্গের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ “ন”এর মত হয়। যেমন,—বঞ্চনা (=বন্‌চনা)। “চ্‌ঞ”এর উচ্চারণ “চইয়াঁ”; যথা—যাচ্‌ঞা (=জাচ্‌ইয়াঁ)।

২৭। বাঙ্গালা ভাষায় ‘ণ’ ও ‘ন’ এই দু’য়ের একই উচ্চারণ। কোনও শব্দের আদিতে ণ হয় না।

২৮। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ “ব”-এর উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় এক।

২৯। বাঙ্গালা ভাষায় ‘শ’ ‘ষ’ ‘স’ এই তিনের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। স্ব স্ক স্খ স্ত স্থ স্ন স্প স্ফ স্ম স্র—এই-সকল স্থানে যুক্ত ‘স’এর উচ্চারণ শুদ্ধ (ইংরেজি s-এর ন্যায়)। শৃ শ্র—এই দুই স্থানে যুক্ত ‘শ’এর উচ্চারণ শুদ্ধ ‘স’এর ন্যায়।

টীকা। (১) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে চ-বর্গের তালব্য উচ্চারণ স্থলে বিকৃত দন্ত-তালব্য (palato-dental) উচ্চারণ হয়। ইহা বর্জ্জনীয়।

(২) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে ঘ, ঝ, ঢ, ঢ়, ধ, ভ, হ ইহাদের মহাপ্রাণ উচ্চারণ স্পষ্টরূপে হয় না। ইহা দূষণীয়।

(৩) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে ড় ঢ় র একরূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু “পড়ে” ও “পরে”, “ঘোড়া” ও “ঘোরা”, “চড়ে” ও “চরে”—এই-সকল শব্দ-যুগলের মধ্যে অর্থগত পার্থক্যের ন্যায় উচ্চারণগত পার্থক্যও রক্ষা করা উচিত।

(৪) বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে ঁ চন্দ্রবিন্দু স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। কিন্তু “কাঁদা” ও “কাদা”, “রাঁধা” ও “রাধা”, “তাঁহার” ও “তাহার”—এই-সকল শব্দ-যুগলের মধ্যে উচ্চারণগত ভেদ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩০। কথিত ভাষায় শব্দমধ্যবর্ত্তী “হ”-এর লোপ হয়। যথা,—নাহি নাই, চাহে চায়, তাহার তার, ইত্যাদি।

৩১। বিসর্গের উচ্চারণ হসন্ত 'হ্'-এর ন্যায়। বিসর্গের পরস্থিত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা,— নমঃ (=নম'হ্), দুঃখ (=দুক্‌খ)।

৩২। 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ আদিতে 'খ', অন্যত্র 'ক্‌খ'-এর মত। যথা,— ক্ষীর (=খীর), বক্ষ (=ব'ক্‌খ'), রক্ষণ (=র'ক্‌খ'ন্)।

৩৩। 'জ্ঞ'-এর উচ্চারণ আদিতে 'গ্যঁ', অন্যত্র 'গ্‌গঁ'-এর মত। যেমন,— জ্ঞান (=গ্যাঁন্); বিজ্ঞ (=বিগ্‌গঁ)।

৩৪। মফলা-যোগে বর্ণের দ্বিত্ব এবং কখনও দ্বিত্ব ও তাহার অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন,— পদ্ম (=পদ্‌দঁ), ছদ্ম (=ছদ্‌দঁ), বিস্ময় (=বিশ্‌শঁয়্), লক্ষ্মী (=ল'ক্‌খী), লক্ষ্মণ (=লক্‌খন্)। শব্দের আদিতে মফলা-যোগে কেবল অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন— স্মিত (=সিঁত'), শ্মশান (=শঁশান্), শ্মশ্রু (=শঁ স্রু)। অনুনাসিক বর্ণ ও অন্তঃস্থ বর্ণের সহিত যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যথা,— বাঙ্ময়, চিন্ময়, বাল্মীকি।

৩৫। 'হ্য'-এর উচ্চারণ 'জ্‌ঝ'-এর মত। যথা— বাহ্য (=বাজ্‌ঝ), সহ্য (=স'জ্‌ঝ)।

৩৬। যফলা-যোগে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন,— বাক্য (=বাক্‌ক'), গণ্য (=গ'ন্‌ন')। কখনও কখনও 'য'-ফলার "জ"-এর পৃথক্ উচ্চারণ হয়। যথা,— উদ্যোগ (=উদ্‌জোগ্)। য-ফলার সহিত আকার থাকিলে বিকৃত একারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যেমন,— ব্যায়াম (=বে'য়াম্), ত্যাগ (=তে'গ্), অভ্যাস (=অ'ব্‌ভে'শ্)।

টীকা। পদের আদিস্থিত য-ফলার সহিত অকার থাকিলে অনেকে বিকৃত একারের ন্যায় উচ্চারণ করেন। যেমন,— ব্যয় (=বে'য়্), ত্যজ্য (=তে'জ্জ')। কিন্তু য-ফলার সহিত যুক্ত অকারের পর ই-বর্ণ থাকিলে শুদ্ধ একারের ন্যায় উচ্চারণ করা হয়। যেমন,— ব্যয়িত (=বেয়িত'। বে'য়িত' নহে), ব্যক্তি, (=বেক্তি। বে'ক্তি নহে)।

৩৭। বফলা-যোগে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা,— পক্ব (=পক্‌ক), নিক্বণ (=নিক্‌কন্)। কোনও কোনও স্থলে "ব"-এর উচ্চারণ হয়। যথা,— উদ্বেগ (=উদ্‌বেগ্)। শব্দের আদিতে ব-ফলার কোনও উচ্চারণ নাই। যেমন,— দ্বার (=দার), দ্বি (=দি)।

৩৮। হ্‌-যুক্ত বর্ণের হকার উচ্চারণে পরবর্ত্তী হয় এবং তাহার স্থানে পূর্ব্ব বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ হয়। যথা,— অপরাহ্ণ (অপরান্‌হ্, হ্=nh), ব্রাহ্ম (=ব্রাম্‌হ্, হ=mh), আহ্লাদ (=আল্‌হাদ্, হ্=lh), জিহ্বা (=জিওভা, ও=অন্তঃস্থ ব)।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় লেখন ও উচ্চারণে এইরূপ আরও অনৈক্য আছে। উচ্চারণ অনুসারে বানান সংস্কার করা আবশ্যক। পালি ও প্রাকৃতে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান হইয়া থাকে।

দ্বিত্ব

৩৯। মহাপ্রাণ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে হসন্তবর্ণ অল্পপ্রাণ হয়; যেমন,— "থ"-এর দ্বিত্ব "ত্থ", "ঘ"-এর দ্বিত্ব 'গ্‌ঘ'।

৪০। রেফ যুক্ত হইলে বাঙ্গালা বানানে চ ছ জ, ত দ ধ, ব ম, য ল বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা,— অর্চ্চনা অর্চনা, আর্ত্ত আর্ত, অর্দ্ধ অর্ধ, কর্ম্ম কর্ম, কার্য্য কার্য, ইত্যাদি।

সন্ধি (Euphonic Combination)

৪১। (১) মহা+আশয়=মহাশয়; (২) পশু+আদি=পশ্বাদি; (৩) অতঃ+এব=অতএব; (৪) উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস। এই উদাহরণ-

গুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে দুইটী বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য (১) তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক বর্ণ হয়, বা (২) তাহাদের একের রূপান্তর হয়, কিংবা (৩) একের লোপ হয়, অথবা (৪) উভয়ের রূপান্তর হয়। এইরূপ **বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি** (Euphonic Combination) বলে।

৪২। সন্ধি দুই প্রকার; (১) স্বর-সন্ধি, যেমন— মহা + আশয় = মহাশয়, পশু + আদি = পশ্বাদি; (২) ব্যঞ্জন-সন্ধি, যেমন— অতঃ + এব = অতএব, উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

৪৩। স্বর-সন্ধি বা ব্যঞ্জন-সন্ধি প্রত্যেকে দুই প্রকারের হইতে পারে। (১) বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের সন্ধি, যেমন পূর্ব্বের উদাহরণে— মহা + আশয় = মহাশয়। এখানে মহা ও আশয় এই দুই শব্দের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে। ইহাকে **বহিঃসন্ধি** বলে। (২) একই শব্দের মধ্যে সন্ধি, যেমন— নৌ + ইক = নাবিক, ভজ্ + ত = ভক্ত। ইহাকে **অন্তঃসন্ধি** বলে।

স্বর-সন্ধি

৪৪। বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; এখানে বিদ্যা শব্দের শেষের আকার ও আলয় শব্দের পূর্ব্বের আকার, এই দুই স্বর মিলিয়া একটী স্বর হইয়া বিদ্যালয় শব্দটী হইয়াছে।

দুইটী স্বর নিকটবর্ত্তী হইলে প্রায়ই তাহাদের মিলনে একটী স্বর উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বর-সন্ধি বলে।

স্বরের বহিঃসন্ধি

৪৫। শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক; প্রবাল+আদি=প্রবালাদি; মহা+অর্ঘ=মহার্ঘ; বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়। অতএব,

অ বর্ণের পর অবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। ঐ আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ+অ=আ; অ+আ=আ; আ+অ=আ; আ+আ=আ।

৪৬। যতি+ইন্দ্র=যতীন্দ্র; যতি+ঈশ্বর=যতীশ্বর; মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র; পৃথিবী+ঈশ্বর=পৃথিবীশ্বর। অতএব,

ইবর্ণের পর ইবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঐ ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই+ই=ঈ; ই+ঈ=ঈ; ঈ+ই=ঈ; ঈ+ঈ=ঈ।

৪৭। সাধু+উক্তি=সাধূক্তি; চারু+ঊষা=চারূষা; বধূ+উৎসব=বধূৎসব; ভূ+ঊর্দ্ধ=ভূর্দ্ধ। অতএব,

উবর্ণের পর উবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊকার হয়। ঐ ঊকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উ+উ=ঊ; উ+ঊ=ঊ; ঊ+উ=ঊ; ঊ+ঊ=ঊ।

টীকা। সংস্কৃত ভাষায় পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ; ভ্রাতৃ+ঋদ্ধি=ভ্রাতৄদ্ধি। অতএব ঋ কারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠ কার হয়; ঐ ৠকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। এরূপ সন্ধি শ্রুতিকটুতাদোষের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বর্জ্জনীয়। ঋ+ঋ ৠ।

৪৮। নর+ইন্দ্র=নরেন্দ্র; মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র; নর+ঈশ=নরেশ; মহা+ঈশ=মহেশ। অতএব,

অ বর্ণের পর ইবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া একার হয়। ঐ একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ই = এ ; আ + ই = এ ;

অ + ঈ = এ ; আ + ঈ = এ ;

৪৯। মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ ; যথা + উচিত = যথোচিত ; চল + ঊর্ম্মি = চলোর্ম্মি ; গঙ্গা + ঊর্ম্মি = গঙ্গোর্ম্মি। অতএব,

অবর্ণের পর উবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া ওকার হয়। ঐ ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + উ = ও ; আ + উ = ও ;

অ + ঊ = ও ; আ + ঊ = ও।

৫০। দেব + ঋষি = দেবর্ষি ; মহা + ঋষি = মহর্ষি। অতএব অ বর্ণের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া অর্ হয় ; অ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং রেফ ঋকারের পরস্থিত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। অ + ঋ = অর্ ; আ + ঋ = অর্।

৫১। জন + এক = জনৈক ; মত + ঐক্য = মতৈক্য ; মহা + একত্ব = মহৈকত্ব ; মহা + ঐশ্বর্য্য = মহৈশ্বর্য্য। অতএব,

অ বর্ণের পর একার বা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া ঐকার হয়। ঐ ঐকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + এ = ঐ ; আ + এ = ঐ ;

অ + ঐ = ঐ ; আ + ঐ = ঐ।

৫২। বন + ওষধি = বনৌষধি ; মহা + ওষধি = মহৌষধি ; পরম + ঔষধ = পরমৌষধ ; মহা + ঔষধ = মহৌষধ। অতএব,

অ বর্ণের পর ওকার বা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া ঔকার হয়। ঐ ঔকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ও = ঔ ; আ + ও = ঔ ;
অ + ঔ = ঔ ; আ + ঔ = ঔ ।

৫৩। অতি + অন্ত = অত্যন্ত ; অতি + আচার = অত্যাচার ; অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ ; অতি + ঊর্দ্ধ = অত্যূর্দ্ধ ; প্রতি + এক = প্রত্যেক ; জাতি + ঐক্য = জাত্যৈক্য ; অতি + ওঘ = অত্যোঘ ; অতি + ঔষধ = অত্যৌষধ ; নদী + অন্ত = নদ্যন্ত ; নদী + আকার = নদ্যাকার ; নদী + উপরি = নদ্যুপরি ; নদী + ঊর্ম্মি = নদ্যূর্ম্মি ; নদী + ওঘ = নদ্যোঘ। অতএব,

ইবর্ণের পর ইবর্ণ ভিন্ন স্বর থাকিলে ইবর্ণ স্থানে য-ফলা হয় এবং পরের স্বর য-ফলায় যুক্ত হয়।

ই + অ = য ; ই + আ = যা ;
ই + উ = যু ; ই + ঊ = যূ ;
ই + এ = যে ; ই + ঐ = যৈ ;
ই + ও = যো ; ই + ঔ = যৌ ;

এইরূপ ঈ + অ = য ; ঈ + আ = যা ; ইত্যাদি।

৫৪। মনু + অন্তর = মন্বন্তর ; পশু + আদি = পশ্বাদি ; মধু + ইত্যাদি = মধ্বিত্যাদি ; বধূ + আদি = বধ্বাদি ; বধূ + ইত্যাদি = বধ্বিত্যাদি। অতএব,

উবর্ণের পর উবর্ণ ভিন্ন স্বর থাকিলে উ বর্ণ স্থানে ব-ফলা হয় এবং পরের স্বর ব-ফলায় যুক্ত হয়।

উ + অ = ব ; উ + আ = বা ; উ + ই = বি ;
উ + ঈ = বী ; উ + এ = বে ; উ + ঐ = বৈ ;
উ + ও = বো ; উ + ঔ = বৌ ;

এইরূপ ঊ + অ = ব ; ঊ + আ = বা ; ইত্যাদি।

৫৫। পিতৃ+অগ্নি=পিত্রগ্নি; পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়; মাতৃ+আদেশ=মাত্রাদেশ; মাতৃ+ঈশ্বর=মাত্রীশ্বর। অতএব, ঋকারের পর ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঋকার স্থানে র ফলা হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় শ্রুতিকটুতা দোষের জন্য এরূপ সন্ধি কর্ত্তব্য নয়। ঋ+অ=র, ঋ+আ=রা, ঋ+ই=রি; ঋ+ঈ=রী, ইত্যাদি।

বিশেষ স্বরসন্ধি

৫৬। শীত+ঋত=শীতার্ত্ত; দুঃখ+ঋত=দুঃখার্ত্ত; তৃষ্ণা+ঋত=তৃষ্ণার্ত্ত। অতএব, অবর্ণের পর কাতর অর্থে ঋত শব্দের ঋ থাকিলে ঋ স্থানে আর্ হইয়া সন্ধি হয়।

৫৭। নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়;—স্ব+ঈর=স্বৈর; স্ব+ঈরিণী=স্বৈরিণী; অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী; গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র; গো+অক্ষ=গবাক্ষ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়; প্র+ঊঢ়ি=প্রৌঢ়ি, ইত্যাদি।

স্বরের অন্তঃসন্ধি

৫৮। নে+অন=নয়ন; বে+অন=বয়ন; শে+আন=শয়ান। অতএব, শব্দমধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে এ-কারের স্থানে **অয়্** হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। এ+অ=অয়, এ+আ=অয়া, ইত্যাদি।

৫৯। নৈ+অক=নায়ক; গৈ+অক=গায়ক। অতএব, শব্দমধ্যে ঐকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐকারের স্থানে **আয়্** হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। ঐ+অ=আয়, ঐ+আ=আয়া, ইত্যাদি।

৬০। ভো+অন=ভবন; পো+অন=পবন; লো+অণ=লবণ। অতএব, শব্দমধ্যে ওকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ওকারের স্থানে **অব্**

হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। ও+অ=অব, ও+আ= অবা, ইত্যাদি।

৬১। পৌ+অক=পাবক ; নৌ+ইক=নাবিক ; ভৌ+উক= ভাবুক। অতএব, শব্দ মধ্যে ঔকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঔকারের স্থানে **আব্** হয় এবং পরের স্বর তাহাতে যুক্ত হয়। ঔ+অ=আব, ঔ+আ=আবা, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা স্বরসন্ধি

৬২। কচু+আদা+আলু ; এইখানে সন্ধি হইয়া "কচ্বাদালু" হইবে না। এইরূপ ভাত+আছে, এইখানে সন্ধি হইয়া "ভাতাছে" হইবে না। অতএব, খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে সাধারণতঃ সন্ধি হয় না।

৬৩। শত+এক=শতেক ; কত+এক=কতেক ; অর্দ্ধ+এক= অর্দ্ধেক। অতএব, বাঙ্গালা ভাষায় অকারের সহিত 'এক' শব্দের একারের সন্ধি হইয়া একার হয়।

৬৪। নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ স্বর-সন্ধি :— দেখিতে+আছি=দেখিতেছি ; দেখিয়া+আছি=দেখিয়াছি ; পাগল+ আমি=পাগলামি ; কুড়ি+এক=কুড়িক ; দে'খ'+এসে=দে'খ'সে, যাব'+এখন=যাব'খন, ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন সন্ধি

৬৫। যেমন স্বরের সহিত স্বরের সন্ধি হয়, সেইরূপ (১) ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের সন্ধি হইয়া থাকে। যথা,— দিক্+ইন্দ্র=দিগিন্দ্র ; জগৎ+ ঈশ্বর=জগদীশ্বর। কিংবা (২) ব্যঞ্জনের সহিত ব্যঞ্জনের সন্ধি হইয়া থাকে। যথা— সৎ+চিন্তা=সচ্চিন্তা, উৎ+লিখিত=উল্লিখিত। অতএব **ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের বা ব্যঞ্জনের সহিত**

ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন-সন্ধি বলে। বিসর্গের সহিত সন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত।

ব্যঞ্জনের বহিঃসন্ধি

৬৬। বাক্ + ঈশ = বাগীশ ; জগৎ + ঈশ = জগদীশ ; সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা ; মহৎ + গতি = মহদ্গতি ; বৃহৎ + ধর্ম্ম = বৃহদ্ধর্ম্ম ; অসৎ + রূপ = অসদ্রূপ ; অপ্ + জ = অব্জ ; ঋক্ + বেদ = ঋগ্বেদ। অতএব, **স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ কিংবা য র ল ব পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।**

৬৭। সৎ + চিৎ = সচ্চিৎ ; উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ। অতএব, **চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্-এর স্থানে চ্ হয়।**

৬৮। জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি ; কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা। অতএব, **জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে জ্ হয়।**

৬৯। বৃহৎ + টীকা = বৃহট্টীকা ; বৃহৎ + ঠক্কুর = বৃহট্ঠক্কুর। অতএব, **ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে ত এবং দ্ স্থানে ট্ হয়।**

৭০। উৎ + ডীন = উড্ডীন ; বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা। অতএব, **ড বা ঢ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে ড্ হয়।**

৭১। বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা ; তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত। অতএব, **ল পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে ল হয়।**

৭২। উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ; উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; তদ্ + শক্তি = তচ্ছক্তি। অতএব, **শ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে চ্ এবং শ স্থানে ছ হয়।**

৭৩। তৎ + হিত = তদ্ধিত ; পদ্ + হতি = পদ্ধতি। অতএব, **হ পরে থাকিলে ত্ এবং দ্ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ হয়।**

৭৪। তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া ; আ + ছাদন = আচ্ছাদন। অতএব, **স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ-এর স্থানে চ্ছ হয়।**

৭৫। ততঃ + অধিক = ততোধিক ; মনঃ + অনৈক্য = মনোনৈক্য। অতএব, **অকারের পরস্থিত বিসর্গের পর অকার থাকিলে পূর্ব্বের অঃ স্থানে ওকার হয় এবং পরের অকার লুপ্ত হয়।**

৭৬। মনঃ + গামী = মনোগামী ; সদ্যঃ + স্নাত = সদ্যোস্নাত ; যৎপরঃ + নাস্তি = যৎপরোনাস্তি ; মনঃ + হর = মনোহর। অতএব, **অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে পূর্ব্বের অঃ স্থানে ও-কার হয়।**

৭৭। চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন ; জ্যোতিঃ + ময় = জ্যোতির্ম্ময় ; ধনুঃ + বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা। অতএব, **অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে র্ হয়।**

৭৮। নিঃ + রব = নীরব ; নিঃ + রস = নীরস। অতএব, **র পরে**

থাকিলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়।

৭৯। বাক্+ময়=বাঙ্‌ময়, দিক্+নির্ণয়=দিঙ্‌নির্ণয়, ষট্+নবতি=ষণ্ণবতি, চিৎ+ময়=চিন্ময়, জগৎ+নাথ=জগন্নাথ। অতএব, **ঙ্‌, ঞ্‌, ণ্‌, ন্‌, ম্‌ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।**

৮০। দুঃ+চিন্তা=দুশ্চিন্তা, শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ। অতএব, **চ্‌ ছ্‌, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ্‌, হয়।**

৮১। ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার। অতএব, **ট্‌ ঠ্‌, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে ষ্‌, হয়।**

৮২। নিঃ+তার=নিস্তার, মনঃ+তাপ=মনস্তাপ। অতএব, **ত্‌, থ্‌, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্‌ হয়।**

৮৩। মনঃ+কাম=মনস্কাম, তেজঃ+কর=তেজস্কর, বাচঃ+পতি=বাচস্পতি। অতএব, **ক্‌ খ্‌, প্‌, ফ্‌, পরে থাকিলে অ বর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে প্রায় স্‌ হয়।** কিন্তু মনঃকষ্ট, অন্তঃকরণ, অতঃপর, তেজঃপুঞ্জ ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় না।

৮৪। নিঃ+কাম=নিষ্কাম, বহিঃ+কৃত=বহিষ্কৃত, দুঃ+প্রাপ্য=দুষ্প্রাপ্য, নিঃ+ফল=নিষ্ফল, ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুঃ+পদ=চতুষ্পদ। অতএব, **ক্‌ খ্‌, প্‌, ফ্‌, পরে থাকিলে অবর্ণ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ্‌, হয়।**

৮৫। প্রাতঃ+উত্থান=প্রাতরুত্থান, অন্তঃ+অঙ্গ=অন্তরঙ্গ, অহঃ+অহঃ=অহরহঃ, পুনঃ+বার=পুনর্বার, স্বঃ+গতি=স্বর্গতি। অতএব, **স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ**

কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত রজাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

রজাত বিসর্গ যথা,— নিঃ, দুঃ, প্রাদুঃ, অন্তঃ, অহঃ, পুনঃ, প্রাতঃ, চতুঃ, ইত্যাদি শব্দে।

৮৬। সম্ + চয় = সঞ্চয়, সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ, সম্ + মান = সম্মান। অতএব, **স্পর্শ বর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে পরবর্ত্তী বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়।**

সম্ + খ্যা = সংখ্যা, সম্ + ঘটন = সংঘটন। অতএব, **কখনও কখনও ম্ স্থানে অনুস্বার হয়।**

৮৭। সম্ + যোগ = সংযোগ, সম্ + বাদ = সংবাদ, কিম্ + বা = কিংবা, বশম্ + বদ = বশংবদ, সম্ + সার = সংসার, সম্ + হার = সংহার। অতএব, **স্পর্শ বর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে ং হয়।** কিন্তু সম্ + রাট্ = সম্রাট্, সম্ + রাজ্ঞী = সম্রাজ্ঞী।

ব্যঞ্জনের অন্তঃসন্ধি

৮৮। প্রত্যয়-যোগে পদমধ্যে সন্ধি হয়। যথা,—

চ্ + ন্	= চ্ঞ্,	যাচ্ঞা	
জ্ + ন্	= জ্ঞ্,	রাজ্ঞী,	যজ্ঞ
চ্ + ত্	= ক্ত্,	সিক্ত,	মুক্ত
জ্ + ত্	= ক্ত্,	ত্যক্ত,	ভক্ত
জ্ + ত্	= ষ্ট্,	মৃষ্ট,	সৃষ্ট
ধ্ + ত্	= দ্ধ্,	বুদ্ধ,	ক্রুদ্ধ
ভ্ + ত্	= ব্ধ্,	লব্ধ,	ক্ষুব্ধ

শ্ + ত্	= ষ্ট,	দৃষ্ট,	আদিষ্ট
ষ + ত্	= ষ্ট্,	আকৃষ্ট,	ঘৃষ্ট
ষ্ + থ্ ঃ	= ষ্ঠ্,	ষষ্ঠ,	নিষ্ঠা
হ্ + ত্	= গ্ধ্,	দুগ্ধ,	মুগ্ধ
হ্ + ত	= দ্ধ্.	নদ্ধ	
হ্ + ত্	= ঢ়্ (পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ), গূঢ়,	রূঢ়	

বিশেষ ব্যঞ্জন-সন্ধি

৮৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ :-- গো + য = গব্য, নৌ + য = নাব্য, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, বন + পতি = বনস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, গো + পদ = গোষ্পদ, পর + পর = পরস্পর, সম্ + কৃত = সংস্কৃত, পরি + কার = পরিষ্কার, হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র, এক + দশ = একাদশ, ষষ্ + দশ = ষোড়শ, পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি, মনঃ + ঈষা = মনীষা, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-সন্ধি

৯০। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে সন্ধি হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ ;—কাঁদ + না = কান্না, রাঁধ + না = রান্না, পাট + কাটি = পাকাটি, না + হই = নহি, ইত্যাদি।

৯১। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি হয় না। ভাতাহার, লাঠ্যাঘাত, চিন্তিতাছি ইত্যাদি রূপ সন্ধি হয় না। কিন্তু বাপান্ত, দিল্লীশ্বর, মশারি ইত্যাদি সুপ্রচলিত।

৯২। যে স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ স্থলে সন্ধি না করাই নিয়ম। বৃহট্‌ঠক্কুর, বৃহড্‌ঢক্কা, মাতৄণ, ভ্রাত্রাজ্ঞা, বধ্বাগমন, এইরূপ সন্ধি বাঙ্গালা ভাষায় অনুচিত।

স্বর-সঙ্কোচ (Vowel-Contraction)

৯৩। বাঙ্গালা ভাষায় একই শব্দে দুই স্বর একত্র হইলে কখনও একটী স্বরের লোপ, কখনও উভয়ে মিলিয়া একটী স্বর হয়। ইহাকে **স্বর-সঙ্কোচ (Vowel-Contraction)** বলে। সাধু ভাষা অপেক্ষা কথিত ভাষায় ইহা অধিক লক্ষিত হয়।

অ+ই=অ ; (মধ্য বাঙ্গালা বইসে) বসে ; কথিত ভাষায়— (হইব) হব, (রহিবে, রইবে) রবে, (হইতে) হ'তে।

অ+ই=ও ; কথিত ভাষায়— (হইস) হোস, (কহিস, *কইস) কোস, (বহিন, বইন) বোন।

অ+উ=অ ; কথিত ভাষায়— (হউন) হন, (লউন) লন, (কহুন, *কউন) কন।

অ+উ=ও ; (মধ্য বাঙ্গালা চখু, চউখ) চোখ ; কথিত ভাষায়— (বসু *বউস) বোস, (হউক) হোক, (রহুক, *রউক) রোক, (শকুল, *শউল,) শোল।

অ+এ (য়ে)=অ ; কথিত ভাষায়— (হয়েন) হন, (কহেন, *কএন) কন।

আ+ই=আ ; (আইসে) আসে, (খাইস) খাস ; (সাতাইশ) সাতাশ ; কথিত ভাষায়— (পাইব) পাব, (গাহিবে, গাইবে) গাবে।

আ+ই=এ ; (আইস) এস, (আইল) এল, (মাইয়া) মেয়ে, (নাইয়া) নেয়ে, (চাহিয়া, *চাইয়া) চেয়ে ; কথিত ভাষায়— (পাইয়া) পেয়ে, (খাইলে) খেলে, (যাইতে) যেতে।

আ+উ=আ ; (মধ্য বাঙ্গালা মাউসী) মাসী ; কথিত ভাষায়— (যাউক) যাক, (পাউন) পান, (চাউল) চা'ল।

আ+উ=এ; (আউল) এল (এল চুল), (*মাউসো) মেসো, (ধানুয়া, *ধাউনুয়া) ধেনো, (মাঠুয়া, *মাউঠুয়া) মেঠো।

আ+এ (য়ে)=আ; (যায়েন) যান, (পায়েন) পান; কথিত ভাষায়—(গাহেন, গায়েন) গান, (চাহেন, *চায়েন) চান।

ই+আ (য়া)=এ; (বাণিয়া, *বাইণিয়া) বেণে, (জালিয়া, *জাইলিয়া) জেলে; কথিত ভাষায়—(করিয়া) ক'রে, (দেখিয়া) দেখে।

ই+উ=ই; (দিউন) দিন, (দিউক) দিক।

ই+এ=এ; (দিএন) দেন।

ই+ও=ও; কথিত ভাষায়—(করিও) ক'রো, (তুলিও) তুলো।

উ+আ (য়া)=ও; (ঘরুয়া) ঘ'রো, (ঝড়ুয়া) ঝ'ড়ো, (জলুয়া) জ'লো।

উ+ই=উ; (শুইস) শুস, (ধুইস) ধুস, (ছুঁইস) ছুঁস।

ও+উ=উ; (শোউন) শুন, (ধোউক) ধুক, (ছোঁউন) ছুঁন।

ও+এ (য়ে)=ও; (শোয়েন) শোন, (ছোঁয়েন) ছোঁন।

স্বর-সাম্য (Vocalic Harmony)

৯৪। একই শব্দে পর পর দুই অক্ষরে দুইটা স্বর আসিলে, কখনও পূর্ব্বের স্বরের, কখনও বা পরের স্বরের পরিবর্ত্তন দ্বারা দুই স্বরের সাম্য উৎপন্ন হয়। ইহাকে **স্বরসাম্য (Vocalic Harmony)** বলে। বাঙ্গালা ভাষায় স্বরসাম্যের বিশেষ নিয়ম আছে। তাহাকে **স্বরসাম্য বিধি (Laws of Vocalic Harmony)** বলে। সাধু ভাষা অপেক্ষা কথিত ভাষায় ইহা অধিক দৃষ্ট হয়।

অ—ই স্থানে অ'—ই ; উচ্চারণে অ'তি, ক'ড়ি, ম'তি, হ'ই।

অ—উ স্থানে অ'—উ ; উচ্চারণে, ক'লু, ব'স্থু, ব'উ।

ই—আ স্থানে ই—এ ; কথিত ভাষায়—(মিঠা) মিঠে, (দিয়া) দিয়ে, (হীরা) হীরে, (বিকাল) বিকেল, (হিসাব) হিসেব।

ই—আ স্থানে এ—আ ; কথিত ভাষায়—(বিড়াল) বেরাল, (লিখা) লেখা, (কিনা) কেনা।

ই—এ স্থানে এ—এ ; কথিত ভাষায়—(লিখে) লেখে, (কিনে) কেনে।

উ—আ স্থানে ও—আ ; (ছুরি) ছোরা, (তুমি) তোমার ; কথিত ভাষায়—(উঠা) ওঠা, (শুনা) শোনা।

উ—আ স্থানে উ—ও ; কথিত ভাষায়—(মুঠা) মুঠো, (রূপা) রূপো, (চুলা) চুলো, (মূলা) মূলো।

উ—এ স্থানে ও—এ ; কথিত ভাষায়—(উঠে) ওঠে, (শুনে) শোনে।

এ (মূল)—আ স্থানে এ'—আ ; উচ্চারণে দে'খা (কিন্তু দেখি), খে'লা, বে'লা, বে'চা। (কিন্তু লেখা, কেনা, মেলা-মেশা)।

এ (মূল)—এ (মূল) স্থানে এ'—এ ; উচ্চারণে দে'খে (=দর্শন করে), খে'লে (=খে'লা করে)। (কিন্তু দেখিয়া হইতে দেখে, খাইলে হইতে খেলে)।

ও—ই স্থানে উ—ই ; (চোর) চুরি, (বোল) বুলি, (খোঁড়া) খুঁড়ী, (ঘোড়া) ঘুড়ী, (গোলা) গুলি, (খোকা খুকী (জোড়া) জুড়ি।

ণত্ব বিধান

৯৫। **এক শব্দে ঋ, র, ষ, এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়।** যথা,—

ঋণ, তৃণ, জীর্ণ, কৃষ্ণ, ইত্যাদি।

৯৬। **স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ, এবং অনুস্বার ব্যবধান থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মূর্দ্ধন্য ণ হয়।** যথা,—

রণ, হরিণ, ভীষণ, ভক্ষণ, অর্পণ, পাষাণ, গ্রহণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষুণ্ণ, রুগ্ণ, ইত্যাদি।

৯৭। হসন্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা,— বৃন্দ, গ্রন্থন, রন্ধন, হে উপকারিন্, ইত্যাদি।

৯৮। খাঁটি বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দে ণ হয় না। যথা,— করেন, কোরান, জার্ম্মানী, ইত্যাদি।

বিশেষ বিধান

৯৯। প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারিটী উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্ ও হন্ ধাতুর নকার স্থানে

ণ হয়। যথা,— প্রণাম, পরিণাম, পরিণয়, প্রাণ, প্রণব, নির্ণয়, প্রণাশ (কিন্তু প্রনষ্ট)।

১০০। পূর্ব্বোক্ত চারিটী উপসর্গের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয়ের অসংযুক্ত দন্ত্য ন ৯৫, ৯৬ নিয়মানুসারে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা,— প্রয়াণ, প্রবহণ, নির্ব্বাণ, প্রমাণ, ইত্যাদি। কিন্তু নির্ব্বিঘ্ন, নিষ্পন্ন, ইত্যাদি; অথচ নির্ব্বিণ্ণ, বিষণ্ণ।

১০১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশেষ নিয়মে ণ হইয়াছে। যথা,— প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, অগ্রণী, গ্রামণী, অক্ষৌহিণী, শূর্পণখা, প্রণিপাত, প্রণিধান, শরবণ, আম্রবণ, ইক্ষুবণ, প্রবণ।

১০২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে স্বভাবতঃ ণ হয়। যথা,— অণু, আপণ, এণ, উৎকুণ, কঙ্কণ, কণ, কণা, কণিকা, কফোণি, কল্যাণ, কাণ, কিণ, কোণ, ক্বণিত, গণ, গণিকা, গুণ, গৌণ, ঘুণ, চাণক্য, চিক্কণ, তূণ, তূণীর, নিক্বণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পাণি, পিণাক, পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিক্, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বীণা, বেণু, বেণী, ভণিতা, ভাণ, মণি, মৎকুণ, মাণিক্য, লবণ, লাবণ্য, শণ, শাণ, শাণিত, শোণ, শোণিত, স্থাণু।

ষত্ব বিধান

১০৩। **অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ক্ এবং র্ এই-সকল বর্ণের পরস্থিত আদেশ ও প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়।** যথা,—

ভবিষ্যৎ, চক্ষুষ্মান্, পরিষ্কার, গোষ্পদ, মোক্ষ, মুমূর্ষু, ইত্যাদি।

১০৪। পূর্ব্বোক্ত বর্ণের পর শব্দমধ্যে প্রায় ষ হয়। যথা,— অমর্ষ, ইষু, ঈষৎ, উষা, ঋষি, ঔষধ, কলুষ, কুষ্মাণ্ড, কৃষি, কোষ, গণ্ডূষ, গ্রীষ্ম,

তুরুষ্ক, তুষ, তুষার, দোষ, পরুষ, পীযূষ, পুরুষ, পুষ্কর, পুষ্প, বর্ষা, বিষ, বিষাণ, ভীষণ, ভূষা, মহিষ, মূষিক, মেষ, যূষ, যোষিৎ, রোষ, শিষ্য, শেষ, স্নুষা, ইত্যাদি। কিন্তু বিস (মৃণাল), কুসীদ, কুসুম, কেসর, সীসা, ইত্যাদি।

১০৫। অতি, অভি প্রভৃতি ইকারান্ত উপসর্গ এবং অনু ও সু উপসর্গের পরে কতকগুলি ধাতুর স ষ হয়। যথা,— অনুষ্ঠান (স্থা), নিষেধ (সিধ্), অভিষেক (সিচ্), বিষন্ন (সদ্), ইত্যাদি।

১০৬। নিঃ, দুঃ, বহিঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ, এই শব্দগুলির পর ক্, খ্, প্, ফ্, থাকিলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা,— নিষ্কাম, নিষ্পাপ, নিষ্ফল, আবিষ্কার, বহিষ্কৃত, চতুষ্পথ।

১০৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশেষ নিয়মে ষ হইয়াছে। যথা,— সুষুপ্ত, সুষুপ্তি, সুষমা, বিষম, অম্বষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, গোষ্ঠ, নিষেবিত, বিষয়, দুর্ব্বিষহ, নিষ্যন্দ, যুধিষ্ঠির, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

১০৮। সাৎ প্রত্যয়ের স ষ হয় না। যথা,— ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ।

১০৯। খাঁটি বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দে ষ হয় না। যেমন,— করিস্, জিনিস, গ্রীস, মিসর, ইত্যাদি। কিন্তু কেহ কেহ জিনিষ, পোষাক ইত্যাদি লিখেন। ইহা অসঙ্গত।

১১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে স্বভাবতঃ ষ হয়। যথা,— আষাঢ়, কষ, কষায়, নিকষ, পাষণ্ড, পাষাণ, বাষ্প, ভাষা, শষ্প, ষট্, ষণ্ড, ষোড়শ, ইত্যাদি।

শব্দ প্রকরণ (Accidence)

১১১। শব্দ প্রকরণে শব্দের প্রকার, পদের পরিচয়, লিঙ্গ, বচন, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ধাতুরূপ শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা থাকে।

১১২। বাঙ্গালা ভাষায় যত শব্দ আছে, তাহাদের সমষ্টিকে বাঙ্গালা শব্দমালা (Vocabulary) বলা যাইতে পারে।

১১৩। বাঙ্গালা শব্দমালার উৎপত্তি ধরিয়া তাহাকে নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করা যায় ;—

(ক) সংস্কৃতসম অর্থাৎ যাহা সোজাসুজি সংস্কৃত হইতে বানানে অবিকৃত (উচ্চারণে অবিকৃত বা সামান্য বিকৃত) অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে ; যেমন,— ঈশ্বর, জল, দিন, আকাশ, গণনা, ইত্যাদি। সংস্কৃতসম শব্দগুলিকে সাধু-বাঙ্গালা শব্দ বলা যায়।

(খ) অৰ্দ্ধ সংস্কৃতসম অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত হইতে বানান ও উচ্চারণে বিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে ; যথা,— কেষ্ট, বিষ্টু, মিষ্টি, সত্যি, নতুন, ইত্যাদি।

(গ) সংস্কৃতভব অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে ; যথা,— হাত (সংস্কৃত হস্ত, প্রাকৃত হত্থ), নাচ (সংস্কৃত নৃত্য, প্রাকৃত ণচ্চ), ইত্যাদি।

(ঘ) বিদেশী অর্থাৎ যাহা সংস্কৃত ভিন্ন অন্যভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা বিদেশী-সম, এবং বিদেশী-ভব এই দুই-রূপ হইতে পারে। দলীল (আরবী), কাগজ (পারসী), বন্দুক (তুর্কী), ফিতা (পর্ত্তুগীজ), হরতন (ওলন্দাজ) ইত্যাদি বিদেশী-সম ; শিন্নি (পারসী শীরীনী), মজুর (পারসী মজ্‌দুর), মলম (আরবী মরহম), লাট (ইংরেজী লর্ড) ইত্যাদি বিদেশী-ভব।

(ঙ) এতদ্ভিন্ন অন্য সকল শব্দকে দেশী বলা হয় ; যথা,— চাউল, ঢেঁকি, কালা, বোবা, ডাঙ্গা, ইত্যাদি। সংস্কৃতভব ও দেশী-শব্দগুলিকে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ বলা যায়।

পদ (Parts of Speech)

১১৪। "ওলী আসিতেছে।" "ছাগল চরিতেছে।" "জল পড়ে।" "কৃপণতা ভাল নয়।" "বেশী ঘুমান খারাপ।" "সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।" এই ছয়টী বাক্যে "ওলী", "ছাগল", "জল", "কৃপণতা", "ঘুমান", "শ্রেণী" শব্দগুলির মধ্যে "ওলী" এক ব্যক্তির নাম "ছাগল" এক পশু-জাতির নাম, "জল" একটী দ্রব্যের নাম, "কৃপণতা" একটী গুণের নাম, "ঘুমান" একটী ক্রিয়ার নাম এবং "শ্রেণী" কতকগুলি ছাত্রের সমষ্টির নাম ; ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী পদ। এইজন্য ইহাদিগকে বিশেষ্য পদ বলা যায়। অতএব

যে পদে ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য পদ (noun) বলে।

১১৫। "ভাল আমটী খাও।" "বুড়া লোকটী কোথায় ?" "তিনটী ছেলে আসিয়াছে।" এই তিনটী বাক্যে "ভাল" দ্বারা আমের গুণ বুঝা যাইতেছে, "বুড়া" দ্বারা লোকটীর অবস্থা জানা যাইতেছে, "তিন" দ্বারা ছেলের সংখ্যা বুঝা যাইতেছে। অধিকন্তু "ভাল আমটী" বলায় টক, খারাপ, পচা ইত্যাদি নানা প্রকারের আম হইতে একটী আমকে বিশেষ করা হইয়াছে। "বুড়া লোকটী" বলিতে শিশু কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় লোক হইতে লোকটীকে বিশেষ করা হইয়াছে। এইরূপে "তিনটী ছেলে" বলিতে এক, দুই, চার, পাঁচ ইত্যাদি ছেলের সংখ্যা হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। এইজন্য "ভাল", "বুড়া", এবং "তিন" এইগুলি বিশেষণ। অতএব

যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের দোষগুণ, অবস্থা বা সংখ্যা বিশেষরূপে বুঝায়, তাহাকে বিশেষণ (adjective) বলে।

১১৬। "যকী ভাল ছেলে। যকী কাহাকেও মারে না। এইজন্য সকলে যকীকে ভালবাসে।" এইরূপ না বলিয়া আমরা বলি "যকী ভাল ছেলে। সে কাহাকেও মারে না। এইজন্য সকলে তাহাকে ভালবাসে।" এখানে "সে" এবং "তাহাকে" এই দুইটী পদ "যকী" এই ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বদলে বসিয়াছে। এইজন্য এইগুলি সর্ব্বনাম। অতএব

যে পদ অন্য কোনও পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সর্ব্বনাম (pronoun) বলে।

কতকগুলি সর্ব্বনাম ; যথা,— তুমি, সে, তাহা, কি, কে, যাহা, তিনি, ইনি, উনি, আমি, আমরা, আমাদের, ইত্যাদি।

১১৭। "সফী পড়িতেছে।" "বশীর কা'ল খেলিয়াছিল।" "বড় আগামী কা'ল স্কুলে যাইবে।" এই বাক্যগুলিতে "পড়িতেছে," "খেলিয়াছিল," "যাইবে" এই পদগুলি দ্বারা এক একটী ক্রিয়া বা কাজ বুঝাইতেছে। অধিকন্তু "পড়িতেছে" পদ দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে পড়া কাজ হইতেছে বুঝাইতেছে। "খেলিয়াছিল" পদ দ্বারা অতীত কালে খেলা কাজ হইয়াছিল জানা যাইতেছে, এবং "যাইবে" পদ দ্বারা ভবিষ্যতে যাওয়া কাজ হইবে বোধ হইতেছে। এইজন্য "পড়িতেছে", "খেলিয়াছিল", "যাইবে" এই তিনটী ক্রিয়া পদ। অতএব

যে পদ দ্বারা কোনও বিশেষ কালে সম্পন্ন ক্রিয়া বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া পদ (verb) বলে।

১১৮। "তকী ও নকী আসিতেছে।" "মধু ভাল ছেলে; কিন্তু একটু বোকা।" "বাঃ! ফুলটী কি চমৎকার।" এই তিনটী বাক্যে "ও", "কিন্তু," "বাঃ" এই যে তিনটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন অবস্থাতেই ইহাদের আকৃতির ব্যয় বা অন্যথা হয় না। অন্যপক্ষে "ফল" এই শব্দের "ফলসকল", "ফলের", "ফলে" এইরূপ নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। "করা" এই শব্দের "করে", "করিতেছে", ইত্যাদি নানারূপ পরিবর্ত্তন হয়। এইজন্য "ও", "কিন্তু", "বাঃ", এই তিনটী অব্যয় পদ। অতএব,

যে-সকল পদের কোন অবস্থায় আকৃতির ব্যয় বা পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় (indeclinables) বলে।

কতকগুলি অব্যয় পদ; যথা— এবং, বা, কিংবা, নচেৎ, যদি, পরন্তু, বটে, কিন্তু, বিনা, বরং, ত, ধিক্, হায়, আহা, ও, ওগো, ইত্যাদি।

১১৯। আমরা এখন বুঝিলাম এই যে, প্রধানতঃ পদগুলি **বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া** এবং **অব্যয়** এই **পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে,** ইহা ভিন্ন হয় না।

বিশেষ্য (Noun)

১২০। বিশেষ্য ছয় প্রকার।

(ক) ব্যক্তিবাচক (Proper Noun)—যাহা কোনও বিশেষ পদার্থের নাম, তাহাকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— করীম (বিশেষ লোকের নাম), ভুলু (বিশেষ কুকুরের নাম), গঙ্গা (বিশেষ নদীর নাম)।

(খ) জাতিবাচক (Common Noun)—যাহা কোনও এক-জাতীয় পদার্থের সর্ব্বসাধারণ নাম, তাহাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— মানুষ, গোরু, গাছ, মাছ, ইত্যাদি।

(গ) দ্রব্যবাচক (Material Noun)—যাহা কোনও এক উপাদান-জাতীয় পদার্থের নাম, তাহাকে দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— জল, বায়ু, আকাশ, মাটি, লৌহ, ইত্যাদি।

টীকা। জাতিবাচক বিশেষ্য হইতে দ্রব্যবাচক বিশেষ্যের পার্থক্য এই যে জাতিবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক বিশেষ্যের হয় না। মানুষেরা, গোরুগুলি, গাছ-সকল, পাখী-সব এইরূপ হয়; কিন্তু জলেরা, বায়ুগুলি, মাটি সকল, লৌহ-সব এইরূপ প্রয়োগ হয় না।

(ঘ) গুণবাচক (Abstract Noun)—যাহা কোনও গুণের নাম, তাহাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— সুখ, দুঃখ, সৌন্দর্য্য, দয়া, ইত্যাদি।

(ঙ) ক্রিয়াবাচক (Verbal Noun)—যাহা কোনও ক্রিয়াকে বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— যাওয়া, খাওয়া, গমন, উদয়, ইত্যাদি।

(চ) সমষ্টিবাচক (Collective Noun)—যাহা ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিকে বুঝায়, তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা,— জনতা, শ্রেণী, ক্লাস, সমাজ, সেনা, ইত্যাদি।

বিশেষণ (Adjective)

১২১। "খুব ভাল আমটী খাও।" এখানে "ভাল" এই বিশেষণকে "খুব" এই শব্দ দ্বারা একটু-ভাল, মাঝারি-ভাল প্রভৃতি ভাল হইতে

বিশেষ করা হইয়াছে। এইজন্য "খুব" পদটী বিশেষণের বিশেষণ। অতএব,

যে পদ বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহা বিশেষণের বিশেষণ।

১২২। "আস্তে চল।" "শীঘ্র বল।" এই দুইটী বাক্যে "আস্তে" ও "শীঘ্র" এই পদ চলা ও বলা ক্রিয়াকে বিশেষ করিতেছে। "চল" বলিলে নানা প্রকারে চলা যাইতে পারিত; "আস্তে চল" বলায় নানা রকমের চলা হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। "বল" বলিলে নানা প্রকারে বলা যাইতে পারিত; "শীঘ্র বল" বলায় নানা প্রকারের বলা হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। এইজন্য "আস্তে" ও "শীঘ্র" এই দুইটী ক্রিয়া-বিশেষণ। অতএব,

যে পদ ক্রিয়াকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণ (adverb) বলে।

১২৩। "খুব আস্তে চল।" এখানে "খুব" এই পদ দ্বারা "আস্তে" এই ক্রিয়া-বিশেষণকে অধিকতর বিশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য "খুব" ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ। অতএব,

যে পদ ক্রিয়া-বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ বলে।

১২৪। "এই বালিকাটী সুন্দরী।" "গঙ্গা হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়াছে।" "তিনি ধনবান্।" এই তিনটী বাক্যে বিশেষণ বিশেষ্যের বা সর্ব্বনামের পরে বসিয়া বাক্যের উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষ্য বা সর্ব্বনামকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। এইজন্য "সুন্দরী", "বহির্গত", "ধনবান্" বিধেয় বিশেষণ। অতএব,

যে বিশেষণ বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের পরে বসিয়া বাক্যের উদ্দেশ্যস্থানীয় বিশেষ্য বা সর্ব্বনামকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে, তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে।

১২৫। আমরা দেখিলাম যে **বিশেষণ পাঁচ প্রকার।**

(১) **বিশেষ্যের বিশেষণ।**

(২) **বিশেষণের বিশেষণ।**

(৩) **ক্রিয়া-বিশেষণ।**

(৪) **ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ।**

(৫) **বিধেয় বিশেষণ।**

ক্রিয়া-বিশেষণ ও তাহার প্রয়োগ

১২৬। ক্রিয়া-বিশেষণ নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়।

(১) সময়। যেমন—আমি **আজ** আসিয়াছি। তুমি **কখন্** যাইবে?

সময়বাচক ক্রিয়া-বিশেষণগুলি এই— আজ, কাল, পরশু, তরশু, এখন, তখন, কখন্, যখন, কবে, তবে, কতক্ষণ, ততক্ষণ, এতক্ষণ, ইত্যাদি।

(২) স্থান। যেমন—তুমি **কোথায়** যাইতেছ? রাম **এখানে** আসে নাই।

স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণগুলি এই— এখানে, সেখানে, যেখানে, হেথা, সেথা, কোথা, যেথা, তথায়, কোথায়, ইত্যাদি।

(৩) সংখ্যা। যেমন—তোমাকে এই কথা **তিনবার** বলিয়াছি। সে আমাকে **বার বার** কষ্ট দিয়াছে।

(৪) ভাব বা প্রকার। যেমন—**ধীরে** চল। তিনি **মৃদুস্বরে** বলিলেন। সে **জোড়হাতে** প্রার্থনা করিল। তুমি **কেমন** আছ?

(৫) পরিমাণ। যেমন—**যত** গর্জে, **তত** বর্ষে না। পরিমাণ-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণগুলি এই— যত, তত, কত, এত, অত।

(৬) কারণ। যেমন—তুমি **কেন** কাঁদিতেছ? সে **অসুস্থতাবশতঃ** স্কুলে আসে নাই। **কি জন্য** আসিয়াছ?

সংখ্যা

১২৭। (১) দুয়ে দুয়ে চার হয়। (২) দুইজন লোক আসিয়াছে। (৩) দ্বিতীয় লোকটী কাণা। (৪) আজ মাসের দোসরা।

এই কয়েকটী বাক্যে "দুই", "দুইজন", "দ্বিতীয়", "দোসরা", সমস্তই সংখ্যা বা গণনা বুঝাইতেছে। অতএব এইগুলি সংখ্যা-বাচক শব্দ। প্রথম বাক্যে সংখ্যা অঙ্কবাচক, দ্বিতীয় বাক্যে পরিমাণ-বাচক, তৃতীয় বাক্যে পূরণ-বাচক, চতুর্থ বাকো তারিখ-বাচক। অতএব,

যে শব্দ দ্বারা সংখ্যা বা গণনা বুঝায়, তাহা সংখ্যাবাচক শব্দ। সংখ্যাবাচক শব্দ চারি প্রকার; অঙ্কবাচক, পরিমাণবাচক, পূরণবাচক এবং তারিখ-বাচক।

১২৮। নিম্নে অঙ্কবাচক, পরিমাণবাচক, পূরণবাচক এবং তারিখ-বাচক সংখ্যাগুলি প্রদত্ত হইতেছে।—

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পয়লা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চারি, চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছয়ই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নয়ই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দ্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনর পনের	পঞ্চদশ	পনরই
১৬	ষোল	ষোড়শ	ষোলই
১৭	সতর, সতের	সপ্তদশ	সতরই
১৮	আঠার	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশে
২০	কুড়ি	বিংশ	বিশে

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে
২২	বাইশ	দ্বাবিংশ	বাইশে
২৩	তেইশ	ত্রয়োবিংশ	তেইশে
২৪	চব্বিশ	চতুর্ব্বিংশ	চব্বিশে
২৫	পঁচিশ	পঞ্চবিংশ	পঁচিশে
২৬	ছাব্বিশ	ষড়্‌বিংশ	ছাব্বিশে
২৭	সাতাইশ, সাতাশ	সপ্তবিংশ	সাতাশে
২৮	আটাইশ, আটাশ	অষ্টাবিংশ	আটাশে
২৯	ঊনত্রিশ	ঊনত্রিংশ	ঊনত্রিশে
৩০	ত্রিশ	ত্রিংশ	তিরিশে
৩১	একত্রিশ	একত্রিংশ	একত্রিশে
৩২	বত্রিশ	দ্বাত্রিংশ	বত্রিশে
			(ইহার পর তারিখ-বাচক শব্দ নাই)
৩৩	তেত্রিশ	ত্রয়স্ত্রিংশ	
৩৪	চৌত্রিশ	চতুস্ত্রিংশ	
৩৫	পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশ	
৩৬	ছত্রিশ	ষট্‌ত্রিংশ	
৩৭	সাঁইত্রিশ	সপ্তত্রিংশ	
৩৮	আটত্রিশ	অষ্টাত্রিংশ	
৩৯	ঊনচল্লিশ	ঊনচত্বারিংশ	
৪০	চল্লিশ	চত্বারিংশ	

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক
৪১	একচল্লিশ	একচত্বারিংশ
৪২	বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশ
৪৩	তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশ
৪৪	চুয়াল্লিশ	চতুশ্চত্বারিংশ
৪৫	পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্ব।রিংশ
৪৬	ছেচল্লিশ	ষট্চত্বারিংশ
৪৭	সাতচল্লিশ	সপ্তচত্বারিংশ
৪৮	আটচল্লিশ	অষ্টাচত্বারিংশ
৪৯	ঊনপঞ্চাশ	ঊনপঞ্চাশত্তম
৫০	পঞ্চাশ	পঞ্চাশত্তম
৫১	একান্ন	একপঞ্চাশত্তম
৫২	বাহান্ন	দ্বিপঞ্চাশত্তম
৫৩	তিপ্পান্ন	ত্রিপঞ্চাশত্তম
৫৪	চুয়ান্ন	চতুঃপঞ্চাশত্তম
৫৫	পঞ্চান্ন	পঞ্চপঞ্চাশত্তম
৫৬	ছাপ্পান্ন	ষট্পঞ্চাশত্তম
৫৭	সাতান্ন	সপ্তপঞ্চাশত্তম
৫৮	আটান্ন	অষ্টাপঞ্চাশত্তম
৫৯	ঊনষাট	ঊনষষ্টিতম
৬০	ষাট	ষষ্টিতম
৬১	একষট্টি	একষষ্টিতম
৬২	বাষট্টি	দ্বিষষ্টিতম

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক
৬৩	তেষট্টি	ত্রিষষ্টিতম
৬৪	চৌষট্টি	চতুঃষষ্টিতম
৬৫	পঁয়ষট্টি	পঞ্চষষ্টিতম
৬৬	ছেষট্টি	ষট্‌ষষ্টিতম
৬৭	সাতষট্টি	সপ্তষষ্টিতম
৬৮	আটষট্টি	অষ্টাষষ্টিতম
৬৯	উনসত্তর	উনসপ্ততিতম
৭০	সত্তর	সপ্ততিতম
৭১	একাত্তর	একসপ্ততিতম
৭২	বাহাত্তর	দ্বিসপ্ততিতম
৭৩	তিয়াত্তর	ত্রিসপ্ততিতম
৭৪	চুয়াত্তর	চতুঃসপ্ততিতম
৭৫	পঁচাত্তর	পঞ্চসপ্ততিতম
৭৬	ছিয়াত্তর	ষট্‌সপ্ততিতম
৭৭	সাতাত্তর	সপ্তসপ্ততিতম
৭৮	আটাত্তর	অষ্টাসপ্ততিতম
৭৯	উনআশী	উনাশীতিতম
৮০	আশী	অশীতিতম
৮১	একাশী	একাশীতিতম
৮২	বিরাশী	দ্ব্যশীতিতম
৮৩	তিরাশী	ত্র্যশীতিতম
৮৪	চুরাশী	চতুরশীতিতম

অঙ্ক	পরিমাণবাচক	পূরণবাচক
৮৫	পঁচাশী	পঞ্চাশীতিতম
৮৬	ছিয়াশী	ষড়শীতিতম
৮৭	সাতাশী	সপ্তাশীতিতম
৮৮	অষ্টআশী, আটাশী	অষ্টাশীতিতম
৮৯	ঊননব্বই	ঊননবতিতম
৯০	নব্বই	নবতিতম
৯১	একানব্বই	একনবতিতম
৯২	বিরানব্বই	দ্বিনবতিতম
৯৩	তিরানব্বই	ত্রিনবতিতম
৯৪	চুরানব্বই	চতুর্নবতিতম
৯৫	পঁচানব্বই	পঞ্চনবতিতম
৯৬	ছিয়ানব্বই	ষণ্ণবতিতম
৯৭	সাতানব্বই	সপ্তনবতিতন
৯৮	অষ্টনব্বই, আটানব্বই	অষ্টানবতিতম
৯৯	নিরানব্বই	নবনবতিতম, ঊনশততম
১০০	শ, শত	শততম

টীকা। ঊনিশ, ঊনত্রিশ প্রভৃতি শব্দগুলি হ্রস্ব উকার দিয়াও লিখা হয়, যেমন উনিশ, উনত্রিশ। উনআশী, আশী প্রভৃতি শব্দগুলি হ্রস্ব ইকার দিয়াও লিখা হয়। পূরণবাচক শব্দের বিংশ বিংশতিতম, ত্রিংশ ত্রিংশত্তম, চত্বারিংশ চত্বারিংশত্তম, পঞ্চাশ পঞ্চাশত্তম, একষষ্টি একষষ্টিতম ইত্যাদি দুই দুইটী রূপ সংস্কৃতে আছে। অধিকন্তু চত্বারিংশের পরে দ্বি- দ্বা-, ত্রি- ত্রয়ঃ-, অষ্ট- অষ্টা- এইরূপ দুই দুইটী রূপ সংস্কৃতে আছে। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র কেবল একটী রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

লিঙ্গ

১২৯। বাপ, ছেলে, ষাঁড়, রাজা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এইগুলি যে পুং জাতীয় বা পুরুষ তাহা বুঝা যায়। এই জন্য এই-সকলকে **পুংলিঙ্গ** শব্দ বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা পুরুষ বুঝায়, তাহা পুংলিঙ্গ।

১৩০। মা, মেয়ে, গাই, রাণী, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এইগুলি যে স্ত্রীজাতীয় তাহা বুঝা যায়। এইজন্য এই-সকলকে **স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দ বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী বুঝায়, তাহা স্ত্রীলিঙ্গ।

১৩১। গাছ, জল, ঘর, হাত প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝা যায় না। এইজন্য এই সকলকে **ক্লীবলিঙ্গ** শব্দ বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝায় না, তাহা ক্লীবলিঙ্গ।

১৩২। লোক, সন্তান, গোরু, বন্ধু, কবি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বুঝাইতে পারে। এইজন্য এইগুলি **উভয়-লিঙ্গ** শব্দ। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায়, তাহা উভয়-লিঙ্গ।

১৩৩। পৃথিবী, রজনী, বাণী, নদী, প্রকৃতি, ভাষা, আশা, শক্তি, ভূমি, চেষ্টা, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ক্লীবজাতীয়। কিন্তু সাধুভাষায় তাহাদিগকে স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রয়োগ করা হয়।

১৩৪। বিশেষ্যে পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গের রূপ একই।

১৩৫। সর্ব্বনামে কেবল উভয়লিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ আছে।

স্ত্রীলিঙ্গ

১৩৬। কতকগুলি স্ত্রীজাতীয় শব্দ স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ আত্মীয়তা-বাচক শব্দ আছে। ইহাদের পুরুষ বুঝাইবার জন্য পৃথক্ শব্দের প্রয়োজন হয়।

স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং
মা	বাপ	স্ত্রী	স্বামী	বক্না	এঁড়ে
বোন	ভাই	কন্যা, দুহিতা	পুত্র	মেনী	হোলা
মেয়ে	ছেলে	বধূ	বর	শারী	শুক
মাতা	পিতা	স্ত্রী	পুরুষ	মেম	সাহেব
ভগিনী	ভ্রাতা	গাই	ষাঁড়	বেগম	বাদ্শাহ

১৩৭। কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের পুরুষবাচক কোনও শব্দ নাই। যেমন,— সতীন, ধাই, সই, এয়ো, বিধবা, ইত্যাদি।

১৩৮। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দুই রূপ হয়; (১) পত্নী অর্থে, (২) স্ত্রী জাতি অর্থে।

পুং	পত্নী	স্ত্রীজাতি
ছেলে	বউ	মেয়ে
দেওর, ভাশুর	যা	ননদ
শালা	শালাজ	শালী
ভাই	ভা'জ	বোন
শূদ্র	শূদ্রী	শূদ্রা
আচার্য্য	আচার্য্যানী	আচার্য্যা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়ী	ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী	উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়া

১৩৯। উভয়লিঙ্গ শব্দের পুরুষ স্ত্রী ভেদ করিবার জন্য তাহার সহিত পুরুষ বা স্ত্রী বুঝায় এমন শব্দ যোগ করিতে হয়। যথা—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
মদ্দা কুকুর	মাদী কুকুর	নর পায়রা	মাদী পায়রা
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	বীর পুরুষ	বীর নারী
পুরুষ লোক	স্ত্রী লোক	কবি	স্ত্রী কবি

১৪০। অধিকাংশ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন যেমন—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
বুড়া	বুড়ী	বালক	বালিকা	নর	নারী
মামা	মামী	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	শ্বশুর	শ্বশ্রূ
দেব	দেবী	গুণী	গুণিনী		শাশুড়ী
সুন্দর	সুন্দরী	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী	ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
				চাকর	চাকরানী

স্ত্রী-প্রত্যয়

১৪১। পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গের প্রতীতি বা বোধ হয়, তাহাকে **স্ত্রী-প্রত্যয়** বলে।

১৪২। সাধারণতঃ বিশেষ্য ও বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় হয়।

১৪৩। স্ত্রী-প্রত্যয়গুলি এই—

(১) **আকার**। (ক) অজ, অশ্ব, তনয়, প্রভৃতি কতকগুলি অকারান্ত শব্দের সহিত। যেমন,— অজা, অশ্বা, তনয়া, বৎসা, ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলি অক ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইকা হয়। যথা,— বালক—বালিকা, পাচক—পাচিকা; কিন্তু চটক—চটকা, রজক—রজকী, যুবক—যুবতি, ইত্যাদি।

(গ) -ইষ্ঠ, -তর, -তম, -ম, -র, -ল, -য়, -তব্য, -ত, -য (প্রত্যয়ের), -ঈয় ভাগান্ত বিশেষণ শব্দের সহিত। যথা,— শ্রেষ্ঠা, বহুতরা, প্রিয়তমা, অধমা, মধুরা, মৃদুলা, প্রিয়া, হন্তব্যা, ধৃতা, ধন্যা, গম্যা, মদীয়া। (বিশেষ্যে বৎসতরী, অশ্বতরী, ইত্যাদি)।

(২) **ঈকার**। (ক) অধিকাংশ অকারান্ত শব্দের সহিত। যথা—নদী, দেবী, ঐশী, গৌরী, সুন্দরী, তরুণী, মৎসী (পুং মৎস্য), হংসী, মৃগী, পিতামহী, নর্ত্তকী, মনুষী (পুং মনুষ্য), তরুণী, কুমারী, পঞ্চমী, বিড়ালী, হাঁসী, মুরগী (পুং মোরগ), শাহজাদী।

(খ) -চর, -কর, -ময়, -ইক, -এয়, -অৎ, -তন, -দৃশ ভাগান্ত শব্দের সহিত। যথা,—সহচরী, মধুকরী, দয়াময়ী, পাক্ষিকী, ভাগিনেয়ী, মহতী, পুরাতনী, যাদৃশী।

(গ) -বান্ (বৎ), -মান্ (মৎ) ভাগান্ত শব্দের বান্ (বৎ), মান্ (মৎ) স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে -বতী, -মতী হয়। যথা,—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
রূপবান্	রূপবতী	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী
বিদ্যাবান্	বিদ্যাবতী	শ্রীমান্	শ্রীমতী
(কিন্তু বিদ্বান্	বিদুষী)	আয়ুষ্মান্	আয়ুষ্মতী

(ঘ) ঈকারান্ত (ইন্ ভাগান্ত) পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে -ইনী হয়। যথা,—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
গুণী	গুণিনী	যশস্বী	যশস্বিনী	স্বামী	স্বামিনী
মানী	মানিনী	বাগ্মী	বাগ্মিনী	মায়াবী	মায়াবি·

(ঙ) কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে -ইনী হয়। যথা,—বাঘিনী, পাগলিনী, সাপিনী, ডাকিনী, নাপিতিনী, ইত্যাদি। (গোয়ালা—গোয়ালিনী, চৌধুরী—চৌধুরানী)।

(চ) ঈয়ান্ (ঈয়স্) ভাগান্ত শব্দের ঈয়ান্ (ঈয়স্) স্থানে ঈয়সী হয়।

যথা,—

পুং	স্ত্রী
গরীয়ান্	গরীয়সী
মহীয়ান্	মহীয়সী
বর্ষীয়ান্	বর্ষীয়সী

(ছ) সম্বন্ধবাচক ভিন্ন অন্য তা (তৃ) ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তা স্থানে ত্রী হয়।

যথা,—

	পুং	স্ত্রী
	ধাতা	ধাত্রী
	কর্ত্তা	কর্ত্রী
	শ্রোতা	শ্রোত্রী
(কিন্তু	পিতা	মাতা
	ভ্রাতা	ভগিনী ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক)।

(জ) খাঁটি বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্য বর্ণে ঈকার হয়। যথা,— বুড়া—বুড়ী, মামা—মামী, বেটা—বেটী, চাচা—চাচী, নানা—নানী, পিসা—পিসী, মেসো—মাসী।

(ঝ) গুণবাচক উকারান্ত শব্দের সহিত বিকল্পে ঈকার হয়। যথা,—সাধু—সাধ্বী ; তনু—তন্বী, ইত্যাদি।

(৩) **আনী**। ইন্দ্র, বরুণ, ভব প্রভৃতি শব্দের সহিত। যথা,— ইন্দ্রাণী, বরুণানী, ভবানী, আচার্য্যানী, মাতুলানী, ঠাকুরানী, চাকরানী, ইত্যাদি।

(৪) **নী**। পতি—পত্নী ; চোর—চুরনী ; বেঁদে—বেদেনী ; ধোপা—ধোপানী ; মেছো—মেছুনী, ইত্যাদি।

(৫) **ঊ**। পঙ্গু—পঙ্গূ, ভীরু—ভীরূ (স্ত্রী), ইত্যাদি।

১৪৪। বহুব্রীহি সমাসে পরপদে স্বীয় অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারযুক্ত হয়। এরূপ স্থলে সংস্কৃতের নিয়মানুসারী কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গে আকার যুক্ত হয়। যথা,—

বিধুমুখী, সুকেশী, চন্দ্রবদনী, মন্দোদরী, বিম্বোষ্ঠী, উৎপলাক্ষী, শ্যামাঙ্গী, শ্বেতভুজা, সুলোচনা, ইত্যাদি।

টীকা। সংস্কৃতে এই-সকল পদের স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। (১) বহুব্রীহি সমাসে পরপদে স্বীয় অঙ্গবাচক ভুজ প্রভৃতি ভিন্ন দুই অক্ষর বিশিষ্ট অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আকার বা ঈকার যুক্ত হয়। যথা, চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখা, সুকেশী সুকেশা, ইত্যাদি। (২) কিন্তু পরপদের অন্তে ওষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন যুক্তাক্ষর থাকিলে কিংবা ক্রোড়, ভুজ, গল, বাল, গ্রীব প্রভৃতি শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে কেবল আকার যুক্ত হয়। যথা, পদ্মনেত্রা, সুপৃষ্ঠা, কমলগ্রীবা, সুভুজা, ইত্যাদি। (৩) ওষ্ঠ, কণ্ঠ, কর্ণ, দন্ত, জঙ্ঘা (সমাসে জঙ্ঘ), অঙ্গ, গাত্র, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, উদর, নাসিকা (সমাসে নাসিক) শব্দগুলি পরপদে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আকার কিংবা ঈকার হয়। যথা, বিম্বোষ্ঠী বিম্বোষ্ঠা, চারুগাত্রী চারুগাত্রা ইত্যাদি। (৪) পরপদে উদর ও নাসিকা (নাসিক) ভিন্ন দুইয়ের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট অকারান্ত শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে আকার যুক্ত হয়। যথা, চন্দ্রবদনা, মৃগনয়না, ইত্যাদি। (৫) পরপদে অক্ষ (অক্ষি স্থানে) থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যুক্ত হয়। যথা,—হরিণাক্ষী, কমলাক্ষী, ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কোনও পার্থক্য না করিয়া প্রায় সর্ব্বত্র ঈকার যুক্ত হয়। ইহাই কর্ত্তব্য।

১৪৫। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে উপমান কিংবা বাম প্রভৃতি শব্দ থাকিলে এবং পরপদে উরু শব্দ থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঊকার যুক্ত হয়। যথা,—রম্ভোরূ, বামোরূ, ইত্যাদি।

১৪৬। কয়েকটী শব্দ বিশেষ নিয়মে সাধিত হয়। যথা,—সখা—সখী, রাজা—রাজ্ঞী, যুবা—যুবতি, যূনী; নর—নারী; শ্বশুর—শ্বশ্রূ, শাশুড়ী; দাদা—দিদি; ফুফা—ফুফু; খালু—খালা, ইত্যাদি।

টীকা। সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় "সম্রাজ্ঞী" ব্যবহৃত হয়। বেদে ইহার প্রয়োগ আছে, যেমন "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" ইত্যাদি (ঋক্, ১০।৮৫।৪৬)।

১৪৭। কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গের সহিত ক্ষুদ্র অর্থ বুঝাইতে স্ত্রী-প্রত্যয় ঈ হয়। যথা,— ঘট—ঘটী, কাঠ—কাঠী, ছোরা—ছুরী, ইত্যাদি।

১৪৮। মহৎ অর্থ বুঝাইতেও কখনও কখনও স্ত্রী-প্রত্যয় হয়। যথা,— হিমানী=মহাহিম, অরণ্যানী=মহারণ্য। (রবীন্দ্রনাথ বনানী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন)।

১৪৯। সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় হয়। যেমন,—সুশীলা বালিকা, যুবতি স্ত্রী, ধার্ম্মিকা নারী, ওজস্বিনী ভাষা, ইত্যাদি। কিন্তু "ছোট মেয়ে", এখানে 'ছোট' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গের রূপ না থাকায় স্ত্রী-প্রত্যয় হয় নাই। এইরূপ বিশেষণগুলিকে **ত্রিলিঙ্গ** বলা যাইতে পারে। ত্রিলিঙ্গ বিশেষণ যথা,— ছোট, বড়, লম্বা, ভাল, মন্দ, মোটা, পাতলা, গোল, সাদা, কাল', বেঁটে, চালাক, ভারী, হাল্কা, খারাপ, ইত্যাদি। ত্রিলিঙ্গ বিশেষণগুলি খাঁটি বাঙ্গালা বা বিদেশী শব্দ।

বচন

১৫০। ছেলে, গাছ, মাছ, আমি, তুমি, সে, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা একটী ছেলে, একটী গাছ, একটী মাছ, একজন আমি, একজন তুমি, একজন সে এইরূপ বুঝাইতেছে। এইজন্য এই-সমস্তকে **একবচন** বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা একত্বের বোধ হয়, তাহা একবচন।

১৫১। ছেলেরা, গাছ-সকল, মাছগুলি, তোমরা, তাহারা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অনেকগুলি ছেলে, গাছ, মাছ, ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এইজন্য এই পদগুলিকে **বহুবচন** বলে। অতএব,

যে শব্দের দ্বারা বহুত্বের বোধ হয়, তাহা বহুবচন।

১৫২। কেবল বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের বচন-ভেদ হয়।

১৫৩। রা, এরা, দিগকে, দিগের, দের প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন। গণ, সব, সকল, সমূহ, গুলা, গুলি প্রভৃতি শব্দের যোগেও বহুবচন সিদ্ধ হয়।

১৫৪। কখনও কখনও বহুবচনের চিহ্ন লুপ্ত থাকে। যেমন,—

দেখ কত পাখী উড়িতেছে। শীতকালে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। এই দুই উদাহরণে "পাখী", "গাছ" ও "পাতা" বহুবচন, যদিও তাহাতে বহুবচনের কোনও চিহ্ন নাই।

১৫৫। জাতিবাচক এবং সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের বহুবচনে তাহার বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বহুবচনে তাহার তুল্য অনেক পদার্থ বুঝায়। যেমন,— "মেয়েরা", ইহার অর্থ অনেকগুলি মেয়ে; কিন্তু "রামেরা", ইহার অর্থ রাম এবং তাহার তুল্য অনেক ব্যক্তি।

১৫৬। দ্রব্য-, গুণ- ও ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না।

কারক ও পদ

১৫৭। কোনও একটী বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্যের বা সর্ব্বনামের নানাপ্রকার অন্বয় বা সম্পর্ক থাকিতে পারে। "চারু, তুমি কি ছাদ হইতে আঙ্গুল দিয়া তকীকে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখাইবে?" এই বাক্যে (১) দেখান কাজটী কে করিবে? তুমি; (২) কি দেখাইবে? চাঁদ; (৩) কি দিয়া দেখাইবে?

আঙ্গুল দিয়া; (৪) কাহাকে উদ্দেশ করিয়া দেখাইবে? তকীকে; (৫) কোথা হইতে দেখাইবে? ছাদ হইতে; (৬) কোথায় দেখাইবে? আকাশে। এখানে "দেখাইবে" এই ক্রিয়ার সহিত "তুমি", "ছাদ", "আঙ্গুল", "তকী", "আকাশ", "চাঁদ" এই ছয়টী পদের এক এক রূপ অন্বয় রহিয়াছে। এই জন্য এইগুলিকে এক একটী কারক বলা হয়। অতএব,

ক্রিয়ার সহিত যাহার কোনও অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক (case) বলে।

১৫৮। আমরা দেখিয়াছি ক্রিয়ার সহিত অন্বয় ছয় প্রকারে হইতে পারে। অতএব,

কারক ছয় প্রকার। (১) **কর্ত্তা (nominative)**, (২) **কর্ম্ম (accusative)**, (৩) **করণ (instrumental)**, (৪) **সম্প্রদান (dative)**, (৫) **অপাদান (ablative)**, (৬) **অধিকরণ (locative)**।

১৫৯। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে পূর্ণিমার সহিত "দেখাইবে" ক্রিয়ার কোনও অন্বয় নাই; কিন্তু পূর্ণিমার সহিত চাঁদের এক বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্য "পূর্ণিমার" এই পদটীকে কারক বলে না; কিন্তু **সম্বন্ধ পদ (possessive)** বলে।

১৬০। "তুমি কি ছাদ হইতে আঙ্গুল দিয়া তকীকে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখাইবে?" এই বাক্যটী চারুকে সম্বোধন করিয়া বা ডাকিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু "চারু" এই পদের সহিত "দেখাইবে" ক্রিয়া-পদের কোন অন্বয় নাই। এই জন্য "চারু" এই পদকে কারক বলা যায় না; ইহাকে **সম্বোধন পদ (vocative)** বলা যাইতে পারে।

১৬১। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "ই" (তুমি পদে), "কে", "এ", "র" এইগুলি শব্দ-সকলকে বিভিন্ন কারক ও পদে বিভক্ত করিতেছে। এই জন্য এইগুলিকে বিভক্তি বলা হয়। অতএব,

কারক ও পদ বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম শব্দের সহিত যে কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি প্রয়োগ করা হয়, তাহাদিগকে শব্দ-বিভক্তি বলে।

"চারু", "চাঁদ" এই দুই পদে বিভক্তি লোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "ছাদ হইতে", "আঙ্গুল দিয়া"—এখানে "হইতে" এবং "দিয়া" কারক অব্যয়।

১৬২। কারক ও বিভক্তি।

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	০, -এ, -য়, -তে	-রা, -এরা, -গুলি, -গুলা।
কর্ম্ম	০, -কে, -রে, -এরে, -এ, -য়, -তে	-গুলি, -গুলা, -দিগকে, -গুলিকে, -গুলাকে।
করণ	-এ, -য়, -তে, (দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক)	-দের দ্বারা, -দিগের দ্বারা, -গুলি (গুলির) দ্বারা, -গুলা (গুলার) দ্বারা।
সম্প্রদান	-কে, -রে, -এরে, -এ, -য়, -তে	-দিগকে, -গুলিকে, -গুলাকে।
অপাদান	(হইতে, থেকে), -এ, -য়, -তে	-দের হইতে, -দিগের হইতে, -গুলি হইতে, -গুলা হইতে।
সম্বন্ধ	-র, -এর	-দের, -দিগের, -গুলির, -গুলার।
অধিকরণ	এ, -য়, -তে	-গুলিতে, -গুলাতে।

১৬৩। প্রস্ত অকারান্ত, হসন্ত ও একাক্ষর শব্দের পরে "এ"কার বসে, আকারান্ত, একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দের পরে "-য়" বসে, এবং ই-বর্ণান্ত ও উ-বর্ণান্ত শব্দের পরে "-তে" বিভক্তি বসে। যথা,—

মনে, বুদ্ধিমানে, পায়ে, ভাইয়ে, ঘোড়ায়, ছেলেয়, সাঁকোয়, ছুরিতে, নদীতে, গোরুতে, বধূতে, ইত্যাদি।

১৬৪। নিশ্চয় অর্থে "ই" অব্যয় যোগে "-য়" বিভক্তি স্থানে "-তে" হয়। যথা,—টাকাতেই টাকা আসে। এমন কাজ কেবল মেয়েতেই করিতে পারে। "আপনার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন" (বিদ্যাসাগর)।

টীকা। পক্ষে "-এ" "-য়" বিভক্তি স্থানে যথাক্রমে "-এতে" "-তে" বসিতে পারে। যথা,—

"মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।"

"আঙিনাতে দুপুর বেলা মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুল-তলায় ছায়ায় ব'সে চরকা কাটে মেয়ে।" (রবীন্দ্রনাথ)

১৬৫। সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে শব্দ-বিভক্তিগুলিকে নিম্নলিখিত-রূপে অভিহিত করা হয়। যথা,—

প্রথমা—কর্ত্তৃকারক-বিভক্তি
দ্বিতীয়া—কর্ম্মকারক-বিভক্তি
তৃতীয়া—করণকারক-বিভক্তি
চতুর্থী—সম্প্রদানকারক-বিভক্তি
পঞ্চমী—অপাদানকারক-বিভক্তি
ষষ্ঠী—সম্বন্ধপদ-বিভক্তি
সপ্তমী—অধিকরণকারক-বিভক্তি

১৬৬। একই বিভক্তি কয়েকটী কারকে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন,—**লোকে** বলে—কর্ত্তায় এ।

"আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী **রাঘবে**?"—কর্ম্মে এ।

সে **কানে** শুনে না—করণে এ।

অন্ধ **জনে** দান কর—সম্প্রদানে এ।

বীরের **মরণে** ভয় নাই—অপাদানে এ।

জলে মাছ আছে—অধিকরণে এ।

অন্য পক্ষে এক কারকে নানা বিভক্তি যুক্ত হইতে পারে। এই জন্য বিভক্তি দ্বারা কারক নির্ণীত হয় না। কারক নির্ণয় করিতে হইলে কারকের সংজ্ঞা লইয়া বিচার করিতে হয়।

বিভক্তি-সন্ধি

১৬৭। "এ", "এরা", "এরে", "এর" এই বিভক্তিগুলির একার বিশেষ নিয়মে পদের অন্তস্থিত স্বরের সহিত সন্ধি দ্বারা যুক্ত হয়।

(১) গ্রস্ত অকার + এ = একার। যেমন—

বালক + এ = বালকে

বালক + এরা = বালকেরা

বালক + এরে = বালকেরে

বালক + এর = বালকের।

(২) এককস্বরযুক্ত বা সন্ধিস্বরযুক্ত একাক্ষর শব্দের সহিত এ = য়ে। যেমন—

মা + এ = মায়ে

মা + এরা = মায়েরা

মা + এরে = মায়েরে

মা + এর = মায়ের।

এইরূপ—ঝিয়ে, ভাইয়ে, ভাইয়েরা, ঝিয়ের, বউয়ের, ইত্যাদি।

কর্তৃ-কারক

১৬৮। "চারু খায়।" কে খায়? চারু। "নকী যায়।" কে যায়? নকী। "বৃষ্টি হয়।" কি হয়? বৃষ্টি। এখানে "চারু", "নকী", "বৃষ্টি" যথাক্রমে "খায়", "যায়", "হয়" ক্রিয়াগুলি করিতেছে। এইজন্য ইহারা কর্ত্তা। অতএব,

কোনও বাক্যে যে ক্রিয়া করে, তাহাকে কর্ত্তা বলে।

১৬৯। কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। একবচনে সাধারণতঃ বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—

পাখী ডাকিতেছে। **রাখাল** গোরু চরাইতেছে।

১৭০। সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় (কর্ম্ম উহ্য থাকিলেও) কখনও কখনও -এ, -য়, -তে বিভক্তি হয়। যথা,—

পাগলে কি না বলে, **ছাগলে** কি না খায়। **ঘোড়ায়** গাড়ী টানে। **গোরুতে** ঘাস খায়।

১৭১। ব্যতিহার অর্থাৎ পরস্পর একই কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থলে কর্ত্তায় -এ, -য়, -তে বিভক্তি হয়। যথা,—

ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করিতেছে। **গোরুতে গোরুতে** গুঁতাগুঁতি করিতেছে। বাপ-**বেটায়** পরামর্শ করিয়াছে।

১৭২। মনুষ্যবাচক ও দেবতাবাচক শব্দের সহিত "-রা" বিভক্তি যোগ হয়। যথা,—বালকেরা খেলা করিতেছে। দেবতারা স্বর্গে আছেন।

ব্যক্তিত্ব আরোপ করিলে ইতর প্রাণী ও অচেতন বস্তুর সহিতও "-রা" যোগ হয়। যথা,— "চুপ কর, **পিঁপড়েরা** কি বল্‌ছে শুনি" (শিবনাথ শাস্ত্রী)। "**দাঁড়কাকেরা** উপহাস করিয়া বলিল" (বিদ্যাসাগর)।

১৭৩। সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যবাচক শব্দের আদর বুঝাইতে বহুবচনে "গুলি" এবং অনাদর বুঝাইতে "গুলা" প্রত্যয় হয়। যেমন,—এই **ছেলেগুলি** মন দিয়া লেখাপড়া করে। দুষ্ট **লোকগুলা** মন্দ কাজ লইয়াই থাকে।

১৭৪। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি "কর্ত্তৃক" প্রযুক্ত হয়। যথা,—

রাম কর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছিল। এই দুষ্ট **লোকগুলা কর্ত্তৃক** তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

১৭৫। কখনও কখনও কর্ম্মবাচ্যের কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—

যদুর খাওয়া হইয়াছে। **তাহার** কাপড় পরা হইয়াছে।

১৭৬। ভাববাচ্যের কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—

আমার খাওয়া হইল না। আজ রাত্রে **তাহার** শোওয়া হইবে না।

১৭৭। বাধ্যতা বুঝাইলে ভাববাচ্যের ও কর্ম্মবাচ্যের কর্ত্তায় চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—

সকলকে মরিতে হইবে। **আমাকে** প্রত্যহ দশ পৃষ্ঠা পড়িতে হয়। **তোমাকে** এখন যাইতে হইবে।

টীকা। এরূপ স্থলে "কে"কে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলা চলে না। দ্বিতীয়া বিভক্তি হইলে অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত কিরূপে অন্বিত হইবে? এই তিনটী বাক্যে ক্রিয়ার কর্ত্তা "মরিতে" "পড়িতে" "যাইতে" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলি।

১৭৮। যে করায়, তাহাকে প্রযোজক কর্ত্তা বলে। যাহাকে করায়, সে প্রযোজ্য কর্ত্তা। **প্রযোজক কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি লোপ পায়। প্রযোজ্য কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি "কে" বসে।** যথা,—মাতা ছেলেকে ভাত খাওয়াইতেছেন। মাতা প্রযোজক কর্ত্তা এবং ছেলে প্রযোজ্য কর্ত্তা।

১৭৯। ক্রিয়াবাচক 'বিশেষ্যের কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **আমার** পড়া শেষ হয় নাই। **তোমার** যাওয়া উচিত।

১৮০। ক্রিয়াবাচক্ বিশেষণে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— ইহা **সকলেরই** বাঞ্ছনীয়। ইহা **তোমার** বিবেচ্য। লোকটী **আমার** চেনা শোনা।

১৮১। -ইলে ও -ইতে প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি লোপ হয়। যথা,— **সূর্য্য** উঠিলে, রাত্রির অন্ধকার দূর হয়। **সভাপতি** আসিতে, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৮২। এই, নাম, বিনা, ছাড়া, বই—এই শব্দগুলির যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**মধু** এই নামের কেহ এখানে নাই। **দারা** নামে পারস্যের এক রাজা ছিলেন। **তুমি** বিনা আর কেহ আমার সহায় নাই। আমি **রাজা** ছাড়া আর কাহাকেও মানি না। সে **রাম** বই আর কাহাকেও ভালবাসে না।

কর্ম্ম-কারক

১৮৩। "হেম ভাত খায়।" হেম কি খায়? ভাত। "তকী বই পড়ে।" তকী কি পড়ে? বই। "খায়", এবং "পড়ে" এই ক্রিয়া দুইটীর কর্ত্তা যে কর্ম্ম করে তাহা "ভাত" এবং "বই"। এইজন্য ইহাদিগকে কর্ম্মকারক বলে। অতএব,

কর্ত্তা যে কর্ম্ম করে, তাহাকে কর্ম্মকারক বলে।

১৮৪। কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; কখনও কখনও একবচনে বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— **সুশীলকে** ডাক। হাসান **ভাত** খাইয়াছে।

১৮৫। সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক কর্ম্মের একবচনে "-কে", "-রে", "-এরে" এবং বহুবচনে "-দিগকে", "-দিগেরে" বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন,—সুরেনকে দেখ; কিন্তু চাঁদ দেখ। শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভালবাসেন; কিন্তু তিনি সন্দেশ ভালবাসেন।

বর্ত্তমান সময়ে "-রে", "-এরে", "-দিগেরে", বিভক্তি গদ্যে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

১৮৬। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**সম্পত্তি** নষ্ট হইয়াছে।

১৮৭। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্যে গৌণ কর্ম্মের বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**যদুকে** (গৌণকর্ম্ম) এই কথা (মুখ্যকর্ম্ম) বলা হইয়াছে। **যদুকে** (গৌণকর্ম্ম) বলা হইয়াছে।

১৮৮। কর্ম্মবাচ্যে মনুষ্যবাচক সর্ব্বনামের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**তাহাকে** ডাকা হইয়াছে। **তোমাকে** সকল সময় দেখা যায় না।

১৮৯। উদ্দেশ্য কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি বসে; বিধেয় কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—প্রজারা এক **রাখালকে** (উদ্দেশ্য কর্ম্ম) রাজা (বিধেয় কর্ম্ম) করিল। যাদুকর একটা **বেগুনকে** (উদ্দেশ্যকর্ম্ম) ডিম (বিধেয়কর্ম্ম) বানাইল।

১৯০। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ম্মে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**তাহার** দেখা পাওয়া দুষ্কর।

১৯১। ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—তাহার এক **সপ্তাহ** (ব্যাপিয়া) জ্বর হইয়াছে।

১৯২। ক্রিয়া-বিশেষণে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি "এ" হয়; কখনও কখনও বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—**ধীরে** চল। **নির্ব্বিঘ্নে** যাও। **শীঘ্র** বল। বাতাস **মন্দ মন্দ** বহিতেছে।

১৯৩। ক্রিয়ার সমজাতীয় কর্ম্মে (Cognate object) দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,— তিনি তাহাকে বড় **মার** মারিয়াছেন। তুমি কি-**খেলা** খেলিয়াছ ?

১৯৪। "ধিক্" শব্দ-যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— **পাপীকে** ধিক্!

১৯৫। "ধন্য" শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— ধন্য **তোমাকে**!

১৯৬। "ছাড়া" শব্দ যোগে কখনও কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— **যদুকে** (যদু) ছাড়া আমার এক দিনও চলে না।

করণ-কারক

১৯৭। "কলম দিয়া লিখ।" লেখা কাজটী কি দিয়া সম্পন্ন হইতেছে ? কলম দিয়া। "সে কানে শোনে না।" শোনা কাজটী কি দিয়া সম্পন্ন হয় ? কান দিয়া। এই দুই উদাহরণে "লিখ", "শোনে"—এই ক্রিয়াগুলি যথাক্রমে "কলম" এবং "কান" দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। এইজন্য ইহাদিগকে করণকারক বলে। অতএব,

যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে করণ কারক বলে।

১৯৮। করণকারকের একবচনে তৃতীয়া বিভক্তি "এ", "য়", "তে" কিংবা "দ্বারা", দিয়া", "কর্ত্তৃক" শব্দ বসে। কখনও কখনও "দ্বারা" শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "দিয়া" শব্দ যোগে ব্যক্তিবাচক শব্দে "কে" বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—

মনে ভাব। কাঁথায় শীত ভাঙ্গে। সে ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করে। যদু (যদুর) দ্বারা এ কাজ হইবে না। কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির

কর। রাজা কর্ত্তৃক প্রজার অনেক উপকার হয়। এই ছেলেকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

১৯৯। করণকারকে সাধারণতঃ মনুষ্য ও দেবতাবাচক শব্দের বহুবচনে "দের", "দিগের" বিভক্তির সহিত "দ্বারা", "দিয়া", "কর্ত্তৃক" শব্দ বসে। যথা,—

শত্রুদের (দিগের) দ্বারা কখনও কি কোনও মঙ্গল হয়? ছাত্রদের দিয়া দেশের অনেক কাজ হইতে পারে। সাধুলোকদের (দিগের) কর্ত্তৃক কখনও কোনও অনিষ্ট হয় না।

২০০। সাধারণতঃ করণকারকের বহুবচনে "গুলি", "গুলা", বিভক্তির পরে "দ্বারা", "দিয়া", শব্দ বসে। যেমন—

এই ফলগুলি দিয়া (দ্বারা) আমার পেট ভরিবে না।

২০১। মারা ও খেলা বুঝাইলে করণকারকের বিভক্তির লোপ হয়। যেমন,—পাখীকে **তীর** মার। সে **তাস** খেলে।

২০২। **বাড়ি, সাথে** ও **সহিত** শব্দের যোগে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**লাঠির বাড়ি** মার। **তোমার সাথে** আমার একটী কথা আছে। আমি **তোমার সহিত** যাইব না।

২০৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের করণে ষষ্ঠী হয়। যথা,— আমি তাহাকে একবার **চোখের** দেখা দেখিব। **হাতের** তৈয়ারি জিনিস।

২০৪। তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে **দিয়া** ও **করিয়া** পদ বসে। যথা,—"**মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন"। তুমি **নৌকা করিয়া** যাও। এখানে "মন দিয়া" "নৌকা করিয়া" করণকারক।

২০৫। হেত্বর্থে করণে তৃতীয়া বিভক্তি **এ** হয়। যথা,— **মদে** তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। **জ্ঞানে** বিমল আনন্দ লাভ হয়।

২০৬। "বিনা" শব্দ পূর্ব্বে বসিলে শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি -এ, -য়, -তে হয়। যথা,— বিনা পরিশ্রমে কিছুই লাভ হয় না। "বিনা সূতায় গাঁথে হার"।

সম্প্রদান-কারক

২০৭। (১) "সে ভিখারীকে একটী বস্ত্র দান করিতেছে।" (২) "সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইতেছে।" প্রথম বাক্যে ভিখারীকে উদ্দেশ্য করিয়া দান কার্য্যটী হইতেছে; দ্বিতীয় বাক্যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে বা উদ্দেশ্যে সৈন্যদের যাওয়া কাজটী হইতেছে। এখানে "করিতেছে" এবং "যাইতেছে" ক্রিয়ার অভিপ্রায় "ভিখারী" এবং "যুদ্ধ"; এইজন্য ইহারা সম্প্রদান কারক। অতএব,

ক্রিয়া দ্বারা যাহা বা যাহাকে অভিপ্রায় করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।

টীকা। যাহাকে কোনও বস্তু দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে—সম্প্রদানের এইরূপ সংকীর্ণ সংজ্ঞা বাঙ্গালা ভাষায় খাটে না। কাঙ্গালকে কাপড় দাও এবং আমাকে টাকা ধার দাও, উভয় স্থলে ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে অভিপ্রায় করা হইয়াছে অর্থাৎ "কাঙ্গালকে" এবং "আমাকে" সম্প্রদান কারক বলা যাইতে পারে। "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" এই সংজ্ঞাটী এই ব্যাকরণে গ্রহণ করা হইয়াছে। কখনও কখনও কর্ম্মকারক ও সম্প্রদান কারকে একরূপ বিভক্তি হয় বলিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দেওয়া অযৌক্তিক।

২০৮। সম্প্রদান কারকে কর্ম্মকারকের ন্যায় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যথা,—

চারুকে ঘড়ি কিনিয়া দাও। **সৎপাত্রে** কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। **আমাদিগকে** হিংসা করিওনা। **গুরুজনকে** নমস্কার কর।

২০৯। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্থী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি এক; কিন্তু দ্বিতীয়ার ন্যায় চতুর্থী বিভক্তির কখনও লোপ হয় না। যথা,— **দরিদ্রকে** ধন দাও।

২১০। গত্যর্থ ক্রিয়ার কর্ম্মে কখনও কখনও সম্প্রদানের বিভক্তি -এ, -য়, -তে হয়। যথা, **কলিকাতায়** চল। আমি **দেশে** যাইব।

২১১। নিমিত্তার্থে সম্প্রদানে -এ, -য়, -তে বিভক্তি হয়। যথা,— সৈন্যদল **যুদ্ধে** যাইতেছে; "যুদ্ধে" অর্থাৎ যুদ্ধের নিমিত্ত। চিররোগী কি **আশায়** বাঁচে! তিনি শিক্ষা-**সমিতিতে** অনেক টাকা দান করিয়াছেন।

২১২। জন্যার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা,— গত **বিষয়ের জন্য** শোক করিও না। "**সুখের লাগিয়া** এ ঘর বাঁধিনু।" "শুধু **বৈকুণ্ঠের তরে** বৈষ্ণবের গান?" এখানে "বিষয়ের জন্য", "সুখের লাগিয়া", "বৈকুণ্ঠের তরে" সম্প্রদান কারক।

২১৩। যাহার প্রতি ঈর্ষ্যা বা হিংসা করা যায়, তাহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—দরিদ্র **ধনীকে** ঈর্ষ্যা করে। **কাহাকেও** দ্বেষ করিও না।

২১৪। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সম্প্রদান কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**ছেলের** শোক। **টাকার** লোভ।

২১৫। যাহাকে লাগে, তাহাতে চতুর্থী বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— **আমাকে** শীত লাগিতেছে; **আমার** শীত লাগিতেছে। **আমাকে** ইহা ভাল লাগে; **আমার** ইহা ভাল লাগে।

অপাদান-কারক

২১৬। "গাছ হইতে ফল পড়ে।" কোথা হইতে পড়ে? গাছ হইতে। "দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়।" ঘৃত হয় কোথা হইতে? দুগ্ধ

হইতে। এখানে "পড়ে" ও "হয়" এই দুই ক্রিয়া যথাক্রমে "গাছ" এবং "দুগ্ধ" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহারা অপাদান কারক। অতএব,

যাহা হইতে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

২১৭। অপাদান কারক সাধারণতঃ "হইতে", "থেকে", শব্দের যোগে সম্পন্ন হয়। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি -এ, -য়, -তে হয়। যথা,— **গাছ হইতে** ফল পাড়। **মেঘ থেকে** বৃষ্টি পড়ে। "**মৃত্যুতেও** ধার্ম্মিকের চিত্ত ভীত নয়।"

২১৮। দুই বা বহুর মধ্যে একের ভালমন্দ নির্দ্ধারণ বা বিচার করিতে যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহাতে অপাদানের বিভক্তি বসে। ইহাকে **নির্দ্ধারণে অপাদান** বলে। এক জাতীয় পদার্থের মধ্যে জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞার দ্বারা একেকে পৃথক করার নাম **নির্দ্ধারণ**। নির্দ্ধারণে অপাদানে "হইতে", "চেয়ে", "অপেক্ষা" শব্দের যোগ হয়। কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত "অপেক্ষা", "চেয়ে" শব্দ বসে। যেমন—

সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। **ভরত** (**ভরতের**) অপেক্ষা রাম বড়। ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা (**সকলের** চেয়ে) দয়ালু। **বিন্ধ্য** হইতে হিমালয় উচ্চতর।

২১৯। অপেক্ষার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,— ঈশ্বর **জ্ঞানীর** জ্ঞানী। পাপী **পশুরও** অধম।

২২০। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত **মধ্যে** শব্দের যোগ হয়। যথা,— ক্লাসের সকল **ছেলের মধ্যে** বশীর ভাল।

২২১। **অধিক** শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**ইহা হইতে** (বা **ইহার**) অধিক দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

২২২। অন্যার্থক শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—**ইহা হইতে** অন্য। **তাহা হইতে** ভিন্ন। **পাপ হইতে** পুণ্য পৃথক্।

সম্বন্ধ পদ

২২৩। "পাখীর ডানা আছে"; এখানে ডানার সহিত পাখীর সম্বন্ধ আছে। "তাহার টাকা নাই"; এখানে টাকার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। এজন্য "পাখীর" এবং "তাহার" সম্বন্ধ পদ। অতএব,

কোনও কিছুর সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

২২৪। সম্বন্ধ পদের একবচনে গ্রস্ত-অকারান্ত, হসন্ত ও একাক্ষর শব্দের সহিত "-এর" এবং অন্যত্র "-র" বিভক্তি হয়। যথা,—**রামের** ভাই লক্ষ্মণ। **জগতের** বিনাশ। **মায়ের** স্নেহ। **ভাইয়ের** প্রীতি। **গোরুর** শিং আছে। **ভালর** সব ভাল।

২২৫। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**সুশীলের** বই। **আমাদের** বাড়ী।

২২৬। এখান, সেখান, কোথা, আজি, কালি, যখন, তখন প্রভৃতি কতকগুলি স্থানবাচক ও কালবাচক শব্দের সহিত কখনও কখনও সম্বন্ধে "-কার" বিভক্তি বসে। যথা,—**এখানকার** সমস্ত মঙ্গল। **আজিকার** কথা চিরদিন মনে থাকিবে।

২২৭। সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক ও দেবতাবাচক শব্দের বহুবচনে সম্বন্ধ

পদে -দিগের, -দের, -এদের বিভক্তি হয়। সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র বহুবচনে অনাদরে "-গুলার", ও আদরে "-গুলির" বিভক্তি বসে। যথা,—

বেদপাঠ **ব্রাহ্মণদিগের** কর্ত্তব্য। **ছাত্রদের** অধ্যয়নই তপস্যা। এইটা **বোসেদের** বাড়ী। এই **লোকগুলার** কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই **ছেলেগুলির** স্বভাব অতি নম্র। এই **ফলগুলির** স্বাদ মিষ্ট।

২২৮। কখনও কখনও ইতর প্রাণীর সহিত -দিগের, -দের বিভক্তি যোগ হয়। যথা,—

"চীল পায়রাদের অতি প্রবল শত্রু" (বিদ্যাসাগর)। "পাখীদের তখন ভোজ লাগে" (রামেন্দ্রসুন্দর)।

২২৯। সম্বন্ধ পদ দ্বারা সকল কারক-সম্বন্ধই প্রকাশিত হইতে পারে। যথা,

কর্ত্তায়—আমার যাওয়া, ছেলের কান্না।

কর্ম্মে—তাহার দে'খা, রোগীর সেবা।

করণে—হাতের লেখা, চোখের দেখা।

সম্প্রদানে—ব্রাহ্মণের হিত, টাকার লোভ।

অপাদান—বাঘের ভয়, মেঘের জল।

অধিকরণ—ঘরের লোক, দেশের শোভা।

২৩০। সম্বন্ধ পদ দ্বারা এই-সকল কারক-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য বহু প্রকার সম্বন্ধ বুঝাইতে পারে। যথা,—

স্বামিত্ব—আমার কাপড়, রাজার বাড়ী।

অভেদ—জ্ঞানের প্রদীপ, শোকের আগুন।

উপমান—মোমের শরীর, ননীর দেহ।

বিশেষণ—সুখের দিন, হাসির কথা।

উপাদান—সোনার গহনা, হীরার আংটি।

অধিকরণ-কারক

২৩১। "তিলে তৈল থাকে।" "রাত্রে তারা দে'খা যায়।" এখানে "থাকে" এবং "যায়" ক্রিয়া দুইটী সম্পন্ন হইতেছে "তিলে" এবং "রাত্রে"। এই জন্য "তিলে" ও "রাত্রে" অধিকরণ কারক। অতএব **যাহাতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে।**

২৩২। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**জলে** মৎস্য আছে। গঙ্গার **তীরে** কলিকাতা নগরী।

২৩৩। অধিকরণের একবচনে -এ, -য় -তে বিভক্তি হয়। যথা,—**বনে** বাঘ বাস করে। **ছায়ায়** বস। **নদীতে** কুমীর আছে।

টীকা। অধিকরণের বহুবচনে -দিগেতে প্রত্যয়ের ব্যবহার লিখিত বা কথিত ভাষায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সকল, গণ, গুলি প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্নের সহিত সপ্তমী-বিভক্তি যোগে অধিকরণের বহুবচন হয়।

২৩৪। **অধিকরণ দুই প্রকার**—কালাধিকরণ ও আধারাধিকরণ।

২৩৫। যে কালে কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **কালাধিকরণ** বলে। যথা,—**বসন্তে** নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

২৩৬। যে স্থানে কোনও ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহা **আধারাধিকরণ**। যথা,—আগ্রা **শহরে** তাজমহল আছে। **বনে** বাঘ থাকে।

২৩৭। **আধারাধিকরণ তিন প্রকার,**—ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক।

২৩৮। উপশ্লেষ বা একাংশ সংস্পর্শ করিয়া অধিকরণ হইলে, তাহা **ঔপশ্লেষিক অধিকরণ**। যথা,—**জলে** কুম্ভীর আছে,—জলের একাংশে।

২৩৯। কোনও বিষয়ে অধিকরণ হইলে, তাহা **বৈষয়িক অধিকরণ**। যথা,—**বিদ্যালাভে** যত্ন কর.—বিদ্যালাভ-বিষয়ে।

২৪০। ব্যাপক ভাবে অধিকরণ হইলে, তাহা **অভিব্যাপক অধিকরণ**। যথা,—পুষ্করিণীতে জল আছে,—পুষ্করিণী ব্যাপিয়া।

২৪১। স্থানবাচক ও কালবাচক অধিকরণে কখনও কখনও বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—সে **বাড়ী** নাই। যদু **কাশী** গিয়াছে। সকাল **বেলা** মন প্রফুল্ল থাকে। সন্ধ্যার **সময়** আসিও।

২৪২। ভেদ বুঝাইতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি **জাতিতে** কায়স্থ। আকবর **নামে** বাদ্‌শাহ ছিলেন।

২৪৩। এক ক্রিয়ার সময় দ্বারা অন্য ক্রিয়ার আরম্ভ বোধ হওয়ার নাম ভাব। ভাবে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**সূর্য্যোদয়ে** অন্ধকার দূর হয়। বসন্তের **আগমনে** কোকিল কুহু রব করিতেছে।

সম্বোধন পদ

২৪৪। "ওলি! এখানে এস"। "এখানে এস" এই বাক্যটী ওলিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। "ওহে বালক! তোমার নাম কি"? এখানে "তোমার নাম কি?" এই বাক্যটী বালককে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। এইজন্য "ওলি" এবং "বালক" সম্বোধন পদ। অতএব

যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা যায়, তাহাকে সম্বোধন পদ বলে।

২৪৫। কখনও কখনও সম্বোধন পদের পূর্ব্বে ও, হে, ওহে, গো, ওগো, ওরে, রে প্রভৃতি এবং স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অয়ি, লো, ওলো প্রভৃতি অব্যয় বসিয়া থাকে। যথা—

ও ভাই, হে ঈশ্বর, ওহে ভাই, ওরে দুষ্ট, রে পামর, অয়ি বালিকে, ওলো সই।

২৪৬। কখনও কখনও ওকারাদি ভিন্ন সম্বোধনসূচক অব্যয় সম্বোধন পদের পরে বসিয়া থাকে। যথা—ভাই হে, বাপ রে, মা গো, সই লো।

২৪৭। সম্বোধনের একবচনে কোনও বিভক্তি নাই। কিন্তু সাধু ভাষায় কখনও কখনও সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে শব্দের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। যথা,—

(১) **আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দের আকার স্থানে **একার** হয়। যথা, ভদ্রে, আপনাকে অভিবাদন করি। এইরূপ রাধিকে, দুর্গে।

(২) **ইকারান্ত** শব্দ **একারান্ত** হয়। যথা, মুনে, হরে, সখে।

(৩) **ঈকারান্ত** স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ **ইকারান্ত** হয়। যথা, জননি, নদি।

(৪) **ঈকারান্ত** (ইন্ প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ শব্দ **ইন্**-ভাগান্ত হয়। যথা, গুণিন্, ধনিন্।

(৫) **উকারান্ত** শব্দ **ওকারান্ত** হয়। যথা, প্রভো, সাধো।

(৬) **ঊকারান্ত** স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ **উকারান্ত** হয়। যথা, বধু।

(৭) **আকারান্ত** পুংলিঙ্গ (মূলে তৃ প্রত্যয়ান্ত) শব্দ **অঃ**-ভাগান্ত হয়। যথা, পিতঃ (পিতৃ শব্দ), মাতঃ (মাতৃ শব্দ)।

(৮) **আকারান্ত** পুংলিঙ্গ (মূলে অন্‌ভাগান্ত) শব্দ **অন্** ভাগান্ত হয়। যথা, রাজন্, মহাত্মন্।

(৯) **-বান্-মান্**-ভাগান্ত শব্দ বন্-মন্-ভাগান্ত হয়। যথা, ভগবন্, বুদ্ধিমন্।

টীকা। বাঙ্গালা ভাষায় এই নিয়মগুলি পালন করিবার কোনও প্রয়োজন দে'খা যায় না।

শব্দরূপ

২৪৮। **শব্দরূপের জন্য শব্দগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।**

(১) প্রাণিবাচক শব্দ। যথা, মানুষ, দেবতা, ঘোড়া।

(২) অপ্রাণিবাচক শব্দ। যথা, জল, সোনা, মন।

২৪৯। **প্রাণিবাচক গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দ-লোক।**

	একবচন	**বহুবচন**
কর্ত্তা	লোক, লোকে	লোকেরা
কর্ম্ম	লোককে	লোকদিগকে
করণ	লোক দ্বারা, -দিয়া, লোকের দ্বারা, লোককে দিয়া	লোকদিগের (-দের) দ্বারা, লোকদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	লোককে	লোকদিগকে
অপাদান	লোক হইতে	লোকদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	লোকের	লোকদিগের (-দের)
অধিকরণ	লোকে	লোক-সকলে

প্রাণিবাচক গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দের রূপ "লোক" শব্দের ন্যায়।

কর্ত্তৃকারকের বহুবচনে "লোকেরা" স্থানে লোক-সকল, লোকগণ ইত্যাদি রূপ পদ হইতে পারে। কর্ম্মাদি কারকের বহুবচনে ইহাদের সহিত "কে," "দ্বারা" ইত্যাদি একবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রাণিবাচক শব্দের রূপ বুঝিতে হইবে।

টীকা। "লোকগুলি" বলিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোক বুঝায়। সুতরাং ইহা "লোক" শব্দের বহুবচন নহে। বস্তুতঃ আদরে "লোকটীর" বহুবচনে "লোকগুলি"; অনাদরে "লোকটার" বহুবচন "লোকগুলা"। "দ্বারা" বিভক্তি চিহ্নের সহিত যেরূপ শব্দের সমাস হয় না, সেইরূপ বহুবচনের চিহ্ন "গণ", ও "সকল" যুক্ত হইলে শব্দের সমাস অনাবশ্যক। দাতৃগণ (-সকল), রাজগণ (-সকল), গুণিগণ (-সকল) বাঙ্গালা নহে, সংস্কৃত।

২৫০। কথিত ভাষায় **লোক** শব্দের রূপ এই—

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	লোক, লোকে	লোকরা, লোকেরা
কর্ম্ম	লোককে	লোকদের
করণ	লোক দিয়ে, লোককে দিয়ে	লোকদের দিয়ে
সম্প্রদান	লোককে	লোকদের
অপাদান	লোক থেকে লোকের থেকে	লোকদের থেকে
সম্বন্ধ	লোকের	লোকদের
অধিকরণ	লোকে	লোক-সকলে

বহুবচনে "লোকরা" স্থানে "লোকসকল," "লোকসব" এই পদগুলি হইতে পারে।

২৫১। **অপ্রাণিবাচক গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দ—**

ফল

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ফল	ফল-সকল
কর্ম্ম	ফল, ফলকে	ফল-সকল, ফল-সকলকে
করণ	ফলদ্বারা, -দিয়া, ফলের দ্বারা, ফলে	ফলসকল (-সকলের) দ্বারা, -দিয়া
সম্প্রদান	ফলকে	ফল-সকলকে
অপাদান	ফল হইতে	ফল-সকল হইতে
সম্বন্ধ	ফলের	ফল-সকলের
অধিকরণ	ফলে	ফল-সকলে

সাধারণতঃ অপ্রাণিবাচক শব্দে অনির্দ্দিষ্ট অর্থে বহুবচনের কোনও বিভক্তি থাকে না। কখনও কখনও অনির্দ্দিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট অর্থে বহুবচনে "গুলি" বিভক্তি যোগ হয়। অপ্রাণিবাচক অকারান্ত এবং গ্রস্ত-অকারান্ত শব্দের রূপ "ফল" শব্দের ন্যায়।

২৫২। প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ—মহেন্দ্র

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	মহেন্দ্র	মহেন্দ্রেরা, মহেন্দ্ররা
কর্ম্ম	মহেন্দ্রকে	মহেন্দ্রদিগকে
করণ	মহেন্দ্র দ্বারা, মহেন্দ্রকে দিয়া	মহেন্দ্রদিগের (-দের) দ্বারা, মহেন্দ্রদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	মহেন্দ্রকে	মহেন্দ্রদিগকে
অপাদান	মহেন্দ্র হইতে	মহেন্দ্রদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	মহেন্দ্রের, মহেন্দ্রর	মহেন্দ্রদিগের, -দের
অধিকরণ	মহেন্দ্রে	মহেন্দ্রদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অকারান্ত শব্দের রূপ "মহেন্দ্র" শব্দের ন্যায়।

২৫৩। প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ—হরিপদ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	হরিপদ	হরিপদরা
কর্ম্ম	হরিপদকে	হরিপদদিগকে
করণ	হরিপদ দ্বারা, হরিপদকে দিয়া	হরিপদদিগের (-দের) দ্বারা, হরিপদদিগকে দিয়া

সম্প্রদান	হরিপদকে	হরিপদদিগকে
অপাদান	হরিপদ হইতে	হরিপদদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	হরিপদর	হরিপদদিগের, -দের
অধিকরণ	হরিপদয়	হরিপদদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক অকারান্ত শব্দ ছোট, বড়, কাল, ভাল প্রভৃতি শব্দের রূপ হরিপদ শব্দের ন্যায়।

২৫৪। অপ্রাণিবাচক একাক্ষর অকারান্ত শব্দ—দ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	দ	দ-সকল
কর্ম্ম	দ, দকে	দ-সকলকে
করণ	দএ, দ দ্বারা, -দিয়া	দ সকল দ্বারা, -দিয়া
সম্প্রদান	দকে	দ-সকলকে
অপাদান	দ হইতে	দ-সকল হইতে
সম্বন্ধ	দর, দএর, দয়ের	দ-সকলের
অধিকরণ	দয়ে	দ-সকলে

অন্যান্য অপ্রাণিবাচক একাক্ষর অকারান্ত শব্দের উক্ত প্রকার রূপ হইবে।

২৫৫। প্রাণিবাচক একাক্ষর আকারান্ত শব্দ—মা

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	মা, মায়ে	মাএরা, মায়েরা
কর্ম্ম	মাকে	মাদিগকে, মাদের

করণ	মায়ে, মা দ্বারা,	মাদিগের (-দের) দ্বারা,
	মাকে দিয়া	মাদিগকে (-দের) দিয়া
সম্প্রদান	মাকে	মাদিগকে, মাদের
অপাদান	মা হইতে	মাদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	মার, মাএর, মায়ের	মাদিগের, -দের
অধিকরণ	মায়ে	মা-সকলে

এই প্রকার অন্য প্রাণিবাচক একাক্ষর আকারান্ত শব্দের রূপ হইবে।

২৫৬। **প্রাণিবাচক আকারান্ত শব্দ—রাজা**

	একবচন	**বহুবচন**
কর্ত্তা	রাজা, রাজায়	রাজারা
কর্ম্ম	রাজাকে	রাজাদিগকে
করণ	রাজা দ্বারা,	রাজাদিগের (-দের) দ্বারা,
	রাজাকে দিয়া	রাজাদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	রাজাকে	রাজাদিগকে
অপাদান	রাজা হইতে	রাজাদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	রাজার	রাজাদিগের (-দের)
অধিকরণ	রাজায়	রাজাদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দের রূপ "রাজা" শব্দের ন্যায়।

২৫৭। **অপ্রাণিবাচক আকারান্ত শব্দ—চাকা**

	একবচন	**বহুবচন**
কর্ত্তা	চাকা	চাকা-সকল
কর্ম্ম	চাকা, চাকাকে	চাকা-সকল, চাকা-সকলকে
করণ	চাকা দ্বারা, -দিয়া,	চাকা সকলের দ্বারা,
	চাকায়	চাকা-সকল দিয়া

সম্প্রদান	চাকাকে	চাকা-সকলকে
অপাদান	চাকা হইতে	চাকা-সকল হইতে
সম্বন্ধ	চাকার	চাকা-সকলের
অধিকরণ	চাকায়	চাকা-সকলে

অপ্রাণিবাচক একারান্ত ও ওকারান্ত শব্দের রূপ "চাকা" শব্দের ন্যায়। নির্দ্দিষ্ট অর্থে "চাকা-সকল" স্থানে "চাকাগুলা" হয়। সাধারণতঃ অনির্দ্দিষ্ট অর্থে বহুবচনের বিভক্তি যোগ হয় না।

২৫৮। প্রাণিবাচক ইবর্ণান্ত শব্দ—ধনী

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ধনী	ধনীরা
কর্ম্ম	ধনীকে	ধনীদিগকে
করণ	ধনী দ্বারা, ধনীকে দিয়া	ধনীদিগের (-দের) দ্বারা ধনীদিগকে দিয়া
সম্প্রদান	ধনীকে	ধনীদিগকে
অপাদান	ধনী হইতে	ধনীদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	ধনীর	ধনীদিগের (-দের)
অধিকরণ	ধনীতে	ধনীদিগের (-দের) মধ্যে

প্রাণিবাচক উবর্ণান্ত শব্দের রূপ ইবর্ণান্ত শব্দের ন্যায়।

২৫৯। অপ্রাণিবাচক ইবর্ণান্ত শব্দ—ছুরী (ছুরি)

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ছুরী	ছুরী-সকল
কর্ম্ম	ছুরী, ছুরীকে	ছুরী-সকল, -সকলকে
করণ	ছুরীতে, ছুরীদ্বারা, -দিয়া	ছুরী সকল দ্বারা, -দিয়া

সম্প্রদান	ছুরীকে	ছুরী-সকলকে
অপাদান	ছুরী হইতে	ছুরী-সকল হইতে
সম্বন্ধ	ছুরীর	ছুরী-সকলের
অধিকরণ	ছুরীতে	ছুরী-সকলে

অপ্রাণিবাচক ইবর্ণান্ত শব্দের রূপ "ছুরী" শব্দের ন্যায়।

২৬০। অপ্রাণিবাচক সন্ধিস্বর "অই"-ভাগান্ত শব্দ—বই

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	বই	বই-সকল
কর্ম্ম	বই, বইকে	বই-সকল, -সকলকে
করণ	বইয়ে, বই দ্বারা, -দিয়া	বই-সকল দ্বারা, -দিয়া
সম্প্রদান	বইকে	বই-সকলকে
অপাদান	বই হইতে	বই-সকল হইতে
সম্বন্ধ	বইয়ের	বই-সকলের
অধিকরণ	বইয়ে,	বই-সকলে

অপ্রাণিবাচক "আই" (গাই), "অউ" (মউ), "আউ" (ঝাউ) প্রভৃতি সন্ধিস্বরান্ত শব্দের এই রূপ।

২৬১. প্রাণিবাচক সন্ধিস্বর "আই"-ভাগান্ত শব্দ—ভাই

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ভাই, ভাইয়ে	ভাইয়েরা
কর্ম্ম	ভাইকে	ভাইদিগকে
করণ	ভাইয়ে, ভাই দ্বারা, ভাইকে -দিয়া	ভাইদিগের (-দের) দ্বারা, ভাইদিগকে দিয়া

সম্প্রদান	ভাইকে	ভাইদিগকে
অপাদান	ভাই হইতে	ভাইদিগের (-দের) হইতে
সম্বন্ধ	ভাইয়ের	ভাইদিগের (-দের)
অধিকরণ	ভাইয়ে	ভাই-সকলে

প্রাণিবাচক "অই" (সই), "অউ" (বউ), "উই" (তালুই) প্রভৃতি সন্ধিস্বরান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

সর্ব্বনাম (Pronoun)

২৬২। **কতকগুলি সর্ব্বনাম পদের তুচ্ছার্থে ও মান্যার্থে প্রয়োগ-ভেদে দুই প্রকার রূপ হইয়া থাকে।** প্রয়োগ ও কারক-ভেদে সর্ব্বনামগুলির যে রূপ-ভেদ হয়, নিম্নে তাহা দে'খান যাইতেছে—

সর্ব্বনাম শব্দ	প্রথমার একবচন		অন্য বিভক্তিতে রূপ	
	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে
আমা (অস্মদ্)	আমি	মুই	আমা	মো
তোমা (যুষ্মদ্)	তুমি	তুই	তোমা	তো
তাহা (তদ্)	তিনি	সে	তাঁহা	তাহা
যাহা (যদ্)	যিনি	যে	যাঁহা	যাহা
কাহা (কিম্)		কে		কাহা
ইহা (এতদ্)	ইনি	এ	ইঁহা	ইহা
উহা (অদস্)	উনি	ও	উঁহা	উহা
আপন (আত্মন্	আপনি		আপনা	

আমা (অস্মদ্) ও তোমা (যুষ্মদ্) শব্দের প্রথমার বহুবচনে আমরা তোমরা হয়।

কথ্য ভাষায় তাঁহা, তাহা, যাঁহা, যাহা, কাহা স্থানে তাঁ, তা, যাঁ, যা, কা এইরূপ আদেশ হয়। এই প্রকারে ইহাঁ স্থানে এঁ, ইহা স্থানে এ, উঁহা স্থানে ওঁ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।

২৬৩। **আমা (অস্মদ্) শব্দ—মান্যার্থে**

	একবচন	**বহুবচন**
কর্ত্তা	আমি	আমরা
কর্ম্ম	আমাকে, (আমারে, আমায়)	আমাদিগকে, (আমাদের)
করণ	আমাদ্বারা, আমাকর্ত্তৃক	আমাদিগের দ্বারা (কর্ত্তৃক), আমাদের দ্বারা (কর্ত্তৃক)
সম্প্রদান	আমাকে (আমারে, আমায়)	আমাদিগকে, (আমাদের)
অপাদান	আমা হইতে	আমাদিগের হইতে, আমাদের হইতে
সম্বন্ধ	আমার	আমাদিগের, আমাদের
অধিকরণ	আমাতে	আমাদিগের (-দের) মধ্যে

আমা (অস্মদ্) শব্দের কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের একবচনে আমারে, আমায় এবং বহুবচনে আমাদের এক্ষণে পদ্যে, কথ্য ভাষায় বা প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

মান্যার্থে তোমা (যুষ্মদ্) শব্দের রূপ আমা (অস্মদ্) শব্দের ন্যায়।

২৬৪। তোমা (যুষ্মদ্) শব্দ—তুচ্ছার্থে

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	তুই	তোরা
কর্ম্ম	তোকে, (তোরে)	তোদিগকে, তোদের
করণ	তোরদ্বারা, তোদ্বারা	তোদের দ্বারা
সম্প্রদান	তোকে, (তোরে)	তোদিগকে, তোদের
অপাদান	তো হইতে	তোদের হইতে
সম্বন্ধ	তোর	তোদের, তোদিগের
অধিকরণ	তোতে	তোদিগের (-দের) মধ্যে

তুচ্ছার্থে অন্যান্য সর্ব্বনামের রূপ তোমা (যুষ্মদ্) শব্দের ন্যায়।

২৬৫। কথ্য ভাষায় উহা (অদস্) শব্দের রূপ—মান্যার্থে

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	উনি	ওঁরা
কর্ম্ম-সম্প্রদান	ওঁকে	ওঁদের,
করণ	ওঁর দ্বারা, ওঁকেদিয়ে	ওঁদেরদ্বারা, ওঁদের দিয়ে
অপাদান	ওঁর থেকে	ওঁদের থেকে
সম্বন্ধ	ওঁর	ওঁদের
অধিকরণ	ওঁতে	ওঁদের মধ্যে

কথ্য ভাষায় অন্যান্য সর্ব্বনামের রূপ উহা (অদস্) শব্দের ন্যায়।

২৬৬। নিম্নলিখিত সর্ব্বনামগুলির ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ রূপ হয়।

সর্ব্বনাম শব্দ	বিভক্তির একবচনে রূপ	বিভক্তির বহুবচনে রূপ
তাহা (তদ্)	তাহা	সেগুলি, সে-সব, সে-সকল
যাহা (যদ্)	যাহা	যেগুলি, যে-সব, যে-সকল
ইহা (এতদ্)	ইহা	এগুলি, এ-সব, এ-সকল
উহা (অদস্)	উহা	ওগুলি, ও-সব, ও-সকল
কাহা (কিম্)		

কাহা (কিম্) শব্দের ক্লীবলিঙ্গের শব্দরূপে বিশেষত্ব আছে।

২৬৭। **তাহা (তদ্) শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ**

	একবচন	**বহুবচন**
কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্প্রদান	তাহা	সেগুলি, সে-সব, সে-সকল
করণ	তাহাদ্বারা, তাহা দিয়া	সেগুলি (সে-সব, সে-সকল) দ্বারা (-দিয়া)
অপাদান	তাহা হইতে	সেগুলি (সে-সব, সে-সকল) হইতে
সম্বন্ধ	তাহার	সেগুলির, সে-সবের, সে-সকলের
অধিকরণ	তাহাতে	সেগুলিতে, সে-সবে, সে-সকলে

যাহা, ইহা, উহা শব্দগুলির রূপ তাহা শব্দের ন্যায়

২৬৮। **কাহা (কিম্) শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ**

	একবচন
কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্প্রদান	কি
করণ	কি দিয়া, কিসের দ্বারা, কিসে
অপাদান	কি হইতে
সম্বন্ধ	কিসের
অধিকরণ	কিসে

কাহা শব্দের ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে প্রয়োগ নাই। কখনও কখনও বহুবচন বুঝাইতে দ্বিরুক্তি হয়। যথা, কি কি হইয়াছে? সে কি কি খাইয়াছে?

২৬৮ক। **অর্থ ভেদে কাহা (কিম) শব্দ স্থানে কি, কে, কোন্, কিছু, কেহ, কোন আদেশ হয়।** যথা,—

সে কি খাইয়াছে? কে আম খাইয়াছে? কোন্ ছেলেটী আম খাইয়াছে? সে কোন্ আমটী খাইয়াছে? সে কিছু খাইয়াছে। কেহ আমার আম খাইয়াছে। কোন ছেলে আমার আম খাইয়াছে।

২৬৯। **সর্ব্বনাম বাক্যের পরিবর্ত্তেও বসে।** যথা,

সে যে কখনও মিথ্যা কথা বলে না, তাহা আমি জানি।

টীকা। "অন্য," "অপর," "নিজ" "সকল," "সব," "উভয়" এই শব্দগুলি সর্ব্বনাম হইলে, কর্ত্তার একবচনে -এ বিভক্তি যোগ হয়। "সকল," "সব" "উভয়" শব্দের বহুবচনের রূপ নাই।

বিশেষণের তারতম্য

(Comparatives and Superlatives)

২৭০। **সংস্কৃতের নিয়মানুসারে বিশেষণের উত্তর দুইয়ের মধ্যে তুলনায় তর ও ঈয়স্ (পুংলিঙ্গে ঈয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈয়সী) এবং অনেকের মধ্যে তুলনায় তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়।** যথা,—

পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্র ক্ষুদ্রতর। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী। হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম পর্ব্বত। সকল জীবের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। পশুগণের মধ্যে সিংহ বলিষ্ঠ।

বিশেষণ	ঈয়স্	ইষ্ঠ
বলবান্	বলীয়ান্	বলিষ্ঠ
গুরু	গরীয়ান্	গরিষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়ঃ	শ্রেষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়ান্	জ্যেষ্ঠ
ক্ষুদ্র	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ
লঘু	লঘীয়ান্	লঘিষ্ঠ
বহু	ভূয়ঃ	ভূয়িষ্ঠ

২৭১। **খাঁটি বাঙ্গালায় অপাদানদ্বারা কিংবা "অপেক্ষা" বা "চেয়ে" শব্দযোগে বিশেষণের তারতম্য সূচিত হয়। বিশেষণের সহিত কোন প্রত্যয় যোগ হয় না। কখনও কখনও তুলনা**

বুঝাইতে বিশেষণের পূর্ব্বে অধিক, বেশী, খুব, কম, অপেক্ষাকৃত ইত্যাদি শব্দ বসে। যথা,—

রামের চেয়ে রহিম বলবান্। অপমান অপেক্ষা (হইতে) মৃত্যু ভাল। চাকরির চেয়ে স্বাধীন ব্যবসায় খুব ভাল। ধনী অপেক্ষা বিদ্বান্ অধিক সম্মানিত। সকলের চেয়ে এই ছেলেটী বেশী চালাক। চিন্তা অপেক্ষা চিতা কম যন্ত্রণাদায়ক। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোটটী অপেক্ষাকৃত (বরং) ভাল।

পুরুষ (Person)

২৭২। "আমি আজ স্কুলে যাইব না।" "সে আমাদিগকে মিঠাই খাওয়াইয়াছে।" এই দুইটী বাক্যে বক্তা নিজের সম্বন্ধে বলিতেছে। এখানে "আমি" ও "আমাদিগকে" উত্তম পুরুষ। অতএব

যে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে, তাহাকে উত্তম পুরুষ (First Person) বলা হয়।

২৭৩। "তুমি হাসিতেছ কেন?" "তোমাদের বাড়ী কোথায়?" এই দুই বাক্যে বক্তা উপস্থিত অন্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। এখানে "তুমি" ও "তোমাদের" মধ্যম পুরুষ। অতএব

উপস্থিত যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা যায়, তাহাকে মধ্যম পুরুষ (Second Person) বলে।

২৭৪। "বালকটী রীতিমত পড়াশুনা করে।" "সে খেলিতেছে।" "তিনি কোথায় থাকেন?" এই তিনটী বাক্যে বক্তা অনুপস্থিত

ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতেছে। এখানে "বালক", "সে", "তিনি" প্রথম পুরুষ। অতএব

অনুপস্থিত যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, সে প্রথম পুরুষ (Third Person)।

২৭৫। আমি খাই, তুমি খাও, সে খায়। বর্ত্তমান কালের খাওয়া কার্য্যটী "আমি", "তুমি" ও "সে" এই বিভিন্ন পুরুষের কর্ত্তার সহিত যোগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব

কর্ত্তার পুরুষ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়।

কাল (Tense)

২৭৬। "আমি রোজ ভাত খাই।" এখানে খাওয়া কাজটী বর্ত্তমান বা বজায় আছে। এই জন্য "খাই" ক্রিয়ার কাল বর্ত্তমান। অতএব

যে ক্রিয়া বর্ত্তমান সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহার কালকে বর্ত্তমান কাল (Present Tense) বলে।

২৭৭। "আমি কল খাইলাম।" এখানে খাওয়া কাজটী অতীত বা শেষ হইয়াছে। এই জন্য "খাইলাম" ক্রিয়ার কাল অতীত। অতএব

যে ক্রিয়া অতীত সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার কালকে অতীত কাল (Past Tense) বলে।

২৭৮। "আমি কা'ল মিঠাই খাইব।" এখানে খাওয়া কাজটী ভবিষ্যতে বা আগামী সময়ে হইবে। অতএব

যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ সময়ে সম্পন্ন হইবে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense) বলে।

২৭৯। এখন দেখা যাইতেছে যে—

ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার সময়কে কাল বলে।

কাল প্রধানতঃ বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন প্রকারের হয়।

বর্ত্তমান কাল

২৮০। (১) আমি ভাত খাই। (২) আমি ভাত খাইয়াছি। এই দুই বাক্যেই ক্রিয়া দ্বারা বর্ত্তমান কাল বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। "খাই" ক্রিয়াপদ দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী নিত্য ঘটিয়া থাকে। "খাইতেছি" ক্রিয়াপদ দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান আছে, শেষ হয় নাই। অতএব—

(ক) খাই—**নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান** (**Present Indefinite**)।

(খ) খাইতেছি—**বিশুদ্ধ বর্ত্তমান** (**Present Continuous**)।

অতীত কাল

২৮১। (১) আমি এই মাত্র পড়িলাম। (২) আমি অদ্য পড়িয়াছি। (৩) আমি বাল্যকালে উর্দ্দু পড়িয়াছিলাম। (৪) আমি তোমার আসিবার পূর্ব্বে পড়িতেছিলাম। (৫) আমি পূর্ব্বে প্রত্যহ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতাম। এই পাঁচটী বাক্যেই ক্রিয়া দ্বারা অতীত কাল বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে।

(ক) পড়িলাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী এইমাত্র শেষ হইল। ইহাকে **অদ্যতন অতীত** (**Past Indefinite**) বলে।

(খ) পড়িয়াছি—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী কিছু পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে এবং তাহার ফল বর্ত্তমান আছে। ইহাকে **অনদ্যতন অতীত** (**Present Perfect**) বলে।

(গ) পড়িয়াছিলাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী বহুপূর্ব্বে শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তমান নাই। ইহাকে **পরোক্ষ অতীত** (**Past Perfect**) বলে।

(ঘ) পড়িতেছিলাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে অতীত কালে কার্য্যটী চলিতেছিল, তখনও তাহা শেষ হয় নাই। ইহাকে **অসম্পন্ন অতীত** (**Past Continuous**) বলে।

(ঙ) পড়িতাম—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে অতীত কালে কার্য্যটী নিত্য ঘটিত, এখন ঘটে না। ইহাকে **নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত** (**Past Habitual**) বলে।

ভবিষ্যৎ কাল

২৮২। (১) আমি করিব। (২) আমি করিতে থাকিব। এই দুই বাক্যেই ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

(ক) করিব—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী কোন অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে। ইহাকে **অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ** (**Future Indefinite**) বলে।

(খ) করিতে থাকিব—ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইতেছে যে কার্য্যটী ভবিষ্যৎ কালে হইবে এবং তাহা শেষ হইবে না। ইহাকে **অসম্পন্ন ভবিষ্যৎ** (**Future Continuous**) বলে।

ক্রিয়ার ভাব (MOOD)

২৮৩। (১) সে করে, (২) যদি সে করে, (৩) সে করুক। এই তিনটী বাক্যে ক্রিয়ার তিন প্রকার ভাব সূচিত হইতেছে। প্রথমটীতে কেবল কার্য্যের নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টীতে সংশয় এবং তৃতীয়টীতে আদেশ বুঝা যাইতেছে। প্রথমটীকে নির্দ্দেশ-ভাব, দ্বিতীয়টীকে সংশয়-ভাব এবং তৃতীয়টীকে আদেশ-ভাব বলা যাইতে পারে। অতএব,

(ক) **ক্রিয়ার নির্দ্দেশ ভাবে (Indicative Mood) কার্য্যের নির্দ্দেশ বুঝায়।**

(খ) **ক্রিয়ার সংশয় ভাবে (Subjunctive Mood) কার্য্যের সংশয় বুঝায়।**

(গ) **ক্রিয়ার আদেশ ভাবে (Imperative Mood) কার্য্যের আদেশ বুঝায়।**

টীকা। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ক্রিয়ার ভাব (mood) সম্বন্ধে কোনও আলোচনা থাকে না। কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে। (১) সে যাইত, (২) যদি সে যাইত,—প্রথম বাক্যের "যাইত" এবং দ্বিতীয় বাক্যের "যাইত" এক ভাববাচক এবং এক কালবাচক নহে। (১) সে থাইবে, (২) সে থাইয়া থাকিবে— এই দুই বাক্যে "থাকিবে" এক ভাব- এবং এক কাল-বাচক নহে।

ক্রিয়ার প্রয়োগ

২৮৪। সে যায়—এখানে ক্রিয়াটী তুচ্ছার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তিনি যান—এখানে মান্যার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তুই যা, তুমি যাও, আপনি যান—এই তিনটী বাক্যে যাওয়া কার্য্যটী যথাক্রমে তুচ্ছ, সাধারণ ও মান্য অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব

প্রয়োগ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়।

টীকা। আধুনিক বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের কোন প্রয়োগ-ভেদ নাই। মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ, সাধারণ ও মান্য এই তিন প্রয়োগ আছে। মধ্যম পুরুষের মান্য প্রয়োগে ও প্রথম পুরুষের মান্য প্রয়োগে ক্রিয়ার রূপ এক।

ধাতুরূপ (Conjugation of Verbs)

২৮৫। খাই, খাও, খাইল, খাইবে, খাইতে, খাওয়া, ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদগুলির মূল খা। ইহার সহিত ই, -ও, -ইল প্রভৃতি বর্ণগুলি যুক্ত হইয়া নানা ক্রিয়াপদ হইয়াছে।

ক। **ক্রিয়াপদের মূলকে ধাতু বলে।**

খ। **ধাতুর সহিত যাহা যুক্ত হইয়া বিবিধ ক্রিয়া-পদ সাধিত হয়, তাহাকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে।**

২৮৬। (১) আমি খাই, তুমি খাও, সে খায়, ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তৃকারক-ভেদে খাওয়া ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হইয়াছে এবং কার্য্যের সমাপ্তি বুঝা যাইতেছে। কিন্তু (২) আমি খাইয়া আসিয়াছি, তুমি খাইয়া আসিয়াছ, সে খাইয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি স্থলে "খাইয়া" পদের কোনও রূপ-ভেদ হয় নাই এবং কার্য্যেরও সমাপ্তি হয় নাই। প্রথম প্রকারের ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় প্রকারের ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অতএব

ক। **কর্ত্তৃকারক-ভেদে যে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় এবং যাহা দ্বারা কার্য্যের সমাপ্তি বুঝা যায়, তাহা সমাপিকা (Finite) ক্রিয়া।**

খ। **কর্ত্তৃকারক-ভেদে যে ক্রিয়ার রূপ-**

ভেদ হয় না এবং যাহা দ্বারা কার্য্যের সমাপ্তি বোধ হয় না, তাহা অসমাপিকা (Participle) ক্রিয়া।

ধাতুর সহিত -ইয়া, -ইতে, -ইলে যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া সাধিত হয়।

২৮৭। আমি খাই, আমরা খাই—এখানে ক্রিয়ার বচন বিভিন্ন হইলেও ক্রিয়ার রূপ এক আছে। অতএব

বাঙ্গালা ভাষায় বচন-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় না।

২৮৮। **পুরুষ (person), তুচ্ছার্থ বা মান্যার্থ প্রয়োগ (non-honorific or honorific use), কাল (tense), ভাব (mood) এবং বাচ্য (voice) ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়।** যথা,—

পুরুষ-ভেদে—আমি করি, তুমি কর, ইত্যাদি।

প্রয়োগ-ভেদে—তুই করিস্, তুমি কর, আপনি করেন, ইত্যাদি।

কাল-ভেদে—আমি করি, আমি করিলাম, ইত্যাদি।

ভাব-ভেদে—তিনি করেন, তিনি করুন, ইত্যাদি।

বাচ্য-ভেদে—আমি করি, আমাকর্তৃক করা হয়, ইত্যাদি।

২৮৯। ক্রিয়া-বিভক্তিগুলির নাম ও উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

আমি করি—নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান (Present Indefinite)।

আমি করিতেছি—বর্ত্তমান (বা বিশুদ্ধ বর্ত্তমান) (Present Continuous)।

আমি করিয়াছি—অনদ্যতন (বা হ্যস্তন) অতীত (Present Perfect)।

আমি করিলাম—অদ্যতন অতীত (Past Indefinite)।

আমি করিয়াছিলাম—পরোক্ষ অতীত (Past Perfect)।

আমি করিতাম—নিত্যপ্রবৃত্ত (বা পুরানিত্যবৃত্ত) অতীত (Past Habitual)।

আমি করিতেছিলাম—অসম্পন্ন অতীত (Past Continuous)।

আমি করিব—ভবিষ্যৎ (Future)।

তুমি কর - বর্ত্তমান অনুজ্ঞা (Present Imperative)।

তুমি করিও—ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative)।

টীকা। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ক্রিয়া-বিভক্তিকে উক্ত রূপ দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এই নামকরণ ও বিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। ক্রিয়ার রূপকে নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত করা উচিত।

নির্দ্দেশ ভাব (Indicative Mood)

আমি করি—অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite)।
আমি করিতেছি—অসম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Continuous)।
আমি করিয়াছি—সম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Perfect)।

আমি করিলাম—অনির্দ্দিষ্ট অতীত (Past Indefinite)।
আমি করিতেছিলাম—অসম্পন্ন অতীত (Past Continuous)।
আমি করিয়াছিলাম—সম্পন্ন অতীত (Past Perfect)।
আমি করিতাম—নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত (Past Habitual)।

আমি করিব—অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Future Indefinite)।
আমি করিতে থাকিব—অসম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Continuous)।
আমি করিয়া ফেলিব—সম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Perfect)।

আদেশ ভাব (Imperative Mood)

তুমি কর—অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite)।
তুমি করিতে থাক—অসম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Continuous)।

তুমি করিও – অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Future Indefinite)।
তুমি করিতে থাকিও—অসম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Continuous)।
তুমি করিয়া ফেলিও—সম্পন্ন ভবিষ্যৎ (Future Perfect)।

সংশয় ভাব (Subjunctive Mood)

যদি আমি করি—অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান (Present Indefinite)।
যদি আমি করিতে থাকি—অসম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Continuous);
যদি আমি করিয়া থাকি—সম্পন্ন বর্ত্তমান (Present Perfect)।
যদি আমি করিতাম অনির্দ্দিষ্ট অতীত (Past Indefinite);

২৯০। **সমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তির আকার**

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	ই	ইস্	অ	এ	এন
বিশুদ্ধ „	ইতেছি	ইতেছিস্	ইতেছ	ইতেছে	ইতেছেন
অনদ্যতন অতীত	ইয়াছি	ইয়াছিস্	ইয়াছ	ইয়াছে	ইয়াছেন
অদ্যতন „	ইলাম	ইলি	ইলে	ইল	ইলেন
পরোক্ষ „	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলি	ইয়াছিলে	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত „	ইতাম	ইতিস্	ইতে	ইত	ইতেন
অসম্পন্ন „	ইতেছিলাম	ইতেছিলি	ইতেছিলে	ইতেছিল	ইতেছিলেন
ভবিষ্যৎ „	ইব	ইবি	ইবে	ইবে	ইবেন
বর্ত্তমান অনুজ্ঞা		০	অ	উক	উন
ভবিষ্যৎ „		ইস্	ইও		

কর্ত্তৃবাচ্য

২৯১ কর্ ধাতুর রূপ

নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	করি	করিস্	কর	করে	করেন
বিশুদ্ধ বর্ত্ত-মান	করিতেছি	করিতে-ছিস্	করিতেছ	করিতে-ছে	করিতে-ছেন
অনদ্যতন অতীত	করিয়াছি	করিয়া-ছিস্	করিয়াছ	করিয়া-ছে	করিয়া-ছেন
অদ্যতন অতীত	করিলাম	করিলি	করিলে	করিল	করিলেন
পরোক্ষ অতীত	করিয়াছি-লাম	করিয়া-ছিলি	করিয়াছিলে	করিয়া-ছিল	করিয়া-ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত	করিতাম	করিতিস্	করিতে	করিত	করিতেন
অসম্পন্ন অতীত	করিতে-ছিলাম	করিতে-ছিলি	করিতে-ছিলে	করিতে-ছিল	করিতে-ছিলেন
ভবিষ্যৎ	করিব	করিবি	করিবে	করিবে	করিবেন

আদেশ ভাব

কাল	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	কর্	কর	করুক	করুন
ভবিষ্যৎ	করিস	করিও		

টীকা। কথ্য ভাষায় ক্রিয়াপদগুলির নিম্নলিখিতরূপ আকার হয় :—

করিতেছি—ক'র্‌ছি, (কর্‌চি, কচ্চি)। হইতেছি-হচ্ছি (হচ্চি)। যাইতেছি-যাচ্ছি (যাচ্চি)।

করিয়াছি—ক'রেছি, (করেচি)। হইয়াছি-হয়েছি (হয়েচি)। গিয়াছি-গিয়েছি, গেছি, (গিয়েচি)।

করিলাম—ক'র্‌লাম, (কর্'লেম, ক'র্‌লুম)। হইলাম-হ'লাম (হলেম, হলুম)। গেলাম-গেলাম, (গেলেম, গেলুম)।

করিয়াছিলাম—ক'রেছিলাম, (ক'রেছিলেম, ক'রেছিলুম)। হইয়াছিলাম-হ'য়েছিলাম, (হ'য়েছিলেম, হ'য়েছিলুম)। গিয়াছিলাম-গিয়েছিলাম, (গিয়েছিলেম, গিয়েছিলুম)।

করিতাম—ক'র্‌তাম, (ক'র্‌তেম, ক'রতুম)। হইতাম-হ'তাম, (হতেম, হতুম)। যাইতাম-যেতাম (যেতেম, যেতুম)।

করিতেছিলাম—ক'র্‌ছিলাম, (ক'র্‌ছিলেম, ক'র্‌ছিলুম)। হইতেছিলাম-হচ্ছিলাম, (হচ্ছিলেম, হচ্ছিলুম)। যাইতেছিলাম-যাচ্ছিলাম (যাচ্ছিলেম, যাচ্ছিলুম)

করিব—ক'র্‌ব। হইব-হব। যাইব-যাব।

করিও—ক'রো। হইও-হ'য়ো। যাইও-যেয়ো।

করিয়া—ক'রে। হইয়া-হ'য়ে। যাইয়া-যেয়ে, গিয়ে।

করিতে—ক'র্‌তে। হইতে-হ'তে। যাইতে-যেতে।

করিলে—ক'র্‌লে। হইলে-হ'লে। খাইলে-খেলে।

কথ্য ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ার অনন্তন অতীতে তুচ্ছার্থে প্রথম পুরুষে -এ বিভক্তি হয়। যথা, সে ক'র্‌লে, সে খেলে; কিন্তু সে চ'ল্‌ল, সে হ'ল।

২৯২। লিখ্ ধাতু—সাধু ভাষা

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	লিখি	লিখিস্	লিখ	লিখে	লিখেন
অনুজ্ঞা		লেখ্	লিখ	লিখুক	লিখুন

কথ্য ভাষা

বর্ত্তমান	লিখি	লিখিস্	লেখ	লেখে	লেখেন
অনুজ্ঞা		লেখ্	লেখ	লিখুক	লিখুন

অন্যান্য ইকারযুক্ত ধাতুর রূপ এই প্রকার।

২৯৩। শুন্ ধাতু—সাধু ভাষা

বর্ত্তমান	শুনি	শুনিস্	শুন	শুনে	শুনেন
অনুজ্ঞা		শোন্	শুন	শুনুক	শুনুন

কথ্য ভাষা

বর্ত্তমান	শুনি	শুনিস্	শোন	শোনে	শোনেন
অনুজ্ঞা		শোন্	শোন	শুনুক	শুনুন

অন্যান্য উকারযুক্ত ধাতুর রূপ এই প্রকার।

২৯৪। দেখ্ ধাতু

বর্ত্তমান	দেখি	দেখিস্	দে'খ	দে'খে	দে'খেন
অনুজ্ঞা		দে'খ্	দে'খ	দেখুক	দেখুন

অন্যান্য একারযুক্ত ধাতুর রূপ এই প্রকার।

২৯৫। হ (হওয়া) ধাতু

নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	হই	হ'স্	হও	হয়	হয়েন, হন
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	হইতেছি	হইতে-ছিস্	হইতেছ	হইতে-ছে	হইতে ছেন
অনন্ততন অতীত	হইয়াছি	হইয়াছিস্	হইয়াছ	হইয়াছে	হইয়া-ছেন
অন্ততন অতীত	হইলাম	হইলি	হইলে	হইল	হইলেন
পরোক্ষ অতীত	হইয়াছিলাম	হইয়াছিলি	হইয়াছিলে	হইয়া-ছিল	হইয়া-ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত	হইতাম	হইতিস্	হইতে	হইত	হইতেন
অসম্পন্ন অতীত	হইতেছিলাম	হইতেছিলি	হইতেছিলে	হইতে-ছিল	হইতে-ছিলেন
ভবিষ্যৎ	হইব	হইবি	হইবে	হইবে	হইবেন

আদেশ ভাব

কাল	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	হ	হও	হউক	হউন
ভবিষ্যৎ	হ'স্	হইও		

২৯৬। **যা (যাওয়া) ধাতু**

নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	যাই	যা'স্	যাও	যায়	যান
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	যাইতেছি	যাইতেছিস্	যাইতেছ	যাইতেছে	যাইতেছেন
অনদ্যতন অতীত	গিয়াছি	গিয়াছিস্	গিয়াছ	গিয়াছে	গিয়াছেন
অদ্যতন অতীত	গেলাম	গেলি	গেলে	গে'ল	গেলেন
পরোক্ষ অতীত	গিয়াছিলাম	গিয়াছিলি	গিয়াছিলে	গিয়াছিল	গিয়াছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	যাইতাম	যাইতিস্	যাইতে	যাইত	যাইতেন
অসম্পন্ন অতীত	যাইতেছিলাম	যাইতেছিলি	যাইতেছিলে	যাইতেছিল	যাইতেছিলেন
ভবিষ্যৎ	যাইব	যাইবি	যাইবে	যাইবে	যাইবেন

আদেশ ভাব

কাল	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান	যা	যাও	যাউক	যা'ন
ভবিষ্যৎ	যা'স্	যাইও		

২৯৭। আছ্ ধাতু—নির্দ্দেশ ভাব

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	আছি	আছিস্	আছ	আছে	আছেন
অদ্যতন অতীত	ছিলাম	ছিলি	ছিলে	ছিল	ছিলেন

অন্যান্য বিভক্তি-স্থলে থাক্ ধাতুর প্রয়োগ হয়। থাক্ ধাতুর রূপ কর্ ধাতুর ন্যায়।

২৯৮। খা ধাতু—সাধু ভাষা

বর্ত্তমান	খাই	খা'স্	খাও	খায়	খান
অতীত	খাইলাম	খাইলি	খাইলে	খাইল	খাইলেন
ভবিষ্যৎ	খাইব	খাইবি	খাইবে	খাইবে	খাইবেন
অনুজ্ঞা		খা	খাও	খাউক	খান

কথ্য ভাষা

অতীত	খেলাম	খেলি	খেলে	খেলে	খেলেন
ভবিষ্যৎ	খাব	খাবি	খাবে	খাবে	খাবেন

২৯৯। দে ধাতু—সাধু ভাষা

বর্ত্তমান	দি, দিই	দিস্	দাও	দে'য়	দে'ন
অতীত	দিলাম	দিলি	দিলে	দিল	দিলেন
ভবিষ্যৎ	দিব	দিবি	দিবে	দিবে	দিবেন
অনুজ্ঞা		দে	দাও	দিক	দি'ন

কথ্য ভাষা

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
অতীত	দিলাম	দিলি	দিলে	দিলে	দিলেন

৩০০। শো ধাতু—সাধুভাষা

বর্ত্তমান	শুই	শুস্	শোও	শোয়	শো'ন
অতীত	শুইলাম	শুইলি	শুইলে	শুইল	শুইলেন
ভবিষ্যৎ	শুইব	শুইবি	শুইবে	শুইবে	শুইবেন
অনুজ্ঞা		শো	শোও	শুক	শু'ন

কথ্য ভাষা

অতীত	শুলাম	শুলি	শুলে	শুল	শুলেন
ভবিষ্যৎ	শোব	শুবি	শোবে	শোবে	শোবেন

৩০১। আস্ ধাতু—সাধুভাষা

বর্ত্তমান	আসি	আসিস্	এস	আসে	আসেন
অতীত	আসিলাম	আসিলি	আসিলে	আসিল	আসিলেন
ভবিষ্যৎ	আসিব	আসিবি	আসিবে	আসিবে	আসিবেন
অনুজ্ঞা		আয়	এস	আসুক	আসুন

কথ্য ভাষা

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
অতীত	এলাম	এলি	এলে	এল	এলেন
ভবিষ্যৎ	আস্‌ব	আস্‌বি	আস্‌বে	আস্‌বে	আস্‌বেন

টীকা। পদ্যে কখনও কখনও করিলাম, ছিলাম ইত্যাদি স্থলে করিনু, ছিনু ইত্যাদি রূপ পদ হয় এবং মান্য প্রয়োগে করিলেন, ছিলেন ইত্যাদি স্থলে করিলা, ছিলা ইত্যাদি রূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ করিতেছে স্থানে করিছে, এবং করিয়া স্থানে করি হয়।

নিষেধার্থক ক্রিয়া

৩০২। **নির্দ্দেশ ভাবে ক্রিয়ার নিষেধার্থে বিভক্তির শেষে "না" যোগ হয়। কিন্তু অনদ্যতন ও পরোক্ষ অতীতের নিষেধার্থে নিত্য-প্রবৃত্ত বর্ত্তমানের সহিত "নাই" যোগ করিতে হয়।** যথা,—

করি—করি না; করিব—করিব না; করিলাম—করিলাম না। কিন্তু করিয়াছি—করি নাই; করিয়াছিলাম—করি নাই।

৩০৩। আদেশ ভাবে নিষেধার্থ প্রয়োগে নিম্নলিখিত রূপ হয়—

কর, করিও—করিও না;

কর্, করিস্—করিস্ না;

করুক— না করুক;

করুন— না করুন।

৩০৪। সংশয় ভাবে ক্রিয়ার নিষেধার্থে "যদি" শব্দের পরে "না" যোগ হয়। যথা,

যদি করি—যদি না করি ; যদি করিত—যদি না করিত।

৩০৫। নিষেধার্থে হ ধাতুর নিম্নলিখিত বিশেষ রূপ হয়—

হই—নহি (নই); হও—নহ (নও); হইস্—নহিস্ (ন'স্); হয়—নহে (নয়); হয়েন—নহেন (ন'ন)।

৩০৬। নিষেধার্থে আছ্ ধাতুর তুচ্ছ, সাধারণ ও মান্য প্রয়োগে বর্ত্তমানে তিন পুরুষে **নাই**। অতীতে—ছিলাম না ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা বা আদেশ ভাবের প্রয়োগ
(Uses of the Imperative Mood)

৩০৭। আদেশ ভাবের প্রয়োগ নানাবিধ অর্থে হইতে পারে। যথা,—

(১) **আদেশ**—বই পড়। বাড়ী যাও।

(২) **বিধি**— সদা সত্য কথা বলিও।

(৩) **উপদেশ**—শোক করিও না। অধ্যবসায়ী হও, কৃতকার্য্য হইবে।

(৪) **আশীর্ব্বাদ**—রাজা দীর্ঘজীবী হউন। সুখী হও।

(৫) **অনুরোধ**—আমাকে ক্ষমা কর। আসুন, মহাশয়।

(৬) **প্রার্থনা**—দয়াময় তোমার মঙ্গল করুন।

সংশয় ভাবের প্রয়োগ
(Uses of the Subjunctive Mood)

৩০৮। ক্রিয়ার সংশয় ভাবের দ্বারা **ইচ্ছা**, **উদ্দেশ্য**, **কার্য্যের কারণ**, বা **সংশয়** বুঝায়।

(ক) **ইচ্ছা**—আহা! যদি সে এখন **আসিত**। সে যে'ন কখনও সুখী না **হয়**।

(খ) **উদ্দেশ্য**—চেষ্টা কর যে'ন তুমি পরীক্ষায় প্রথম **হও**। পাছে **হারাইয়া যায়**, এই জন্য তোমার বইখানি সাবধানে রাখিয়াছি।

(গ) **কার্য্যের কারণ**—যদি তুমি লণ্ডনে যাও, তবে অনেক আশ্চর্য্য জিনিস দেখিবে। যদি তুমি ব্যায়াম **করিতে**, তবে বলবান্ হইতে। যদি সে এখন **আসে**, তবে কত আনন্দ হয়!

(ঘ) **সংশয়**—যদি সে অন্যায় **করিয়া থাকে**, তবে অবশ্য জানিয়া শুনিয়া করে নাই। সে ইহা করিলেও, **করিতে পারে**। সে ইহা **করিয়া থাকিবে**। সে না **যাউক**, তুমি যাইও। যদি বৃষ্টি **হয়**, তবে আমি বে'ড়াইতে যাইব না।

ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষ প্রয়োগ
(Special Uses of the Verbal affixes)

৩০৯। **নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান** নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।—

(ক) অতীত বর্ণনা-স্থলে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান বসে। যথা,—হযরত

মুহম্মদ মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ **করেন** এবং মদীনা নগরীতে পরলোক গমন **করেন**।

(খ) "যখন" শব্দযোগে অতীত কালের নির্দ্দিষ্ট সময় (point of time) বুঝায়। যথা,—যখন তিনি আমাকে **ডাকেন**, তখন আমি ঘরে ছিলাম না।

(গ) সংশয় ভাবে ভবিষ্যৎ কালে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের বিভক্তি বসে। যথা,—যদি তাহাকে **পাও**, আমার পত্রখানা দিও। দেখিও যে'ন বিপদে না **পড়**। পাছে অসুখ **হয়**, এই জন্য তিনি বেশী খাইলেন না।

(ঘ) ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে (near future) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান বসে। যথা,—অনেকক্ষণ এখানে আছি ; এখন আমি **উঠি**। আঃ! আপদ্ গেলেই **বাঁচি**।

(ঙ) অনদ্যতন ও পরোক্ষ অতীতের নিষেধার্থে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের সহিত "নাই" যোগ হয়। যথা,—তুমি তাহাকে দেখিয়াছ? না; আমি **দেখি** নাই। তুমি কি সেখানে গিয়াছি'লে? না; আমি **যাই** নাই।

৩১০। অতীত কালে যাহা হইতেছিল, শেষ হয় নাই, তাহার বর্ণনায় **বিশুদ্ধ বর্ত্তমানের** প্রয়োগ হয়। যথা,—আমি সেখানে গিয়া দেখিলাম সে কাঁদিতেছে।

৩১১। অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিতে পরোক্ষ অতীত স্থলে **অদ্যতন অতীতের** প্রয়োগ হয়। যথা, শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর গৃহেই বাসস্থান স্থির **করিলেন**। একদা রাত্রিযোগে শিবাজী তাঁহাকে আক্রমণ **করিলেন**। শায়েস্তা খাঁ কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন **করিলেন**। (এই কয় স্থানে "করিয়াছিলেন" স্থলে "করিলেন" ব্যবহৃত হইয়াছে।)

৩১২। ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে নিশ্চয়ার্থে **অদ্যতন অতীত** বসে। যথা,—একটু দাঁড়াও; সে এই **এল** আর কি। (এখানে "এল" স্থলে "আসে" ব্যবহৃত হইলে ভবিষ্যৎ-সামীপ্য বুঝাইবে, কিন্তু নিশ্চয় অর্থ হইবে না।)

৩১৩। সংশয় ভাবে অনির্দ্দিষ্ট অতীত কাল বুঝাইতে নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ব্যবহৃত হয়। যথা,—"আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন **হইতাম**, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না।" (বঙ্কিমচন্দ্র)।

৩১৪। সংশয় ভাবের অতীতের সহিত ব্যবহৃত নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ভবিষ্যৎ-সামীপ্য (near future) অর্থ সূচনা করে। যথা,—যদি আমি তাহার ঠিকানা জানিতাম, তবে এখনই একটী পত্র লিখিতাম।

৩১৫। আদেশ ভাবে ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়। যথা,—সদা সত্য কথা **বলিবে**। (এখানে "বলিবে" স্থলে "বলিও" ব্যবহৃত হইতে পারে।)

৩১৬। প্রশ্নে অতীত কালে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়। যথা,—সে বোকা না হইলে এমন কাজ করিবে কে'ন ?

৩১৭। "থাক্" ধাতুর সংশয় ভাবে অতীত কালে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়। যথা,—তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে সে সে চুরি করিয়া থাকিবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ
(Uses of the Participle)

৩১৮। (ক) অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর **ইয়া** প্রত্যয় হয়। যথা,—সে **হাসিয়া** বলিল অর্থাৎ সে হাসিল, অনন্তর বলিল।

(খ) হেতু অর্থেও অতীত ক্রিয়ায় **ইয়া** প্রত্যয় হয়। যথা,—

বেশী **খাইয়া** তাহার উদরাময় হইয়াছে। পথ **হাঁটিয়া** সে পরিশ্রান্ত হইয়াছে। "খাইয়া" অর্থাৎ খাওয়া হেতু। হাঁটিয়া অর্থাৎ হাঁটা হেতু।

(গ) কখনও কখনও ইয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

সে খোঁড়াইয়া হাঁটে। চেঁচাইয়া বল। তাহার নাম ধরিয়া ডাক।

(ঘ) একটী বাক্যে ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়া একই কর্ত্তার বা পৃথক্ কর্ত্তার সহিত অন্বিত হইতে পারে। যথা,—

আমি আসিয়া দেখিলাম। বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এই শেষ বাক্যে দুইটি পৃথক্ কর্ত্তা আছে।

টীকা। খাইয়া ফে'লা, হাসিয়া উঠা, বলিয়া দেওয়া প্রভৃতি প্রয়োগে ক্রিয়াদ্বয় মিলিয়া একটী মিশ্র ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

দ্রষ্টব্য। "রামের চেয়ে শ্যাম ভাল", "ঘর থেকে বাহিরে এস" ইত্যাদি বাক্যে **"চেয়ে" "থেকে"** অসমাপিকার কথিত ভাষার রূপ হইলেও বস্তুতঃ অব্যয়। এইরূপ "সে আসিবে বলিয়া আমি প্রতীক্ষা করিতেছি", "কি বলিয়া তুমি এমন কাজ করিলে?" "ছুরী দিয়া কাট","তাহাকে দিয়া কোন কাজ হয় না","তিনি নৌকা করিয়া আসিয়াছেন", "তাহার লাগিয়া আমার প্রাণ কে'মন করে", ইত্যাদি বাক্যে **"বলিয়া"**, **"দিয়া"**, **"করিয়া"**, **"লাগিয়া"** পদগুলি অব্যয়।

৩১৯। (ক) নিমিত্ত-অর্থে ধাতুর উত্তর **—ইতে** প্রত্যয় হয়। যথা, —

তিনি প্যারিসে পড়িতে গিয়াছেন। তুমি কি করিতে আসিয়াছ?

(খ) সাতত্য (continuity), সামর্থ্য (potentiality), বিধি (propriety), সমকালতা (contemporaneity), আবশ্যকতা (necessity), ইচ্ছা (desire), আদেশ (order), প্রভৃতি বুঝাইতে **—ইতে** প্রত্যয় হয়। যথা,—

সাতত্য—সে **দেখিতে** লাগিল। সামর্থ্য—আমি **করিতে** পারি। সে **খাইতে** মজবুত। বিধি—গত বিষয়ের জন্য শোক **করিতে** নাই। এমন কথা কি **বলিতে** আছে? সমকালতা—সে **ডাকিতেই** আমি উত্তর দিলাম। আবশ্যকতা—আমাকে এখন **পড়িতে** হইবে। ইচ্ছা—আমরা **বাঁচিতে** চাই। আদেশ—তাহাকে **বলিতে** দাও।

(গ) কর্ম্ম-অর্থে **—ইতে** প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—

সে খেলিতে ভালবাসে; খেলিতে অর্থাৎ খে'লা কর্ম্ম করিতে। আমি পড়িতে ভালবাসি অর্থাৎ পঠন কার্য্য করিতে।

(ঘ) কখনও কখনও **—ইতে** প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

প্রত্যেক জীবকে **মরিতে** হইবে। এখানে "মরিতে" পদ "হইবে" ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা। বালকটী **লিখিতে** শিখিয়াছে। এখানে "লিখিতে" পদ "শিখিয়াছে" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(ঙ) কখনও কখনও **—ইতে** প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

আমি ছেলেটাকে **কাঁদিতে** দেখিয়াছি। সে **হাসিতে হাসিতে** যাইতেছে।

(চ) একটী বাক্যে —ইতে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়া এক কিংবা পৃথক্ কর্ত্তার সহিত অন্বিত হইতে পারে। যথা,—

সূর্য্য **উঠিতেই** আমরা রওয়ানা হইলাম। **দেখিতে দেখিতে** অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

দ্রষ্টব্য। "তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন', 'রামের চাইতে রহীম ভাল," ইত্যাদি বাক্যে "হইতে", "চাইতে" অব্যয় পদ।

৩২০। (ক) অনন্তর ও ভিন্ন-কর্ত্তৃক ধাতুতে —**ইলে** প্রত্যয় হয়। যথা,—

সে **খাইলে**, আমি খাইব অর্থাৎ সে খাইবে, অনন্তর আমি খাইব। এখানে "খাইলে" এবং "খাইব" এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা বিভিন্ন।

(খ) যে অনুক্তকর্ত্তৃক বর্ত্তমান ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার কারণ তাহা —ইলে প্রত্যয়ান্ত হয়। যথা,—

জলে **ভিজিলে** সর্দ্দি হয়। এখানে "ভিজিলে" নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ইহার কর্ত্তা অনুক্ত।

দ্রষ্টব্য। জলে ভিজিয়া তাহার সর্দ্দি হইয়াছে। এখানে "ভিজিয়া" অতীত কালের অর্থে প্রযুক্ত এবং "তাহার" পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

(গ) ক্রিয়ার সংশয় ভাব বুঝাইলে ধাতুর উত্তর —ইলে প্রত্যয় হয়। যথা,—

পাখীর মত ডানা **থাকিলে**, এখনই উড়িয়া সেখানে যাইতাম। "থাকিলে" অর্থাৎ যদি **থাকিত**।

মিশ্র ক্রিয়া

(Compound Verbs)

৩২১ (১) এ'মন আর **দে'খা যায়** না।

(২) সে **কাঁদিয়া উঠিল**।

(৩) সে **খাইতে লাগিল**।

এই তিন বাক্যে "দে'খা", "কাঁদিয়া", এবং "খাইতে" প্রধান ক্রিয়া-পদ তিনটী যথাক্রমে সহকারী ক্রিয়া "যায়", "উঠিল" এবং "লাগিল"

পদের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দুইয়েই মিশ্রিত ভাবে প্রধান ক্রিয়াপদের এক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য "**দেখা যায়**", "**কাঁদিয়া উঠিল**" এবং "**খাইতে লাগিল**" তিনটী মিশ্র ক্রিয়াপদ। অতএব

কখনও কখনও -আ, -ইয়া বা -ইতে প্রত্যয়ান্ত একটী প্রধান ক্রিয়া-পদ অন্য একটী সহকারী ক্রিয়াপদের সহিত ব্যবহৃত হইয়া উভয়ে মিশ্রিত ভাবে প্রধান ক্রিয়াপদের এক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপে মিশ্রিত ক্রিয়া-পদকে **মিশ্র ক্রিয়া** বলে।

৩২২। নিম্নে কতকগুলি সহকারী ক্রিয়াপদ এবং তাহাদ্বারা মিশ্র ক্রিয়ার প্রধান ক্রিয়াপদের যে বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রদত্ত হইতেছে।—

(ক) **যাওয়া**—

(১) ক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি বুঝায়। যথা,—ওষধি ফল পাকিলে মরিয়া যায়। তাহার বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয় গিয়াছে। সে হঠাৎ পড়িয়া গে'ল।

(২) ক্রিয়ার অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—তুমি বলিয়া যাও। সে এ'কমনে কত কি লিখিয়া যাইতেছে

(৩) ক্রিয়ার ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়া বুঝায়। যথা—বার্দ্ধক্যে শরীরের বল কমিয়া যায়। ছেলেটী কে'ন এ'মন রোগা হইয়া যাইতেছে ?

(৪) ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সহিত ক্রিয়ার শক্যতা, সম্ভাবনা, নিষ্পত্তি অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—এরূপ দুঃখ-কষ্টে কত দিন বাঁচা যায় ? দে'খা যাইবে সে পরীক্ষায় কি করে। আঃ! বাচা গে'ল।

দ্রষ্টব্য। ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের সহিত সহকারী ক্রিয়া -যোগে কর্ম্মবাচ্য বা ভাববাচ্য প্রস্তুত হয়।

(খ) লওয়া—

-ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সহিত ক্রিয়ার অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—ছেলেটা হাসিতে লাগিল।

(গ) পারা—

-ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সহিত শক্যতা অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—আমি এক মণ ভার তুলিতে পারি।

(ঘ) দেওয়া—

(১) অনুমতি অর্থে; যথা,—তাহাকে যাইতে দাও।

(২) ক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি অর্থে; যথা,—রাজা বন্দীকে ছাড়িয়া দিলেন।

(ঙ) ফে'লা—

সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি বুঝায়। যথা,—সে এ'কাই পাঁচ সের সন্দেশ খাইয়া ফেলিল। ছেলেটা আমার কথায় হাসিয়া ফেলিল।

(চ) তুলা—

ক্রমশঃ কার্য্য-সমাপ্তি বুঝায়। যথা,—সে কষ্ট করিয়া বাগানটা সাজাইয়া তুলিয়াছে। তুমি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছ।

(ছ) উঠা—

(১) ক্রিয়ার ক্রমশঃ পরিণতি বুঝায়। যথা,—মেয়েটা বড় হইয়া উঠিয়াছে।

(২) সহসা অর্থে; যথা,—সে আমার কথায় রাগিয়া উঠিল।

(৩) সম্ভাবনা অর্থে; যথা,—তাহার যাওয়া হইয়া উঠিল না।

(জ) **পড়া—**

(১) অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত সহসা অর্থে; যথা,—সে উঠিয়া পড়িল। অনেক লোক আসিয়া পড়িল।

(২) ক্রমশঃ পরিণতি বুঝায়। যথা,—তিনি এ'খন গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। ছেলেটা ঘুমাইয়া পড়িল।

(৩) নিশ্চয় অর্থে; যথা,—তাহার জীবনধারণ কঠিন হইয়া পড়িবে।

(৪) -আ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অর্থে কর্ম্ম-বাচ্য বা ভাববাচ্য হয়। যথা,—চোর ধরা পড়িবে।

(ঝ) **বসা—**

সহসা অর্থে; যথা,—সে বলিয়া বসিল, "এক শত টাকা না পাইলে আমি কিছুতেই ছাড়িব না।"

(ঞ) **আসা—**

ক্রিয়ার অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

(ট) **লওয়া—**

স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন অর্থে; যথা,—শীঘ্র খাইয়া লও। চলিত বাঙ্গালায়—এইটে এ'খন নিয়ে নে'ও।

(ঠ) **থাকা—**

(১) -ইতে প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত কার্য্যের অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—তুমি খাইতে থাক।

(২) -ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংশয় ভাব বা কার্য্যের অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—যদি সে করিয়া থাকে। সে বলিয়া থাকে। সে বলিয়া থাকিবে।

(ড) লাগা—

-ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সহিত অবিরাম অর্থ বুঝায়। যথা,—সে বলিতে লাগিল।

প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verbs)

৩২৩। "রাম হাসে"। এখানে হাসা কার্য্যটা রাম নিজে ক'রতেছে। "রশীদ রামকে হাসাইতেছে," এই বাক্যে রশীদ হাসা কার্য্যটা নিজে করিতেছে না, কিন্তু রামকে দিয়া করাইতেছে। এখানে "হাসাইতেছে" প্রযোজক ক্রিয়া, "রশীদ" প্রযোজক কর্ত্তা এবং "রাম" প্রযোজ্য কর্ত্তা। প্রযোজ্য কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি "কে" যোগ হয়।

কোন কার্য্য নিজে না করিয়া অন্যের দ্বারা করান হইলে, ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb) বলে।

প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুকে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত (ণিচ্ অন্ত) ধাতু বলে।

২২৪। বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত প্রত্যয় যোগে প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়;—

(১) ধাতুর শেষে যোগ

আ—দে'খ্—দে'খা; দে'খায়, দে'খাইল ইত্যাদি।

ওয়া—যা—যাওয়া—যাওয়ায়, যাওয়াইব ইত্যাদি।

হসন্ত ধাতুর উত্তর "আ" এবং স্বরান্ত ধাতুর উত্তর "ওয়া" বিভক্তি হয়।

(২) ধাতুর আদিস্থিত অ স্থানে আ,

জ্বল্—জ্বাল্; জ্বালে, জ্বালিল ইত্যাদি।

চল্—চাল্; চালে, চালিল ইত্যাদি।

(৩) দ্বিতীয় প্রকারের প্রযোজক ধাতুর পুনরায় প্রযোজক রূপ হয়। যথা,—

ফল পড়ে, সে ফল পাড়ে, সে ফল পাড়ায়।

বাতি জ্বলে, সে বাতি জ্বালে, সে বাতি জ্বালায়।

২২৫। **অকর্ম্মক ক্রিয়া প্রযোজক রূপে সকর্ম্মক হয়** যথা,—মা ছেলেকে শোওয়াইয়াছেন।

২২৬। **সকর্ম্মক ক্রিয়া প্রযোজক রূপে দ্বিকর্ম্মক হয়।** যথা,—মা ছেলেকে ভাত খাওয়াইতেছেন।

২২৭। **প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুরূপ**

করা ধাতু, সাধু ভাষা

নির্দ্দেশ ভাব।

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান	করাই	করা'স্	করাও	করায়	করান
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	করাই-তেছি	করাই-তেছিস্	করাই-তেছ	করাই-তেছে	করাই-তেছেন
অনদ্যতন অতীত	করাই-য়াছি	করাই-য়াছিস্	করাই-য়াছ	করাই-য়াছে	করাই-য়াছেন
অদ্যতন "	করাইলাম	করাইলি	করাইলে	করাইল	করাইলেন

কাল	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
পরোক্ষ অতীত	করাইয়া-ছিলাম	করাইয়া-ছিলি	করাইয়া-ছিলে	করাইয়া-ছিল	করাইয়া-ছিলেন
অসম্পন্ন "	করাইতে-ছিলাম	করাই-তেছিলি	করাই-তেছিলে	করাই-তেছিল	করাইতে-ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত "	করাইতাম	করাইতিস্	করাইতে	করাইত	করাইতেন
ভবিষ্যৎ	করাইব	করাইবি	করাইবে	করাইবে	করাইবেন

আদেশ ভাব

	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
বর্ত্তমান		করা	করাও	করা'ক	করা'ন
ভবিষ্যৎ					

কথ্য ভাষা

	আমি	তুই	তুমি	সে	তিনি
বিশুদ্ধ বর্ত্তমান	করাচ্ছি	করাচ্ছিস্	করাচ্ছ	করাচ্ছে	করাচ্ছেন
অনদ্যতন অতীত	করিয়েছি	করিয়েছিস	করিয়েছ	করিয়েছে	করিয়েছেন
অদ্যতন "	করালাম	করালি	করালে	করালে	করালেন
পরোক্ষ "	করিয়েছিলাম	করিয়েছিলি	করিয়েছিলে	করিয়েছিল	করিয়েছিলেন
অসম্পন্ন "	করাচ্ছিলাম	করাচ্ছিলি	করাচ্ছিলে	করাচ্ছিল	করাচ্ছিলেন
নিত্যপ্রবৃত্ত "	করাতাম	করাতিস্	করাতে	করাত	করাতেন
ভবিষ্যৎ "	করাব	করাবি	করাবে	করাবে	করাবেন
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা		করাক্	করায়ো		

অন্যকালে সাধুভাষার ন্যায়। উত্তমপুরুষে -লাম, -তাম স্থানে বিকল্পে -লুম, -তুম বা -লেন, -তেম হয়।

সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়া

(Transitive and Intransitive Verbs)

৩২৮। নিম্নলিখিত দুইটা বাক্য লক্ষ্য কর—

(১) যদু গিয়াছে।

(২) বশীর ভাত খাইয়াছে।

প্রথম বাক্যে "গিয়াছে" ক্রিয়ার কোন কর্ম্ম নাই। দ্বিতীয় বাক্যে "খাইয়াছে" ক্রিয়ার কর্ম্ম "ভাত"। "গিয়াছে" অকর্ম্মক ক্রিয়া, "খাইয়াছে" সকর্ম্মক ক্রিয়া।

ক। **যে ক্রিয়ার কোন কর্ম্ম নাই, তাহা অকর্ম্মক (Intransitive)।**

খ। **যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহা সকর্ম্মক (Transitive)।**

গ। **ক্রিয়া অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ভেদে দুই প্রকার।**

৩২৯। "শিক্ষক ছাত্রকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।" এই বাক্যে "জিজ্ঞাসা-করিলেন" এই মিশ্র-ক্রিয়ার কর্ম্ম (১) ছাত্রকে, (২) প্রশ্ন।

যে ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্ম্মক বলে।

৩৩০। জিজ্ঞাসার্থক, কথনার্থক ও লিখনার্থক ধাতু এবং দে (দানার্থে নহে) প্রভৃতি ধাতু দ্বিকর্ম্মক। যথা,—

মা ছেলেকে গল্প বলিতেছিলেন। তুমি আমাকে পত্র লিখিও।

গৃহস্থ ধোপাকে কাপড় দিতেছে। বিচারক চোরকে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

৩৩১। **দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত যে কর্ম্ম প্রধান ভাবে অন্বিত হয়, তাহা প্রধান বা মুখ্য কর্ম্ম (Direct Object); আর যাহা অপ্রধান ভাবে অন্বিত হয়, তাহা অপ্রধান বা গৌণ কর্ম্ম (Indirect Object)।** সাধারণতঃ মুখ্য কর্ম্ম প্রাণিবাচক এবং গৌণ কর্ম্ম বস্তুবাচক হয়। যথা,—

মা ছেলেকে গল্প বলিতেছিলেন। এই বাক্যে "ছেলেকে" গৌণ কর্ম্ম এবং "গল্প" মুখ্য কর্ম্ম।

৩৩২। কখনও কখনও অকর্ম্মক ক্রিয়ার সমজাতীয় শব্দ তাহার কর্ম্ম (**Cognate Object**) হয়। যথা,—

সে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল। শিক্ষক ছাত্রটীকে বড় মার মারিয়াছেন। বিধাতা কি খে'লাই খেলিয়াছেন!

দ্রষ্টব্য। "গান গাও", "খাবার খাও" ইত্যাদি স্থলে "গান", "খাবার" সমজাতীয় কর্ম্ম নয়, কে'ননা "গা", "খা" ধাতু সকর্ম্মক।

বাচ্য-পরিবর্ত্তন (Change of Voice)

৩৩৩। (১) সে একটা ভাল কাজ করিতেছে।

(২) তাহাদ্বারা একটা ভাল কাজ করা হইতেছে।

এই দুইটী বাক্য একই মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রথম বাক্যের ক্রিয়াদ্বারা কর্ত্তার বিষয় প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হইয়াছে। এই জন্য ইহা কর্ত্তৃবাচ্য। অতএব

(ক) **যে ক্রিয়াদ্বারা কর্ত্তা প্রধানরূপে বাচ্য হয়, তাহা কর্ত্তৃবাচ্য (Active Voice)।**

দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াদ্বারা কর্ম্মের বিষয় প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হইয়াছে। এই জন্য ইহা কর্ম্মবাচ্য। অতএব

(খ) **যে ক্রিয়াদ্বারা কর্ম্ম প্রধানরূপে বাচ্য হয়, তাহা কর্ম্মবাচ্য (Passive Voice)।**

৩৩৪। (১) তুমি কোথায় যাইতেছ?

(২) তোমার কোথায় যাওয়া হইতেছে?

এখানে প্রথম বাক্যটীতে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যটীতে ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার অর্থ বা ভাব প্রধানরূপে বলা (বাচ্য) হইয়াছে। এই জন্য ইহা ভাববাচ্য। অতএব

যে ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার ভাব প্রধানরূপে বাচ্য হয়, তাহা ভাববাচ্য।

৩৩৫। (১) রাত্রিতে বাঁশীর শব্দ ভাল শুনা যায়।

(২) রাত্রিতে বাঁশীর শব্দ ভাল শুনায়।

এই স্থলে প্রথম বাক্যটীতে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যটীতে প্রথম বাক্যটীর ঠিক ঠিক অর্থ না বুঝাইয়া কিছু বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এখানে 'শুনায়' ক্রিয়ার কর্ম্ম "শব্দ" কোন মনুষ্য কর্ত্তার যত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধ হইতেছে। এইজন্য ইহা কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য। অতএব

যে স্থলে ক্রিয়ার কর্ম্ম কোন মনুষ্য-কর্ত্তার যত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে সিদ্ধ হয়, তাহাকে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য (Passive-Active Voice) বলে।

৩৩৬। **কর্ত্তৃবাচ্যে** ক্রিয়া সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক দুইই হইতে পারে।

৩৩৭। **কর্ম্মবাচ্য ও কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য** কেবল সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে গঠিত হয়।

৩৩৮। **ভাববাচ্য** কেবল অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে গঠিত হয়।

৩৩৯। **কর্ত্তৃবাচ্যে** কর্ত্তায় প্রথমা ও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। **কর্ম্মবাচ্যে** কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন "দ্বারা" "কর্ত্তৃক" শব্দ যুক্ত হয় এবং হওয়া, পড়া বা যাওয়া ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য—শিশু চন্দ্র দেখিতেছে।
কর্ম্মবাচ্য—শিশু কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি ফুল তুলিয়াছি।
কর্ম্মবাচ্য—আমাদ্বারা (আমাকর্ত্তৃক) ফুল তোলা হইয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—চৌকিদার চোর ধরিল।
কর্ম্মবাচ্য—চৌকিদার কর্ত্তৃক চোর ধরা পড়িল।

কর্ত্তৃবাচ্য—সকলে সাধারণতঃ ইহা দে'খে।
কর্ম্মবাচ্য—সাধারণতঃ ইহা দে'খা যায়।

৩৪০। **কর্ম্মবাচ্যে প্রায় কর্ত্তা উহ্য থাকে।** যথা,—

যুদ্ধে বহুলোক নিহত হয় (শত্রুকর্ত্তৃক)। মিথ্যাবাদী সর্ব্বদা ঘৃণিত হয় (সকলের দ্বারা)। চোর ধরা পড়িয়াছে (পুলিশের দ্বারা)। কি করা হইতেছে (তোমাদ্বারা)?

৩৪১। **ভাববাচ্যে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং হওয়া ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়।** যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি যাইতেছি।
ভাববাচ্য—আমার যাওয়া হইতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি রাত্রে শুই নাই।
ভাববাচ্য—আমার রাত্রে শোওয়া হয় নাই।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি যাইব।
ভাববাচ্য—আমার যাওয়া হইবে।

৩৪২। **কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্ম কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হয়।** যথা,—

আকাশে মেঘ করিয়াছে। আমার মাথা ধরিয়াছে। মোটা কাপড় শীঘ্র ছিঁড়ে না।

৩৪৩। **বাচ্য-পরিবর্ত্তনে ক্রিয়ার কাল পরিবর্ত্তিত হয় না।** যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি আম খাইয়াছি।
কর্ম্মবাচ্য—আমার (বা আমাকর্ত্তৃক) আম খাওয়া হইয়াছে।

কর্ম্মবাচ্য—আমি সেখানে গিয়াছিলাম।
ভাববাচ্য—আমার সেখানে যাওয়া হইয়াছিল।

৩৪৪। **বাচ্য পরিবর্ত্তনে ক্রিয়ার ভাব (Mood) পরিবর্ত্তিত হয় না।** যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য—একটী গান কর।
কর্ম্মবাচ্য—একটী গান করা হউক।

কর্ত্তৃবাচ্য—সে যে'ন শীঘ্র আসে।
ভাববাচ্য—তাহার যে'ন শীঘ্র আসা হয়।

৩৪৫। **বাচ্য-পরিবর্ত্তনে বাক্যের (সরল, যৌগিক বা জটিল) প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় না।** যথা,

কর্ত্তৃবাচ্য—বরং আমরা চিরদরিদ্র থাকিব, তবু চুরি করিব না।
কর্ম্মবাচ্য—বরং আমাদের চিরদরিদ্র থাকা হইবে, তবুও আমাদের (বা আমাদের কর্ত্তৃক) চুরি করা হইবে না।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি জানি তুমি কি জন্য আসিয়াছ।
কর্ম্মবাচ্য—আমার জানা আছে তোমার কি জন্য আসা হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। ভাববাচ্য ও কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্যে ক্রিয়াগুলির বাচ্য নির্ণয় কর,—

(ক) দুর্বৃত্তেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। (খ) দস্যুরাজ তখন তাঁহাকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিতে অনুমতি করিল। (গ) লক্ষ্মণ সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন। (ঘ) অনন্ত কালেও তাঁহার সমুদয় শুভাবহ কৌশল গণিত ও বর্ণিত হইবার নয়। (ঙ) প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুল্‌তানাগণের অন্তঃপুর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যগুলিকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তিত কর এবং কর্ত্তৃবাচ্যকে যথাসম্ভব অন্য বাচ্যে পরিবর্ত্তিত কর।

উপসর্গ, ও তাহার প্রয়োগ (Prefixes And Their Uses)

৩৪৬। **প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্ব্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে। ইহাদিগকে উপসর্গ বলে।**

সংস্কৃত উপসর্গগুলি এই—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

কখনও কখনও একাধিক উপসর্গ একত্র ব্যবহৃত হয়। যথা—সম্প্রদান (সম্—প্র); সমভিব্যাহার (সম্—অভি—বি—আ)

সংস্কৃত ভিন্ন কতকগুলি উপসর্গ বাঙ্গালা শব্দে ব্যবহৃত হয়। যথা—বে, গর, অন, অনা, আ, হা, না, নি, লা, ব, ফি, বদ্।

দ্রষ্টব্য। অ (নঞর্থ) এবং কু এই দুইটি উপসর্গমধ্যে পরিগণিত না হইলেও বাঙ্গালা ব্যাকরণে ইহাদিগকে উপসর্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। "সুসময়" এই স্থানে যদি "সু" উপসর্গ হয়, তবে 'অসময়" এবং "কুসময়" এই দুই শব্দে "অ" এবং "কু" কে'ন উপসর্গ হইবে না ?

৩৪৭। সংস্কৃত উপসর্গ

উপসর্গ	প্রধান অর্থ	উদাহরণ
প্র	প্রকর্ষ	প্রণাম, প্রভাত, প্রমাণ, প্রচলন।
পরা	বৈপরীত্য	পরাজিত, পরাভব।
অপ	বৈপরীত্য	অপকর্ম্ম, অপযশ, অপমান, অপকার।
সম্	সম্যক্‌রূপ	সংযম, সংস্কার, সংহার, সংযোগ।

উপসর্গ	প্রধান অর্থ	উদাহরণ
নি	নিষেধ, নিশ্চয়	নিগূঢ়, নিচয়, নিবৃত্তি, নিগ্রহ।
অনু	পশ্চাৎ	অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুগমন।
অব	অনাদর, নিশ্চয়	অবরোধ, অবজ্ঞা, অবকাশ।
নির্	অভাব	নিরগ্নি, নিরঞ্জন, নিরালয়, নিরাশ।
দুর্	অভাব	দুর্ব্বল, দুর্ভাগ্য, দুর্ম্মতি, দুর্ব্বিনীত।
বি	বিশেষ, বৈপরীত্য	বিদীর্ণ, বিনাশ, বিনম্র, বিস্মৃতি, বিবর্ণ।
অধি	আধিপত্য	অধিরাজ, অধিকার, অধিষ্ঠান, অধিপতি।
সু	উত্তম	সুকর, সুকর্ম্মা, সুগন্ধ, সুনয়ন।
উৎ	ঊর্দ্ধ	উৎপাটন, উৎসর্জ্জন, উৎক্ষেপ, উৎপতিত।
পরি	আতিশয্য	পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিত্যাগ, পরিশুষ্ক।
প্রতি	সাদৃশ্য, বাপ্সা	প্রতিধ্বনি, প্রতিদান, প্রতিনিধি, প্রতিদিন
অভি	সর্ব্বতোভাব	অভিজ্ঞ, অভিনব, অভিনিবিষ্ট, অভ্যাস।
অতি	আতিশয্য	অতিগন্ধ, অতিদান, অতিবৃষ্টি অতিভক্তি।
অপি	সমুচ্চয়	অপিধান।
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপনীত, উপপদ।
আ	ঈষৎ, অবধি	আরক্ত, আভাষ, আসমুদ্র, আকর্ণ।

উপসর্গের সহিত কয়েকটী ধাতু ঃ—

কৃ ধাতু (করা) প্রকার, অপকার, সংস্কার, বিকার, অধিকার, প্রতিকার, উপকার, আকার।

লপ্ ধাতু (বলা) প্রলাপ, অপলাপ, বিলাপ, আলাপ।

দা ধাতু (দেওয়া) প্রদান, সম্প্রদান, আদান, প্রতিদান, অপাদান, উপাদান, নিদান।

৩৪৮। বাঙ্গালা উপসর্গ

উপসর্গ	প্রধান অর্থ	উদাহরণ
বে	বিপরীত	বেচাল, বেতাল, বেহাল, বেসামাল।
গর	”	গরমিল, গরহাজির।
অন্	অভাব	অনসেলাই।
অনা	”	অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, অনামুখো।
আ	”	আলুনি, আদেখা, আকাল, আকাঁড়া।
হা	”	হাভাত, হাঘরে।
না	”	নামঞ্জুর, নাচার।
নি	”	নিখুঁত, নিভাঁজ।
লা	”	লাওয়ারিশ, লাখিরাজ, লাদাবি।
ব	সহিত	বমাল, বকলম, বনাম।
ফি	প্রত্যেক	ফি-সন, ফি-মণ, ফি-রোজ।
বদ	মন্দ	বদরাগী, বদহজম, বদনাম।

উদাহরণ

দেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় আকাল হইয়াছে। তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে। সে অত্যন্ত বেহিসাবী লোক। চোরটা বমাল ধরা পড়িয়াছে। সেনাপতি পরাজয়ের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। তাহার বিবর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখীকে অবজ্ঞা করিও না। উপকারীর অপকার করা মহাপাপ। অতিভোজনে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। মেয়েটী নিখুঁত সুন্দরী।

অব্যয়

৩৪৯। (১) নদী হইতে জল আন।

(২) তকী ও নকী একসঙ্গে খে'লা করে।

(৩) হায়! পাপীর কি দুঃখ।

প্রথম বাক্যে "হইতে" এই অব্যয়ের দ্বারা অপাদান কারক নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে 'হইতে' **কারক-অব্যয়।**

দ্বিতীয় বাক্যে 'ও' এই অব্যয় দ্বারা "তকী" "নকী" এই দুইটী পদ যুক্ত হইয়াছে। অতএব 'ও' **যোজক-অব্যয়।**

তৃতীয় বাক্যে "হায়" এই অব্যয়টী বাক্য হইতে পৃথক্ একাকী বসিয়াছে। ইহা **একক-অব্যয়।** অতএব

অব্যয়গুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) **কারক-অব্যয়,** (২) **যোজক-অব্যয়,** (৩) **একক-অব্যয়।**

৩৫০। **যে অব্যয়গুলি দ্বারা কারক সূচিত হয়, তাহাকে কারক-অব্যয় বলে।** যথা,—

গাছ **হইতে**; ছুরি **দিয়া**; আমার **চেয়ে**; বালক **দ্বারা**। এখানে "হইতে", "দিয়া", "চেয়ে", "দ্বারা" এই চারিটী কারক-অব্যয়।

৩৫১। **যে অব্যয় দুইটী পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে, তাহাকে যোজক-অব্যয় বলে।**

৩৫২। "যদু-বাবুর বড় ছেলে চাকরী করে এবং ছোটটী স্কুলে পড়ে"। এই বাক্যে "এবং" যোজক-অব্যয়; ইহা দুইটী স্বাধীন

বাক্যকে যুক্ত করিতেছে। এইজন্য ইহাকে 'স্বাধীন যোজক-অব্যয়' বলে। "ভিখারীটী এইরূপ দে'খাইতে লাগিল যে'ন সে অত্যন্ত পীড়িত।" এখানে "যে'ন" অব্যয়; ইহা "সে অত্যন্ত পীড়িত" এই অধীন বাক্যকে "ভিখারী এরূপ দে'খাইতে লাগিল" এই বাক্যের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ইহা 'অধীন যোজক-অব্যয়'। অতএব

যোজক-অব্যয়গুলি 'স্বাধীন যোজক-অব্যয়' এবং 'অধীন যোজক-অব্যয়' ভেদে দুই প্রকার।

৩৫৩। স্বাধীন যোজক-অব্যয়কে এই চা'রি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) **যাহা দুইটী বাক্যকে সংযুক্ত করে, তাহাকে সংযোজক অব্যয় বলে।** যে'মন—রাম **এবং** যদু বাড়ী গিয়াছে। সংযোজক অব্যয়গুলি এই—এবং, ও, আর।

(২) **যাহা দুইটী বাক্যের মধ্যে অর্থের সঙ্কোচ করে, তাহাকে সঙ্কোচক অব্যয় বলে।** যেমন—সে স্কুলে যায়; **কিন্তু** লেখাপড়ায় মন দে'য় না। সঙ্কোচক অব্যয়গুলি এই— কিন্তু, পরন্তু, বরং।

(৩) **যাহা দুইটী বাক্যের মধ্যে বিকল্প সূচনা করে, তাহাকে বিকল্পবাচক অব্যয় বলে।** যে'মন—**হয়** আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, **নয়** আমি আর পড়িব না। বিকল্পবাচক অব্যয়গুলি এই - বা, কিংবা, অথবা।

(৪) **যাহা দুইটী বাক্যের মধ্যে বসিয়া হেতু বা কারণ বুঝায়, তাহাকে হেতুবাচক অব্যয়**

বলে। যে'মন—তিনি সৎ লোক ; সুতরাং সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে ; হেতুবাচক অব্যয়গুলি এই— সুতরাং, কে'ননা, অতএব, যেহেতু।

৩৫৪। **অধীন যোজক-অব্যয়গুলি** নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।—

(১) **তুলনা।** যে'মন—সে **যে'মন** লম্বা, **তে'মন** আর কাহাকেও দে'খা যায় না।

(২) **কারণ।** যে'মন—আমি তাহাকে পছন্দ করি না, **যেহেতু** সে গর্ব্বিত।

(৩) **সময়।** যে'মন—**যখন** সূর্য্য উঠে, অন্ধকার দূর হইয়া যায়।

(৪) **পরিণাম।** যে'মন—**যে'মন** কষ্ট করিবে, **তে'মন** ফল পাইবে।

(৫) **বৈপরীত্য।** যে'মন—**যত** গর্জ্জে, **তত** বর্ষে না।

(৬) **প্রকার।** যে'মন—দাড়াও **যে'ন** পড়িয়া যাইও না।

(৭) **কার্য্যকারণ।** যে'মন—যদি বৃষ্টি হয়, **তবে** যাইব না।

(৮) **সমানার্থে।** যে'মন আমি জানি **যে** সে চোর।

৩৫৫। **একক-অব্যয়গুলি** নানাবিধ অর্থ সূচনা করে।—

(১) আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় ইত্যাদি **আবেগসূচক।** যথা,—বাঃ! ফলটা কি সুন্দর! **হায়!** আমার কি কষ্ট! **কি!** সে চোর?

(২) **সম্বোধন-সূচক।** যথা,—**হে, গো, লো, আয়, রে, ও, ওহে,** ইত্যাদি।

(৩) **নিশ্চয়ার্থে।** যথা,—তিনি**ই** ইহা করিয়াছেন।

(৪) **অতিরিক্ত অর্থে।** যথা,—যদু**ও** ইহা জানে, অর্থাৎ অন্যে ইহা জানে এবং তাহাদের অতিরিক্ত যদু ইহা জানে।

(৫) **জিজ্ঞাসা-সূচক**। যথা সে **কি** ইহা জানে?

(৬) **বাক্য পূরণে**। যথা,—তুমি **ত** ভাল আছ? সে যে কিছু খায় না। আমি জানি না **ক**।

(৭) **অনুরোধার্থে**। যথা,—আমাদের কিছু দাও **না**।

(৮) **অনুকারক অব্যয়**। যথা,—**টস্‌টস্, টগ্‌বগ্, ধুপধাপ, কুল্‌কুল্, শন্‌শন্** ইত্যাদি।

ইহা ভিন্ন আরও অনেক অর্থে একক অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন

(ক) তিনটী করিয়া উদাহরণ দাও :—

(১) সংযোজক অব্যয়; (২) সঙ্কোচক অব্যয়; (৩) কারক-অব্যয়; (৪) একক-অব্যয়।

(খ) অধীন যোজক অব্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাইয়া পাঁচটী বাক্য রচনা কর।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটী লইয়া কতকগুলি বাক্য রচনা কর।—অধিকন্তু, নচেৎ, সুতরাং, তাই।

(ঘ) বাক্যরচনা দ্বারা একক-অব্যয়ের নানাবিধ প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

বিভিন্ন পদরূপে একই শব্দের ব্যবহার
(Use of the Same Words as Different Parts of Speech.)

৩৫৬। একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি বিবিধ পদরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আপন—

বিশেষ্য—আপন চেয়ে পর ভাল।

বিশেষণ—আপন ভাল পাগলেও বুঝে।

ভাল—

বিশেষ্য—তিনি আমার ভাল করিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

বিশেষণ—ভাল ছেলে কাহাকেও গালি দে'য় না।

ক্রিয়া-বিশেষণ—এই ঘোড়াটা ভাল দৌড়াইতে পারে।

বৃদ্ধ—

বিশেষ্য—বৃদ্ধকে সম্মান করা উচিত।

বিশেষণ—বৃদ্ধ লোকটিকে একটু জল দাও।

মন্দ—

বিশেষ্য—অসৎ ব্যক্তি পরের মন্দ কামনা করে।

বিশেষণ—মন্দ বালক ছুটাছুটি করিয়া বে'ড়ায়।

ক্রিয়া-বিশেষণ—আজকাল তাহার অবস্থা মন্দ যাইতেছে।

ঘন—

বিশেষণ—ঘন দুধ খাইতে সুস্বাদু।

ক্রিয়া-বিশেষণ—সে ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল।

কুশল—

বিশেষ্য—মাতাপিতা সন্তানের কুশল কামনা করেন।

বিশেষণ—তিনি রাজনীতিতে কুশল।

সাধু—

বিশেষ্য—সাধুগণ সর্ব্বদা পরের উপকার করিয়া থাকেন।

বিশেষণ—তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

অব্যয়—তাঁহার কথা শুনিয়া সভা মধ্যে "সাধু" "সাধু" রব উঠিল।

পড়া—

বিশেষ্য—সে প্রত্যহ তাহার পড়া শিখে।

বিশেষণ—পড়া বই বার বার পড়িতে ভাল লাগে না।

নীল—

বিশেষ্য—আজকাল নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে।

বিশেষণ—নীল আকাশে চাঁদ শোভা পাইতেছে।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিভিন্ন পদে ব্যবহার কর :—

টান, শেষ, ভাল, গত, অল্প, দে'খা, পোষা, মিথ্যা।

পদপরিচয় (Parsing)

৩৫৭। প্রথমে পদটী বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, কিংবা অব্যয় তাহা বলিবে।

৩৫৮। বিশেষ্য হইলে (ক) তাহা ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ কিংবা ক্রিয়াবাচক তাহা বলিবে। (খ) তৎপরে কি লিঙ্গ তাহা বলিবে।

(গ) তৎপরে কোন্ পুরুষ, (ঘ) তৎপরে কি বচন, (ঙ) তৎপরে কি কারক বা পদ বলিবে। (চ) তৎপরে কাহার সহিত অন্বিত তাহা বলিবে।

৩৫৯। বিশেষণ হইলে (ক) তাহা গুণবাচক, অবস্থাবাচক, সংখ্যাবাচক কিংবা ক্রিয়াবাচক তাহা বলিবে। (খ) তৎপরে বিশেষ্যের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ কিংবা বিধেয় বিশেষণ তাহা বলিবে। (গ) তৎপরে কাহাকে বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে তাহা বলিবে। (ঘ) তৎপরে কি লিঙ্গ বলিবে।

৩৬০। সর্ব্বনামগুলি কখনও বিশেষ্য-রূপে এবং কখনও বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য হইলে উহা কাহার পরিবর্ত্তে বসিয়াছে বলিবে। তৎপরে বিশেষ্যের ন্যায় পদ-পরিচয় দিবে। বিশেষণ হইলে কাহার বিশেষণ তাহা বলিবে।

৩৬১। ক্রিয়া পদ হইলে (ক) উহা সমাপিকা কি অসমাপিকা বলিবে। (খ) তৎপরে অকর্ম্মক, সকর্ম্মক কি দ্বিকর্ম্মক বলিবে। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্ম কি বলিবে। দ্বিকর্ম্মক হইলে গৌণ কর্ম্ম ও মুখ্য কর্ম্ম কি তাহা বলিবে। (গ) তৎপরে ভাব, (ঘ) কাল, (ঙ) পুরুষ, (চ) বচন ও (ছ) কাহার সহিত অন্বিত তাহা বলিবে। অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল ও ভাব নাই।

৩৬২। অব্যয় হইলে তাহা যোজক-অব্যয় (Conjunction) কি কারক-অব্যয় (Case-affix) কি একক-অব্যয় (Particles or Interjections) তাহা বলিবে। যোজক-অব্যয় কাহাকে সংযুক্ত করিতেছে তাহা বলিবে। কারক-অব্যয় হইলে কি কারক সূচিত করিতেছে এবং কোন্ শব্দের সহিত অন্বিত তাহা বলিবে।

উদাহরণ

হে বালকগণ! তোমরা সর্ব্বদা সত্য কথা বলিও।

হে—একক অব্যয়।

বালকগণ—জাতিবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, সম্বোধন পদ।

তোমরা—সর্ব্বনাম, বালকগণ এই পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। পুংলিঙ্গ. মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, কর্ত্তৃকারক, "বলিও" ক্রিয়ার কর্ত্তা।

সর্ব্বদা—ক্রিয়া-বিশেষণ, "বলিও" ক্রিয়াকে বিশেষ করিতেছে।

সত্য—গুণবাচক বিশেষণ, "কথা" এই বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করিতেছে। স্ত্রীলিঙ্গ।

কথা—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, এ'ক বচন, কর্ম্মকারক, "বলিও" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

বলিও—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক, "কথা" ইহার কর্ম্ম, অনুজ্ঞা ভাব, ভবিষ্যৎ কাল, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, "তোমরা" এই কর্ত্তৃকারকের সহিত অন্বিত।

সমাস ও তাহাদের প্রয়োগ
(Compound Words and Their Uses)

৩৬৩। **রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনে গমন** করিলেন—এই বাক্যের পরিবর্ত্তে **রামলক্ষ্মণ সীতা-সহ বনগমন** করিলেন, এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। এখানে কয়েকটী অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট পদ লইয়া এক একটী পদ করা হইয়াছে।

ক) পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদকে লইয়া একটী পদ করার নাম সমাস।

(খ) সমাসযুক্ত পদের নাম সমস্তপদ।

(গ) যে সকল পদ লইয়া সমাস হয়, তাহাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে।

(ঘ) সমস্ত পদকে ভাঙ্গিয়া যে বাক্যাংশ করা হয়, তাহার নাম সমাসবাক্য।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে রামলক্ষ্মণ, সীতাসহ, বনগমন, এই তিনটী সমস্তপদ। রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত, বনেগমন, এই তিনটী সমাস বাক্য। রামলক্ষ্মণ, এই সমস্তপদের রাম, লক্ষ্মন এই দুইটী সমস্যমান পদ।

৩৬৪। সাধারণতঃ সমাসে শেষ পদে কারকবিভক্তি থাকে।

৩৬৫। সমাস সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব

৩৬৬। চন্দ্র ও সূর্য্য = চন্দ্রসূর্য্য ; ফল ও মূল = ফলমূল ; রামকে আর লক্ষ্মণকে = রামলক্ষ্মণকে ; স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে = স্বর্গমর্ত্ত্যে ; স্ত্রীর, পুত্রের এবং কন্যার = স্ত্রীপুত্রকন্যার। এখানে স্বাধীন সংযোজক অব্যয়দ্বারা যুক্ত সমানবিভক্তিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদ লইয়া সমাস করা হইয়াছে এবং সমস্তপদে প্রত্যেক সমস্যমান পদের প্রাধান্য আছে। অতএব

যে সমাসে সমানবিভক্তিবিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্য পদ এরূপে মিলিত হয় যে প্রত্যেক সমস্যমান পদের প্রাধান্য থাকে, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

চন্দ্রসূর্য্য, ফলমূল ইত্যাদি পদগুলি দ্বন্দ্ব সমাসদ্বারা নিষ্পন্ন। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ যোড়া (pair)।

৩৬৭। **দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণতঃ অল্পস্বরবিশিষ্ট শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

নর-বানর, তাল-তমাল, গুরু-পুরোহিত, কীট-পতঙ্গ, গঙ্গা-যমুনা, ইত্যাদি।

৩৬৮। **হ্রস্ব-অকারান্ত শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—নদনদী, দাসদাসী, লালকাল, জলবায়ু, মাছমাংস, ঝড়বৃষ্টি, ডালপালা, শিবদুর্গা, সুখদুঃখ, চালচুলা, বরকন্যা, জলকাদা, চুনকালি, গোঁপদাড়ি, পাপপুণ্য, হাতপা, দেশগাঁ, দুধঘি, পিতলকাঁসা, বাপমা, বউঝি, ইত্যাদি।

৩৬৯। **সমানস্বরবিশিষ্ট দুই শব্দের মধ্যে স্বরাদি শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—আমজাম, ইটকাঠ, উঁচুনীচু, আবুড়াখাবুড়া, আদবকায়দা, আইনকানুন, ইত্যাদি।

৩৭০। **দুইটী সমানস্বরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে আকারান্ত শব্দ পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

সাদাকাল, চুনাপুঁঠি, খোকাখুকী, ছোরাছুরী, গোলাগুলি, রাজারাণী, বুড়াবুড়ী, তালাচাবি, ধুলাবালি, টাকাকড়ি, ইত্যাদি।

৩৭১। **দুইটী সমানস্বরবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে উকার বা ওকার-যুক্ত শব্দ পরে বসে।** যথা,—

নাকমুখ, নখচুল, ঢেঁকিকুলা, হাতীঘোড়া, পাঁজিপুঁথি, মণিমুক্তা, আগাগোড়া, সাদাকালো, লম্বাচওড়া, কালাবোবা, কলামূলা, লাঠিসোঁটা,

ছেলেপুলে, ঘরদোর, গাড়ীঘোড়া, কানাখোঁড়া, দে'থাশোনা, হ্যাটকোট, খে'লাধূলা, কানা ঘুষা, ইত্যাদি।

৩৭২। **দুইটী সমানস্বরবিশিষ্ট ওকারযুক্ত ও উকারযুক্ত শব্দের মধ্যে উকারযুক্ত শব্দ পরেবসে।** যথা,—চোখমুখ. সোনারূপা, ওলাউঠা।

৩৭৩। **সম্মানবাচক শব্দও পূর্ব্বে বসে।** যথা, দেবদৈত্য, ব্রাহ্মণশূদ্র, স্বামীস্ত্রী, পতিপত্নী, স্বর্গমর্ত্ত্য, রাজাপ্রজা, ইত্যাদি।

৩৭৪। **কোন কোন দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের স্থান অপরিবর্ত্তনীয়।** যথা,—

পথঘাট, মুনিঋষি. লোকজন, ধনজন, খাওয়াপরা, নাচগান, লেনদেন, পিতামাতা, দয়ামায়া, ছেলেমেয়ে, মাছশাক, লালনীল, বে'চাকেনা, নাককান, আগুনজল, ননদভাজ, মোটাতাজা, গোলমাল, পশুপক্ষী, ছুরিকাঁচি, ছোটবড়, দুঃখকষ্ট, দোয়াতকলম, কুকুরবিড়াল, সরুমোটা, হাসিকান্না, হাসিঠাট্টা, খালবিল, নদীনালা, হাড়মাংস, রক্তমাংস, মাসীপিসী, ঘটীবাটী, রোগশোক, পাপতাপ, চালডাল, ইত্যাদি।

৩৭৫। বাঙ্গালা দ্বন্দ্ব সমাসে কখনও কখনও 'স্বাধীন সংযোজক অব্যয়' লোপ হয় না। ইহাকে 'অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস' বলা যাইতে পারে। যথা,—

"তপ্ত **ধূলি ও বালুকাতে** দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে" (বিদ্যাসাগর)। "যে আপন মঙ্গলের নিমিত্ত **স্বজাতীয় ও আত্মীয়দিগের** সর্ব্বনাশ করিতে পারে" (ঐ)।

তৎপুরুষ

৩৭৬। কালকে প্রাপ্ত = কালপ্রাপ্ত ;
বজ্রদ্বারা আহত = বজ্রাহত ;
প্রজার জন্য হিত = প্রজাহিত ;
বৃক্ষ হইতে পতিত = বৃক্ষপতিত ;
ফুলের বাগান = ফুলবাগান ;
হস্তে স্থিত = হস্তস্থিত।

উল্লিখিত সমাসে পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হইয়া পর-পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝাইতেছে।

যে সমাসে পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হইয়া পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

৩৭৭। **পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ।** যথা,—

বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন। চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। ভয়কে প্রাপ্ত = ভয়প্রাপ্ত। মাকে হারা = মা-হারা। ইত্যাদি।

৩৭৮। **পূর্ব্বপদের তৃতীয়া বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা তৃতীয়া-তৎপুরুষ।** যথা,—

ঈশ্বরদ্বারা দত্ত = ঈশ্বরদত্ত। কষ্টদ্বারা সাধ্য = কষ্টসাধ্য। ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ = ভিক্ষালব্ধ। পদদ্বারা দলিত = পদদলিত। সুখে সেব্য = সুখসেব্য। মন দিয়া গড়া = মনগড়া। মধু দিয়া মাখা = মধুমাখা। ইত্যাদি।

৩৭৯। **পূর্ব্বপদের চতুর্থী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা চতুর্থী-তৎপুরুষ।** যথা,—

ব্রাহ্মণকে দেয়=ব্রাহ্মণদেয়। রণের জন্য সজ্জিত=রণ-সজ্জিত। সর্ব্বের জন্য হিত=সর্ব্বহিত, ইত্যাদি।

৩৮০। **পূর্ব্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা পঞ্চমী-তৎপুরুষ।** যথা,—

স্বর্গ হইতে চ্যুত=স্বর্গচ্যুত। র হইতে জাত=রজাত। ব্যাঘ্র হইতে ভীত=ব্যাঘ্রভীত। সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিলাত হইতে ফেরত= বিলাতফেরত। ইত্যাদি।

৩৮১। **পূর্ব্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা ষষ্ঠী- তৎপুরুষ।** যথা,—

নদীর জল=নদীজল। বন্ধুর গণ=বন্ধুগণ। ঠাকুরের বাড়ী=ঠাকুর-বাড়ী। ভাইয়ের পো (পুত্র)=ভাইপো। ধানের ক্ষেত=ধানক্ষেত। ঘোড়ার দৌড়=ঘোড়দৌড়। বন্ধুর সহিত=বন্ধুসহ। মাতার তুল্য= মাতৃতুল্য। ইত্যাদি।

ক। **সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে ষষ্ঠী- তৎ-পুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদে ঈকারান্ত (ইন্‌-প্রত্যয়ান্ত) পুংলিঙ্গ থাকিলে ইকারান্ত হয়, এবং তা-ভাগান্ত (তৃ- প্রত্যয়ান্ত) শব্দ থাকিলে তৃ- ভাগান্ত হয়।** যথা,—

জ্ঞানীর বৃন্দ=জ্ঞানিবৃন্দ। গুণীর গণ=গুণিগণ। পক্ষীর শাবক=

পক্ষিশাবক। স্বামীর গৃহ=স্বামিগৃহ। হস্তীর দন্ত=হস্তিদন্ত। মাতার ধন=মাতৃধন। পিতার গৃহ=পিতৃগৃহ। ভ্রাতার গণ=ভ্রাতৃগণ। ইত্যাদি। আধুনিক কোন কোন বিদ্বানের মতে বাঙ্গালা ভাষায় এই নিয়ম সকল স্থানে মানিবার প্রয়োজন নাই।

খ। **ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্ব পদের রাজা স্থানে রাজ হয়।** যথা,—

রাজার পুরুষ=রাজপুরুষ। রাজার বাড়ী=রাজবাড়ী। রাজার রাণী=রাজরাণী। ইত্যাদি।

৩৮২। **পূর্ব্ব পদে সপ্তমী বিভক্তির লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা সপ্তমী-তৎপুরুষ।** যথা,—

কার্য্যে কুশল=কার্য্যকুশল। রণে পটু=রণপটু। জুয়ায় চোর=জুয়াচোর। গাছে পাকা=গাছপাকা। ইত্যাদি।

৩৮৩। **তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদে না (নঞ্) অর্থবাচক অব্যয় থাকিলে, তাহাকে নঞ্-তৎপুরুষ বলে।** যথা,—

নয় ধর্ম্ম=অধর্ম্ম। নয় সুখ=অসুখ। নয় শিক্ষিত=অশিক্ষিত। নয় কেজো=অকেজো। নয় আদর=অনাদর। নয় ইচ্ছা=অনিচ্ছা। নয় এক=অনৈক্য। নয় হাজির=গরহাজির। নয় বন্দোবস্ত=বেবন্দোবস্ত। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে পর পদের আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলে অ এবং স্বরবর্ণ থাকিলে অন্ হয়। যথা,—অন্যায়, অধর্ম্ম, অনাচার, অনিচ্ছা, ইত্যাদি

কর্ম্মধারয়

৩৮৪। পরম যে ঈশ্বর=পরমেশ্বর; পূর্ণ এমন চন্দ্র=পূর্ণচন্দ্র; এখানে বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে সমাস হইয়াছে। দয়াই গুণ=দয়াগুণ; ঢাকাই নগরী=ঢাকানগরী; এখানে একার্থবোধক দুই বিশেষ্যের মধ্যে সমাস হইয়াছে। যেই শান্ত সেই শিষ্ট=শান্তশিষ্ট; যেই মিঠা সেই কড়া=মিঠাকড়া; এখানে দুই সমানবিভক্তিযুক্ত বিশেষণের মধ্যে সমাস হইয়াছে। এই-সকল উদাহরণে দে'খা যাইতেছে যে দুইটী সমস্যমান পদ সমানাধিকরণবিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণের ন্যায় বিভক্তিযুক্ত কিংবা একার্থ-বোধক।

সমানাধিকরণ-বিশিষ্ট দুই পদের যে সমাস তাহাকে কর্ম্মধারয় সমাস বলে।

৩৮৫। **কর্ম্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দস্থানে মহা, সখা স্থানে সখ, রাজা স্থানে রাজ আদেশ হয়।** যথা,—

মহাজন, মহারাজ, প্রিয়সখ, ইত্যাদি।

৩৮৬। **বহুব্রীহির ন্যায় কর্ম্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের পুংলিঙ্গের রূপ হয়।** যথা,—

মহতী যে শক্তি=মহাশক্তি। ক্ষীণা যে দৃষ্টি=ক্ষীণদৃষ্টি। ইত্যাদি।

৩৮৭। **উপমেয়ের সহিত উপমানের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া যেখানে উপমেয়ের অর্থের প্রাধান্য বুঝায়, তাহা উপমিত সমাস হয়।** যথা,—

মুখ (উপমেয়) চন্দ্রের (উপমান) ন্যায়=মুখচন্দ্র। পাদ (উপমেয়) পদ্মের (উপমান) ন্যায়=পাদপদ্ম। ইত্যাদি।

ক। **উপমানের সহিত সাধারণ ধর্ম্মের উপমিত সমাস হইতে পারে।** যথা,—

তুষারের (উপমান) ন্যায় ধবল (সাধারণ ধর্ম্ম)=তুষারধবল। শশের ন্যায় ব্যস্ত=শশব্যস্ত। ফুলের ন্যায় বাবু=ফুলবাবু। ইত্যাদি।

৩৮৮। **উপমেয়ের সহিত উপমানের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া যেখানে উভয়ের অভেদ কল্পনা করা হয়, তাহা রূপক সমাস।** যথা,—

শোক (উপমেয়) রূপ অনল (উপমান)=শোকানল। বিদ্যা (উপমেয়) রূপ ধন (উপমান)=বিদ্যাধন। চন্দ্র (উপমান) রূপ মুখ (উপমেয়)=চন্দ্রমুখ। ইত্যাদি।

৩৮৯। **সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া যে কর্ম্মধারয় সমাস হয় এবং যাহাতে সমাহার বুঝায়, তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে।** যথা,—দ্বি গোর সমহারে ক্রীত=দ্বিগু। ত্রি জগতের সমাহার=ত্রিজগৎ। পঞ্চ নদীর সমাহার=পঞ্চনদ। চারি রাস্তার সমাহার=চৌরাস্তা। ইত্যাদি। এককালে অনেক বস্তুর বোধকে সমাহার বলে।

ক। **দ্বিগু সমাসে কোন কোন অকারান্ত পরপদ ঈকারান্ত হয়।** যথা,—

শত অব্দের সমাহার=শতাব্দী। ত্রি লোকের সমাহার=ত্রিলোকী। পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী। ইত্যাদি।

বহুব্রীহি

৩৯০। বহু ব্রীহি (ধান্য) আছে যাহার = বহুব্রীহি। এখানে বহুব্রীহি শব্দে অনেক ব্রীহি না বুঝাইয়া, যাহার বহু ব্রীহি আছে এমন অন্য পদার্থ অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে।

যে সমাসে দুই পদ এরূপে মিলিত হয়, যে সমস্তপদদ্বারা ঐ দুই পদের অর্থের অতিরিক্ত অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি শব্দটী বহুব্রীহি সমাসের একটী দৃষ্টান্ত।

৩৯১। **বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদ প্রায় বিশেষণ (Adjective) হয়। কখন কখন সংজ্ঞা (Proper Noun) হইয়া থাকে।** যথা,—

হতভাগ্য, ধর্ম্মপ্রাণ, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, দুর্জ্জয়, পীতাম্বর (কৃষ্ণ), দশানন (রাবণ), নীলকণ্ঠ (শিব), বীণাপাণি (সরস্বতী), ইত্যাদি।

৩৯২। **বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ প্রায়ই পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

স্থিরচিত্ত, ক্ষুদ্রকায়, মহাত্মা, ইত্যাদি। কিন্তু মতিচ্ছন্ন, মাংসপ্রিয়, ইত্যাদি।

৩৯৩। **চলিত বাঙ্গালা ভাষায় বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ প্রায়ই পরে বসে।** যথা,—

মুখপোড়া, নাককাটা, আখমাড়া, ঘরপোড়া, পেটমোটা, গলাসরু, ইত্যাদি।

৩৯৪। **বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্ব পদ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়।** যথা,—

দুষ্টা মতি যাহার=দুষ্টমতি। অল্প বুদ্ধি যাহার=অল্পবুদ্ধি। ইত্যাদি।

৩৯৫। **বহুব্রীহি সমাসে শেষ পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, অকারান্ত হয়।** যথা,—

হতা আশা যাহার=হতাশ। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার=দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিঃ (নাই) দয়া যাহার=নির্দ্দয়। ইত্যাদি।

৩৯৬। **বহুব্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ স্থানে মহা হয়।** যথা,—মহাশয়, মহাশক্তি, ইত্যাদি।

৩৯৭। **বহুব্রীহি সমাসে সহ, সহিত ও সমান শব্দ স্থানে "স" হয়, "স" পূর্ব্বে বসে।** যথা,—

ফলের সহিত বা ফলসহ বর্ত্তমান যাহা=সফল। সমান জাতি যাহার=সজাতি; এরূপ সদয়, সোদর; ইত্যাদি।

৩৯৮। **খাটি বাঙ্গালা সমাসে দুই, তিন, চারি স্থানে যথাক্রমে দো (বা দু), তে, চৌ হয়।** যথা,—দোরসা, দোমনা, দুটানা (দোটানা), দুয়ানি (দোয়ানি), তেতালা, তেচোখো, চৌমালা, চৌকাট, ইত্যাদি।

৩৯৯। **বহুব্রীহি সমাসে ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ও ঋকারান্ত শব্দের উত্তর নিত্য ক প্রত্যয় হয়।** যথা,—

বিপত্নীক, বহুভ্রাতৃক, নদীমাতৃক, ইত্যাদি।

৪০০। **খাঁটি বাঙ্গালা বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যা, উপসর্গ, উপমান কিংবা বিশেষণ পূর্ব্বে বসিলে বিশেষ্যের উত্তর আ, ই ঈ,**

উয়া (ও), ইয়া (এ) প্রত্যয় হয়। যথা,—একতারা, বেসুরা, একগজি, অল্পবয়সী, বিড়ালচোখো, অকেজো, মেয়েমুখো, একগুঁয়ে, একঘরে, দুমেটে, ইত্যাদি।

৪০১। **বহুব্রীহি সমাস (ক) বিশেষণ ও বিশেষ্য, (খ) দুই বিশেষ্য, কিংবা (গ) উপমান ও উপমেয়-ভাবাপন্ন দুই বিশেষ্য, এইরূপ দুই পদ লইয়া সাধিত হয়।** যথা,—

(ক) পক্ককেশ, দীর্ঘবাহু, মাথাপাগল, ইত্যাদি। (খ) পাপে বুদ্ধি যাহার = পাপবুদ্ধি; শূল পাণিতে (হস্তে) যাহার = শূলপাণি (মহাদেব); ইত্যাদি। (গ) মৃগের (নয়নের) ন্যায় নয়ন যাহার = মৃগনয়ন; চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার = চন্দ্রমুখ; ইত্যাদি।

যাহাকে উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমেয়; যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহা উপমান। নয়ন ও মুখ উপমেয় এবং মৃগ ও চন্দ্র উপমান।

৪০২। **না-অর্থবাচক অব্যয় শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হয়।** যথা,—

নাই সীমা যাহার = অসীম; নাই লজ্জা যাহার = নির্লজ্জ। এইরূপ আনাড়ী, বেকসুর, অবুঝ ইত্যাদি।

৪০৩। **ব্যতীহার বুঝাইলে পূর্ব্বপদে -আ প্রত্যয় এবং উত্তরপদে -ই প্রত্যয় হয়।** যথা,—কানাকানি, কোলাকুলি, হাতাহাতি, কেশাকেশি, খুনাখুনি, ইত্যাদি।

টীকা। পরস্পর একপ্রকার ক্রিয়া করার নাম ব্যতীহার।

অব্যয়ীভাব

৪০৪। ক্ষণে ক্ষণে=প্রতিক্ষণ ; কূলের সমীপ=উপকূল ; বিঘ্নের অভাব=নির্বিঘ্ন! প্রতিক্ষণ, উপকূল, নির্বিঘ্ন—এই তিনটী সমস্তপদে অব্যয়ের সহিত সমাস হইয়াছে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝাইতেছে।

অব্যয় পদ পূর্ব্বে বসিয়া যে সমাস হয় এবং যাহাতে অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

৪০৫। **সামীপ্য, পৌনঃপুন্য (বীপ্সা), অভাব, পশ্চাৎ, অনতিক্রম, পর্য্যন্ত, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।** যথা,—

কূলের সমীপ=উপকূল ; দিনে দিনে=প্রতিদিন ; ভিক্ষার অভাব= দুর্ভিক্ষ ; পদের পশ্চাৎ ; অনুপদ ; ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া=যথাক্রম, মরণ পর্য্যন্ত=আমরণ ; বনেব সদৃশ=উপবন ; রূপের যোগ্য=অনুরূপ।

৪০৬! **বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব সমাসে অক্ষি স্থানে অক্ষ হয়।** যথা,—বিশাল অক্ষি যাহার=বিশালাক্ষ (বহুব্রীহি)।

অক্ষির সমীপ=সমক্ষ ; অক্ষির অভিমুখ=প্রত্যক্ষ ; অক্ষির অগোচর=পরোক্ষ ; ইত্যাদি।

সমাস-পরিশিষ্ট

নিত্য-সমাস

৪০৭। **যে সমাসযুক্ত পদের নিয়মমত ব্যাস-বাক্য নাই, কেবল সমস্ত-পদটী মাত্র নিত্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে নিত্য-সমাস বলে।** যথা,—

বেলাকে উদ্গত = উদ্বেল ; মুখের দিকে আগত = অভিমুখ ; শৃঙ্খলাকে উৎক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল ; চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রনিভ।

দ্রষ্টব্য। নিত্য-সমাস কোন নির্দ্দিষ্ট সমাস নহে। যে, কোন সমাস-যাহার রীতিমত ব্যাসবাক্য নাই, নিত্য-সমাস হইতে পারে।

উপপদ সমাস

৪০৮। **ধাতুর সহিত উপপদের যে নিত্য সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস বলে।** যথা,—

স্বর্ণ করে যে = স্বর্ণকার। জলে চরে যে = জলচর। দিবা করে যে = দিবাকর। পাদদ্বারা পান করে যে = পাদপ। কাঠ ঠোকরায় যে = কাঠঠোকরা। কাদা খোঁচায় যে = কাদাখোঁচা। ধামা ধরে যে = ধামাধরা। কাঠ ফাটায় যে = কাঠফাটা (রৌদ্র)। ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা। মন মজায় যে = মন-মজান'। মন মাতায় যে = মন-মাতান'। গা জ্বালায় যে = গাজ্বালান'। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। যে-সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর প্রত্যয়-যুক্ত হয়, তাহাদিগকে উপপদ বলে।

অলুক্ সমাস

৪০৯। **যে সমাসে পূর্ব্ব পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ সমাস বলে।** যথা,—

বনে চরে যে=বনেচর (অলুক্ উপপদ সমাস)। মনে (মনসি) জন্মে যে= মনসিজ (অলুক্ উপপদ সমাস)। যুদ্ধে (যুধি) স্থির= যুধিষ্ঠির (অলুক্ সপ্তমী- তৎপুরুষ)। ভ্রাতার (ভ্রাতুঃ) পুত্র= ভ্রাতুষ্পুত্র (অলুক্ ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। ইহা কোন স্বতন্ত্র সমাস নহে।

মধ্যপদলোপী সমাস

৪১০। **সমাস বাক্যের মধ্যপদ লোপ হইয়া সমাস হইলে, তাহাকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে।** যথা,—

সিংহ (সিংহ-মূর্ত্তি) দ্বারা চিহ্নিত (কিংবা সিংহ-মূর্ত্তির উপর স্থাপিত) আসন=সিংহাসন। এক অধিক দশ=একাদশ। দ্বি অধিক দশ= দ্বাদশ। দুধ মিশান ভাত=দুধভাত। ঘোড়া দ্বারা চালিত গাড়ী= ঘোড়গাড়ী। জলে সিদ্ধ সাগু=জলসাগু। ইত্যাদি।

প্রশ্ন

ক। উপমিত সমাস ও রূপক সমাসের পার্থক্য দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

খ। বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

গ। খাঁটি বাঙ্গালা হইতে নিত্য সমাস, অলুক্ সমাস ও মধ্যপদলোপী সমাসের চারিটী করিয়া উদাহরণ দাও।

ঘ। সমাস ও সমাসবাক্য লিখ—

রাজকার্য্য, বিপদাপন্ন, কৃতাঞ্জলি, সস্ত্রীক, অনন্ত, সুগন্ধ, অনুতাপ, জন্মান্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, জীবন্মৃত, মহাশয়, পাপমতি, নদীমাতৃক, শোকাগ্নি, নির্দ্দয়, যথাশক্তি, নরপতি, পরমাত্মা, চতুষ্পদ, উপদ্বীপ, চৌকাঠ, ফুলবাবু, শূলপাণি, দীনদরিদ্র, বৃক্ষচ্ছায়া, প্রত্যক্ষ, নবরত্ন, নিঃস্ব, পা-গাড়ী, অতিদর্প।

চ। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি একপদ কর—

কুসুমের ন্যায় কোমল; জানু পর্য্যন্ত; ত্বরার সহিত বর্ত্তমান যে; মৃতা হইয়াছে পত্নী যাহার; রাজার ভ্রাতা; মহতী শক্তি যাহার; চন্দন ও মালা; চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী; সিংহের ন্যায় রাজা; নির্গত হইয়াছে জন যাহা হইতে; ভিক্ষার অভাব; চন্দ্রের ন্যায় মুখ; ত্রি লোকের সমাহার; পিতার স্নেহ; ছেলে ধরে যে; পঙ্কে জন্মে যাহা; খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম।

শব্দযুগ্ম

(Word-Jingles)

৪২১। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় একটা শব্দের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত আর-একটা শব্দ বসিয়া প্রথম শব্দের অর্থের সদৃশ পদার্থ বুঝায়। এরূপ স্থলে শব্দ-যুগ্মের দ্বিতীয় শব্দকে অনুশব্দ বলা যাইতে পারে। যথা,—দুধ-টুধ, বই-টই, কাল'-কোল', ফিট-ফাট, ইত্যাদি এখানে টুধ, টই, কোল', ফাট শব্দগুলি অনুশব্দ।

৪২২। কখনও কখনও অনুশব্দ শব্দের পূর্ব্বে বসে। যথা,—

চাকণচিকণ, আঁকাবাঁকা, হাবুডুবু, আশপাশ, অলিগলি, ইত্যাদি।

৪২৩। সাধারণতঃ শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন স্থানে ট, স, ফ, ম বসিয়া অনুচর শব্দ গঠিত হয়। যথা,—

ছুরিটুরি, বোকাসোকা, বামুনফামুন, এলোমেলো।

দ্রষ্টব্য। ম- ও ফকারান্ত অনুশব্দে অবজ্ঞায় সদৃশ পদার্থ বুঝায়।

৪২৪। কখনও কখনও শব্দের আদি স্বরের পরিবর্ত্তনে অনুচর শব্দ প্রস্তুত হয়। যথা,—ঠিকঠাক, মিটমাট, টানটোন, গোলগাল, ঘুষঘাস, ডাকাডোকা, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। এইরূপ স্থলে মূল শব্দের প্রথম অক্ষরে ই, উ, ও থাকিলে অনুশব্দে আকার যুক্ত হয় এবং মূল শব্দে আকার থাকিলে অনুশব্দে ওকার যুক্ত হয়।

৪২৫। কখনও কখনও শব্দ-যুগ্মের দুইটী শব্দই একার্থক বা প্রায় একার্থক হয়। এরূপ স্থলে দ্বিতীয় শব্দকে সহশব্দ বলা যায়। যথা,—

ঘটীবাটি, টাকাকড়ি, লোকজন, মাথামুণ্ডু, ইত্যাদি।

৪২৬। যে স্থলে সহশব্দটী প্রথম শব্দের একার্থক, সে স্থলে উহা অর্থকে জোর দে'য়। যথা,—

ছাইভস্ম, কাজকর্ম্ম, জীবজন্তু, ভুলচুক, জাঁকজমক, বসবাস, ধরপাকড়, ভয়ডর, ইত্যাদি।

৪২৭। যে স্থলে সহশব্দটী প্রথম শব্দের সমশ্রেণীর অথচ ভিন্নার্থক, সে স্থলে উহা ইত্যাদিসূচক অনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ করে। যথা,—

পথঘাট, অস্ত্রশস্ত্র, খালবিল, চালচুলা, ঘরদুয়ার, কলামূলা, ইত্যাদি।

টীকা। সহশব্দবিশিষ্ট শব্দযুগ্মকে একপ্রকার বাঙ্গালা নিত্য সমাস বলা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য। "ঘরে ঘরে", "বড় বড়" (গাছ), "নিবু নিবু" (বাতি), ইত্যাদি পদদ্বৈতের উদাহরণ। ইহা শব্দযুগ্ম হইতে অন্যবিধ। বাক্যপ্রকরণে ইহা আলোচিত হইবে।

কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়

(Primary and Secondary Suffixes)

৪২৮। কৃত, জ্ঞাত, ক্রীত—এখানে "কৃ", "জ্ঞা", "ক্রী" ধাতু; ধাতুর সহিত "ত" যুক্ত হইয়া এই শব্দগুলি গঠিত হইয়াছে। "ত" একটী প্রত্যয়।

লৌকিক, মাসিক, দৈনিক—এখানে "লোক", "মাস", "দিন" শব্দ; শব্দের সহিত "ইক" যুক্ত হইয়া এই নূতন শব্দগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। "ইক" একটী প্রত্যয়। অতএব

ক। **ধাতু বা শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হইয়া শব্দ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে।**

খ। **ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় হয়, তাহা কৃৎ প্রত্যয়।**

গ। **শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় হয়, তাহা তদ্ধিত প্রত্যয়।**

৪২৯। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে ধাতু ও শব্দের যে রূপান্তর হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের সহিত ক্, খ্, গ্, ঘ্, চ্, ঞ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, শ্, ষ্ প্রভৃতি কয়েকটী অতিরিক্ত বর্ণ যুক্ত থাকে। যে'মন সংস্কৃত ব্যাকরণে "ত" প্রত্যয় "ক্ত", ইক প্রত্যয় "ষ্ণিক" বা "ঠক্" বলিয়া উক্ত হয়। এই সাঙ্কেতিক বর্ণগুলিকে ইৎ বলে। আমরা বন্ধনীর মধ্যে প্রথমে প্রচলিত এবং তৎপরে পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের রূপ দিব।

৪৩০। কৃত+ত (ক্ত)=কৃত, কৃ+তা (তৃন্)=কর্ত্তা, কৃ+অক, (ণক, ণ্বুল্)=কারক—এই তিন স্থলে কৃ ধাতুর তিন রূপ হইয়াছে—কৃ কর্, কার্। এই তিন রূপকে যথাক্রমে মূল, গুণ ও বৃদ্ধি বলা হয়। ঋ কারের গুণ অর্, বৃদ্ধি আর্। এইরূপে মূল স্বর—অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ঌ, এ ঐ, ও ঔ। গুণস্বর—অ, এ, ও, অর্, অল্। বৃদ্ধিস্বর—আ, ঐ, ঔ, আর্, আল্।

৪৩১। বাঙ্গালা ধাতু ও শব্দের সহিতও কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে।

কৃৎ প্রত্যয়

৪৩২। কৃৎ প্রত্যয়-যোগে পদমধ্যে সন্ধি হয়। যথা,—

চ্+ন্	=চ্ঞ্,	যাচ্ঞা
জ্+ন্	=জ্ঞ্,	রাজ্ঞী
চ্+ত্	=ক্ত্,	সিক্ত
জ্+ত্	=ক্ত্,	ভক্তি
জ্+ত্	=ষ্ট্,	মৃষ্ট
ধ্+ত্	=দ্ধ্,	বুদ্ধ
ভ্+ত্	=ব্ধ্,	লব্ধ
শ্+ত্	=ষ্ট্,	দৃষ্ট
ষ্+ত্	=ষ্ট্,	আকৃষ্ট
ষ্+থ্	=ষ্ঠ্,	ষষ্ঠ
হ্+ত্	=গ্ধ্,	দুগ্ধ
হ্+ত্	=দ্ধ্,	নদ্ধ
হ+ত	=ঢ়্ (পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ), গূঢ়	

৪৩৩। কৃৎ প্রত্যয়ের ক্, ঙ্, ইৎ থাকিলে, ধাতুর স্বরের গুণবৃদ্ধি হয় না। অন্য ইৎ স্থানে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। যথা,—কৃ+ত্ (ক্ত)=কৃত; দৃশ্+ত (ক্ত)=দৃষ্ট, বুধ্+অ (ক্)=বুধ; কৃপ+অ (অঙ্), স্ত্রী আ=কৃপা। কিন্তু কৃ+অন (অনট্, ল্যুট্)=করণ; কৃ+তৃ (তৃন্, তৃচ্)=কর্ত্তৃ; দৃশ্+অন (অনট্, ল্যুট্)=দর্শন; বুধ্+অ (ঘঞ্)=বোধ; ইত্যাদি।

৪৩৪। ঞ্, ণ্ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা,—কৃ+অক (ণক, ণ্বুল্)=কারক; পঠ্+অ (ঘঞ্)=পাঠ; ইত্যাদি।

৪৩৫। ঘ্ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্য চ্ ও জ্ স্থানে যথাক্রমে ক্ ও গ্ হয়। যথা,—শুচ্+অ (ঘঞ্)=শোক; ত্যজ্+অ (ঘঞ্)=ত্যাগ।

৪৩৬। প্ ইৎ হইলে হ্রস্ব-স্বরান্ত ধাতুর পর ত্ আসে। যথা,—কৃ+য (ক্যপ্) স্ত্রী আ=কৃত্যা; ভূ—ভৃ+০ (ক্বিপ্)=ভূভৃৎ।

৪৩৭। খ্ ইৎ হইলে স্বরান্ত উপপদের পর ম্ আসে। যথা,—পণ্ডিত (উপপদ)—মন্+য (খ, খশ্) পণ্ডিতম্মন্য; প্রিয় (উপপদ)—বদ্+অ (খ, খচ্)=প্রিয়ংবদ।

টীকা। প্রত্যয়যুক্ত ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী পদকে উপপদ বলে।

৪৩৮। ড্ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বরসহ অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা,—ভুজ (উপপদ)—গম্+অ (ড)=ভুজগ।

৪৩৯। কৃৎ প্রত্যয় (১) বিভিন্ন কারকের অর্থ প্রকাশ করে, কিংবা (২) ধাতুর নিজ অর্থ প্রকাশ করে। প্রথম প্রকারকে কারকবাচ্য, দ্বিতীয় প্রকারকে ভাববাচ্য বলা হয়। একই প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

(১) কৃ+তা (তৃন্, তৃচ্)=কর্ত্তা (কর্ত্তৃ), যে করে,—কর্ত্তৃবাচ্য।
রাঁধ+উনি =রাঁধুনি, যে রাঁধে, ”
কৃ+ত (ক্ত) =কৃত, যাহা করা হইয়াছে, ” কর্ম্মবাচ্য।
রাঁধ্+আ =রাঁধা, যাহা রাঁধা হইয়াছে, ”
খন্+ইত্র =খনিত্র, যাহা-দ্বারা খোঁড়া যায়, খন্তা, করণবাচ্য।
চাল্+উনি =চালুনি, যাহা-দ্বারা চালা যায়, ”
দা+অনীয় =দানীয়, যাহাকে দান করা যায়, সম্প্রদানবাচ্য।
ভী+আনক =ভয়ানক, ভয় হয় যাহা হইতে, অপাদানবাচ্য।
শী+য (ক্যপ্)=শয্যা (স্ত্রী, আ), শোওয়া যায় যাহাতে, অধিকরণবাচ্য।
বস্+আ =বাসা, বাস করে যেখানে ”

(২) গম্+অন (অনট্, ল্যুট্) =গমন, যাওয়া ভাববাচ্য।
খা+আ =খাওয়া, ”

বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয়

৪৪০। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ—বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর **ইয়া, ইলে, ইতে** প্রত্যয়-যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। যথা,—

চলিয়া যাও। সে আসিলে আমি যাইব। তকী খেলিতে গিয়াছে। চারু হাসিতে হাসিতে যাইতেছে।

৪৪১। **ভাববাচ্যে**—আ, অন’, আন, না প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। আকারান্ত প্রযোজক ধাতুর উত্তর আন’ প্রত্যয় হয়। যথা,—

আ—পড়্+আ=পড়া ; যা+আ=যাওয়া।

অন—বাঁধ্+অন=বাঁধন ; নাচ্+অন=নাচন।

আন’—খাওয়া+আন’=খাওয়ান’ ; হাসা+আন’=হাসান’।

আন—যোগান, হে'লান।

না—কাঁদ্ + না = কান্না ; রাধ্ + না = রান্না।

অ—বাঁধ্—বাঁধ; বেড়্—বেড় ; মিল্—মিল।

অনি—খাটনি, গাঁথনি, চাহনি।

আই—সেলাই, ঢালাই, বাঁধাই।

আও—ঘেরাও, চড়াও।

ই—বুলি, হাসি, কাসি।

ইবা—বলিবা (বলিবার, বলিবামাত্র)।

তি—গণ্‌তি, কম্‌তি, বাড়্‌তি,।

তা—পড়্‌তা, ধর্‌তা।

অত—বসত, ফেরত।

৪৪২। **কর্ত্তৃবাচ্যে**—অ, অন্ত, তি প্রভৃতি প্রত্যয় হয়

অ'—পড়' (পড়' পড়' ঘর)।

অন্ত—জ্বলন্ত, চলন্ত।

তি—উঠ্‌তি, চল্‌তি।

তা—ফের্‌তা।

ইয়ে—বাজীয়ে, গাঈয়ে, খাঈয়ে।

উক—মিশুক।

৪৪৩। **কর্ম্মবাচ্যে**—**আ**—পড়া (পড়া বই)

আনি—জ্বালানি, চালানি, পাড়ানি।

না—বাটনা, পাওনা, দেনা।

আন'—হারান' (ধন) ; বানান' (কথা)।

৪৪৪। **করণবাচ্যে**—**না**—দোল্‌না, খে'ল্‌না।

নি, অনি—ছাঁকনি, ঢাকনি।

উনি, অনি—চালুনি, চালনি।

না—বিছানা, বাজ্‌না, ঢাক্‌না।

আনি—নিড়ানি।

অন—ঝাড়ন, মাজন।

৪৪৫। **অধিকরণ বাচ্যে—আ**—বাসা।

না—ঝরণা।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

৪৪৬। **ভাববাচ্যে—**

অন (অনট্, ল্যুট্)—গম্—গমন, শী—শয়ন, গ্রহ্—গ্রহণ, মৃ—মরণ; দৃশ্—দর্শন।

অ (অল্, অচ্)—জি—জয়; ক্ষি—ক্ষয়; ভী—ভয়; বৃষ্—বর্ষ।

অ (অল্, অপ্)—স্তু—স্তব; হন্—বধ; বশ্—বশ; গ্রহ্—গ্রহ।

অ (ঘঞ্)—পঠ্—পাঠ; শুচ্—শোক্; ভুজ—ভোগ; ত্যজ্—ত্যাগ; ভন্‌জ্—ভঙ্গ; হন্—ঘাত।

তি (ক্তিন্) গম্—গতি; মন্—মতি; বচ্—উক্তি; স্বপ্—সুপ্তি; যুজ্—যুক্তি; ভজ্—ভক্তি; সৃজ্—সৃষ্টি; বৃধ্—বৃদ্ধি; শুধ্—শুদ্ধি; লভ্—উপলব্ধি (উপ উপসর্গ); শ্রম্—শ্রান্তি; ভ্রম্—ভ্রান্তি; তুষ্—তুষ্টি।

নি (ক্তিন্)—হা—হানি; ম্লা—ম্লানি; গ্লা—গ্লানি।

ন (নঙ্)—যজ্—যজ্ঞ; প্রচ্ছ্—প্রশ্ন। স্ত্রীলিঙ্গে আ,—তৃষ্—তৃষ্ণা; যাচ্—যাচ্ঞা।

অন (অন, যুচ্)—স্ত্রীলিঙ্গে আ,—বন্দ্—বন্দনা; বিদ্—বেদনা; গণি—গণনা; মন্ত্রি—মন্ত্রণা; ঘটি—ঘটনা; অর্থি—প্রার্থনা (প্র উপসর্গ)।

অ, স্ত্রীলিঙ্গে আ—জিজ্ঞাস্—জিজ্ঞাসা; পিপাস্—পিপাসা; মীমাংস্—মীমাংসা; ভিক্ষ্—ভিক্ষা; সেব্—সেবা; নিন্দ্—নিন্দা; শন্স্—প্রশংসা (প্র উপসর্গ); ঈক্ষ্—পরীক্ষা (পরি উপসর্গ)।

অ (ঙ, অঙ্), স্ত্রীলিঙ্গে আ,—কৃপ্—কৃপা; পীড়্—পীড়া; চিন্তি—চিন্তা; পূজি—পূজা; কথি—কথা; চর্চ্চি—চর্চ্চা; ধা—শ্রদ্ধা শ্রৎ শব্দ পূর্ব্বক)।

অ (যক্, শ), স্ত্রীলিঙ্গে আ,—কৃ—ক্রিয়া; ইষ্—ইচ্ছা; চর—চর্য্যা।

য (ক্যপ্) কৃ—কৃত্যা, হন্—হত্যা, (স্ত্রীলিঙ্গে আ); নৃত্—নৃত্য।

য (ঘ্যণ্, ণ্যৎ)—কৃ—কার্য্য; হস্—হাস্য; ভুজ্—ভোজ্য।

ত (ক্ত)—মন—মত; যা—যাত; আ-যা—আয়াত। বাঙ্গালা ভাষায় ভাববাচ্যে ত (ক্ত) প্রত্যয়ের প্রয়োগ বিরল।

ই (কি)—বি-ধা—বিধি; নি-ধা—নিধি; সম্-ধা—সন্ধি।

৪৪৭। **কর্ত্তৃবাচ্যে—**

অৎ (শতৃ)—চল্—চলৎ; জীব—জীবৎ।

আন (শানচ্)—শী—শয়ান; আস—আসীন।

মান (শানচ)—বৃৎ—বর্ত্তমান; বিদ্—বিদ্যমান, মৃ—ম্রিয়মাণ।

অক (ণক, ণ্বুল্)—কৃ—কারক; দা—দায়ক; স্মৃ—স্মারক।

তা (তৃন্, তৃচ্)—কৃ—কর্ত্তা (কর্ত্তৃ); দা—দাতা (দাতৃ); স্মৃ—স্মর্ত্তা (স্মর্ত্তৃ)।

অন (অন, ল্যু)—নন্দি—নন্দন; শোভি—শোভন; পূ—পবন; তপ্—তপন।

ঈ (ণিন্, ণিনি)—গ্রহ্—গ্রাহী (গ্রাহিন্); স্থা—স্থায়ী (স্থায়িন্); মন্ত্র—মন্ত্রী (মন্ত্রিন্); অপ-রাধ—অপরাধী (অপরাধিন্); উৎ-সহ—উৎসাহী (উৎসাহিন্)।

অ (অচ্)—জীব্—জীব ; দিব্—দেব ; সৃপ্—সর্প ; হৃ—হর।

অ (ণ) ব্যধ্—ব্যাধ ; সম্-তন্-সন্তান।

অ (ক)—বুধ্—বুধ ; প্রী—প্রিয় ; জ্ঞা—জ্ঞ, প্রজ্ঞ (প্র উপসর্গ)।

অ (ড, ক)—দা—জলদ, বারিদ, ধনদ (জল প্রভৃতি কর্ম্ম উপপদ) ; স্থা—গৃহস্থ, মধ্যস্থ (উপপদ সহিত) ; জ্ঞা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ; দা প্রদ (উপসর্গ সহিত)।

অ (ট)—কৃ—দিবাকর, নিশাকর, ভাস্কর, লিপিকর, চিত্রকর, কিঙ্কর (দিবা ইত্যাদি কর্ম্ম উপপদ)। পুষ্টিকর, যশস্কর (হেতু অর্থে)। চর-বনেচর, খেচর, নিশাচর (অধিকরণ উপপদ)। সৃ অগ্রসর, পুরঃসর।

অ (টক্)—হন্—বিঘঘ্ন, কৃতঘ্ন (উপপদ সহিত)।

অ (ষণ্, অণ্)—কৃ—কুম্ভকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, (কুম্ভ প্রভৃতি কর্ম্মকারক উপপদ) ; বে—তন্তুবায় (তন্তু কর্ম্মকারক উপপদ)।

অ (খ, খচ্)—বদ্—প্রিয়ংবদ, বশংবদ ; গম্—ভুজঙ্গম, ভুজঙ্গ (ভুজ অর্থে বক্রতা) ; বিহঙ্গম, বিহঙ্গ (বিহায়ঃ স্থানে বিহ, অর্থ আকাশ) ; পুর-দৃ—পুরন্দর ; বসু-ধৃ—বসুন্ধরা (স্ত্রী আ) ; বৃ—স্বয়ংবরা, (স্ত্রী আ) ; কৃ—ভয়ঙ্কর।

অ (ড)—গম্—দূরগ, দুর্গ, ভুজগ ; জন—মনসিজ, মনোজ (কাম), সরসিজ, সরোজ (পদ্ম), দ্বিজ।

O (ক্বিপ্)—বিদ্—বেদবিদ্, শাস্ত্রবিদ্ ; নী—অগ্রণী ; সম্-রাজ্—সম্রাট্ ; সদ্—সভাসদ্ ; সূ—প্রসূ ; জি—ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ।

O (ক্বিপ্, ণ্বি)—ভজ্—দুঃখভাক্, অংশভাক্।

ত (ক্ত)—গম্—গত ; হন্—হত ; মৃ—মৃত ; ভী—ভীত ; প্র-আপ্—প্রাপ্ত ; জন্—জাত ; আ-রুহ্—আরূঢ় ; জ্ঞা—জ্ঞাত ; স্থা—স্থিত। অকর্ম্মক

ধাতু, প্রাপ্ত্যর্থ, জ্ঞানার্থ, গত্যর্থ, এবং শ্লিষ্, শী, স্থা, জন্, রুহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর অতীতকালে কর্তৃবাচ্যে ত (ক্ত) হয়।

তবান্ (ক্তবতু)—কৃ কৃতবান্ (কৃতবৎ); লভ্—লব্ধবান্ (লব্ধবৎ)। অতীতকালে তবান্ (ক্তবতু) প্রত্যয় হয়।

৪৪৮। **কর্তৃবাচ্যে শীল (Habit) অর্থ—**

অক (ণক, বুঞ্) - নিন্দ্ - নিন্দক ; হিন্‌স্—হিংসক ; খাদ্—খাদক ।

তা (তৃন্)—দা—ধনদাতা (দাতৃ) ; কৃ—শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা (কর্তৃ) ; হন্—জীবহন্তা (হন্তৃ)।

ইষ্ণু (ইষ্ণু, ইষ্ণুচ্)—সহ্ সহিষ্ণু ; বৃধ্—বর্দ্ধিষ্ণু ।

নু (ক্নু)—গৃধ্—গৃধ্নু (লোভী)।

ঈ (ঘিনুন্*, ঘিনুণ্)—শম্—শমী (শমিন্) ; দম্ দমী (দমিন্) ; শ্রম্—শ্রমী (শ্রমিন্) ; সম্-সৃজ্ সংসর্গী (সংসর্গিন্) ; ত্যজ্—ত্যাগী (ত্যাগিন্) ; ভজ্—ভাগী (ভাগিন্) ; দুষ্—দোষী (দোষিন্) ; দ্রোহ্—দ্রোহী (দ্রোহিন্) ; যুজ্—যোগী (যোগিন্) ; প্র-বস্ প্রবাসী (প্রবাসিন্)।

ই (ইন্, ইনি)—জি—জয়ী (জয়িন্) ; সূ—প্রসবিনী (স্ত্রী ঈ) ; ক্ষি—ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্)।

ঈ (ণিন্, ণিনি) ভুজ্—উষ্ণভোজী (-ভোজিন্) ; বদ্—সত্যবাদী (-বাদিন্) (উপপদ সহিত) ; গম্—গজেন্দ্রগামী (-গামিন্) ; মরাল-গামিনী (উপমান সহিত ; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)।

উক (ঞুক, উকঞ্)—কম্—কামুক ; ভূ—ভাবুক ; হন্—ঘাতুক।

* মুগ্ধবোধ-মতে শম্ ইত্যাদির জন্য ইন্ ; ত্যজ্ ভজ্ ইত্যাদির জন্য ঘিনুন্।

উক—জাগৃ—জাগরূক।

অন (অন, যুচ্)—ক্রুধ্—ক্রোধন ; কুপ্—কোপন ; মণ্ড—মণ্ডন ; ভূষ্—ভূষণ।

আলু (আলু, আলুচ্)—দয়্—দয়ালু ; নি-দ্রা—নিদ্রালু ; তদ্রা—তন্দ্রালু ; শ্রৎ-ধা—শ্রদ্ধালু।

উর (ঘুর, ঘুরচ্)—ভন্জ্—ভঙ্গুর ; ভাস্—ভাসুর।

বর (ক্বরপ্, ক্বরপ্)—নশ্—নশ্বর।

বর (বর, বরচ্)—স্থা—স্থাবর ; ভাস্—ভাস্বর ; ঈশ্—ঈশ্বর।

র—নম্—নম্র ; কম্প্—কম্প্র ; স্মি—স্মের ; জস্—অজস্র (নঞ্ পূর্ব্বক) ; কম্—কম্র ; হিন্স্—হিংস্র।

উ—চিকীর্ষ্ (সনন্ত ধাতু)—চিকীর্ষু ; মুমূর্ষ্—মুমূর্ষু ; পিপাস্—পিপাসু ; জিজ্ঞাস্—জিজ্ঞাসু ; ভিক্ষ্—ভিক্ষু।

রু (ক্রু)—ভী—ভীরু।

উ (ডু)—প্র-ভূ—প্রভু ; বি-ভূ—বিভু ; শম্-ভূ—শম্ভু।

৪৪৯। **কর্ত্তৃবাচ্যে বিশেষ বিশেষ অর্থে কয়েকটী প্রত্যয় হয়।** যথা,—

অক (বুক, ষ্বুন্)—শিল্পী অর্থে,—নৃত্—নর্ত্তক ; খন্—খনক ; রন্জ্—রজক।

অন (ণনট্, ণ্যট্)—শিল্পী অর্থে,—গৈ—গায়ন।

ঈ (ইন্, ইনি) নিন্দার্থে,—বি-ক্রী—মন্থ-বিক্রয়ী (-বিক্রয়িন্)।

ম্য (খ্য, খশ্)—আপনাকে মনে করে যে এই অর্থে,—মন্—পণ্ডিতম্মন্য (আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে) ; কৃতার্থম্মন্য (আপনাকে যে কৃতার্থ মনে করে)। খ ইৎ হেতু উপপদের শেষে ম্ আসিয়াছে।

৪৫০। **কর্ম্মবাচ্যে—ত** (ক্ত)—ক্রী—ক্রীত ; গম্—গত ; দহ—দগ্ধ ; হন্—হত ; প্রচ্ছ্—পৃষ্ট ; ব্যধ—বিদ্ধ।

ন (ক্ত)—শৃ—শীর্ণ : মস্জ্—মগ্ন ; রুজ্—রুগ্‌ণ ; ক্ষুদ্—ক্ষুণ্ণ ; হা—হীন।

স্যৎ (স্যতৃ)—ভূ—ভবিষ্যৎ।

স্যমান—বচ্—বক্ষ্যমাণ।

মান (শানচ্)—দৃশ্—দৃশ্যমান ; প্রতি-ই—প্রতীয়মান। সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে কর্ম্মবাচ্যে মান (শানচ্) হয়।

তব্য, অনীয়, য (ণ্যৎ, ক্যপ্, য)—এই প্রত্যয়গুলিকে কৃত্য প্রত্যয় বলে। এইগুলি ভবিষ্যৎকালে, কিংবা কর্ত্তব্য বা যোগ্যতা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

তব্য—কৃ—কর্ত্তব্য ; ধৃ—ধর্ত্তব্য ; গম্—গন্তব্য ; বচ্—বক্তব্য ; ভূ—ভবিতব্য ; দৃশ্—দ্রষ্টব্য।

অনীয়—কৃ—করণীয় ; পা—পানীয় ; স্মৃ—স্মরণীয় ; শুচ্—শোচনীয় ; রম্—রমণীয় ; পূজি—পূজনীয় ; পালি—পালনীয় ; রক্ষ্—রক্ষণীয়।

য (ঘ্যণ্, ণ্যৎ)—ধৃ—ধার্য্য ; বি-চর্—বিচার্য্য ; ত্যজ্—ত্যাজ্য ; ছিদ্—ছেদ্য ; মন্—মান্য ; ভক্ষ্—ভক্ষ্য ; বহ্—বাহ্য ; যুজ্—যোগ্য ; ভুজ্—ভোগ্য।

য (য, যৎ)—দা—দেয় ; পা—পেয় ; হা—হেয় ; শক্—শক্য ; লভ—লভ্য ; সহ্—সহ্য ; গম্—গম্য।

য—(ক্যপ)—কৃ—কৃত্য ; ভৃ—ভৃত্য ; শাস্—শিষ্য।

অ (খল্)—কৃ—সুকর ; দুষ্কর ; গম্—সুগম, দুর্গম ; বহ্—দুর্বহ ; লভ—দুর্লভ। সু, দুর্, ঈষৎ শব্দের পর ধাতুর উত্তর অ (খল্) প্রত্যয় হয়।

অন (অনট্, ল্যুট্)—দা—দান।

O (ক্বিপ্, ক্বিন্)—দৃশ্—তাদৃক্ (তাদৃশ তাহার ন্যায় দে'খায় ইহাকে); ঈদৃক্ (ঈদৃশ্); কীদৃক্ (কীদৃশ্)।

অ (টক্, কঞ্) – দৃশ্ – তাদৃশ, ঈদৃশ, কীদৃশ, সদৃশ।

৪৫১। **করণবাচ্যে—**

ত্র (ত্র. ষ্ট্রন্)—দা (ছেদন অর্থে) দাত্র ; নী—নেত্র (ইহা দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব নীত হয়, চক্ষু) ; শস্—শস্ত্র ; যুজ—যোক্ত্র ; যু—যোত্র ; স্তু—স্তোত্র ; পৎ—পত্র ; দন্শ্—দংষ্ট্রা (স্ত্রী আ)।

ইত্র—ঋ (গমন অর্থে)—অরিত্র (দাঁড়) ; খন্—খনিত্র।

য (ক্যপ্)—বিদ্—বিদ্যা (স্ত্রী আ)।

তি (ক্তিন্)—শ্রু—শ্রুতি (কর্ণ) ; নী—নীতি।

অ (ঘঞ্)—রন্জ্—রাগ, উপ—অয়্—উপায়, বিদ্—বেদ।

অ (অল্, ঘ)—কৃ—কর (হস্ত) ; শৃ – শর ; মদ্—মদ।

অন (অনট্, ল্যুট্)—চর্—চরণ ; যা—যান ; নী—নয়ন ; বদ্—বদন ; বহ্—বাহন ; কৃ—করণ ; সাধ্—সাধন ; ভূষ্—ভূষণ।

৪৫২। **সম্প্রদান বাচ্যে—**

অনীয়—দা-অনীয়, দানীয়।

অ (ঘঞ্,)—দাশ্—দাশ (যাহাকে দান করা যায়)।

৪৫৩। **অপাদান বাচ্যে—**

অ (অল্, অপ্)—প্র-ভূ—প্রভব।

অ (ঘঞ্)—উপ-অধি-ই—উপাধ্যায় (নিকটে গিয়া যাঁহা হইতে অধ্যয়ন করা হয়)। আ-হৃ—আহার (যাহা হইতে বল আহরণ করা হয়)।

তি (ক্তিন্)—প্র-সূ—প্রসূতি (মাতা)।

ম (মক্)—ভী—ভীম ; ভীষি—ভীষ্ম।

৪৫৪। **অধিকরণ বাচ্যে—**

ই (কি)—উপ-আ-ধা—উপাধি।

অ (অল্, ঘ)—আ-কৃ—আকর ; আ-হ্বে—আহব (যুদ্ধ)।

অ (অল্, ঘ)—আ-লী—আলয় ; নি-লী—নিলয়।

অ (ঘঞ্)—রম্—রাম ; অধি-ই—অধ্যায় ; নি-বস্—নিবাস ; রন্‌জ্—রঙ্গ (যে স্থানে মনোরঞ্জন করা হয়)। প্র-সদ্—প্রাসাদ (যাহাতে মন প্রসন্ন হয়)।

ই (কি)—ধা—জলধি, বারিধি (অধিকরণ উপপদ)।

য (যক্, ক্যপ্)—শী—শয্যা (স্ত্রী আ)

অন (অনট্, ল্যুট্)—স্থা—স্থান ; ভূ—ভবন।

৪৫৫। **প্রত্যয়ান্ত ধাতু—**

ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত, যঙ্‌লুগন্ত এবং নাম ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত ধাতু বলে। প্রত্যয়ান্ত ধাতুর সহিত বিবিধ কৃৎ প্রত্যয় হইয়া শব্দ গঠিত হইতে পারে।

ক। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ই (ণিচ্) প্রত্যয় হইয়া **ণিজন্ত** বা **প্রযোজক ধাতু** গঠিত হয়। যথা,—

কৃ—কারি ধাতু ; কৃত—কারিত ; করণ—কারণ।

স্থা—স্থাপি ধাতু ; স্থিত—স্থাপিত ; স্থান—স্থাপন।

অধি-ই—অধ্যাপি ধাতু ; অধীত—অধ্যাপিত ; অধ্যয়ন—অধ্যাপন।

দুষ্—দূষি ধাতু ; দুষ্ট—দূষিত।

খ। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে স্ ('সন্) প্রত্যয় হইয়া **সনন্ত ধাতু** হয়।

জ্ঞা—জিজ্ঞাস্ ধাতু; জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসু।

শ্রু—শুশ্রূষ্ ধাতু; শুশ্রূষা, শুশ্রূষু।

পা—পিপাস্ ধাতু; পিপাসা, পিপাসু।

মন্—মীমাংস্ ধাতু; মীমাংসা, মীমাংসু।

ভুজ্—বুভুক্ষ্ ধাতু; বুভুক্ষা, বুভুক্ষু।

মৃ—মুমূর্ষ্ ধাতু; মুমূর্ষু।

হন্—জিঘাংস্ ধাতু; জিঘাংসা, জিঘাংসু।

গুপ্—জুগুপ্স্ ধাতু; জুগুপ্সা।

বধ—বীভৎস্ ধাতু; বীভৎস।

গ। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অতিশয় ও পৌনঃপুন্য অর্থে য (যঙ্) প্রত্যয় হয়। ইহাদিগকে **যঙন্ত ধাতু** বলে। য লোপ (লুক্) হইলে ধাতুকে **যঙ্লুগন্ত ধাতু** বলে। যথা,—

যঙন্ত—

দীপ্—দেদীপ্য ধাতু; দেদীপ্যমান।

রুদ্—রোরুদ্য ধাতু; রোরুদ্যমান।

দুল্—দোদুল্য ধাতু; দোদুল্যমান।

জ্বল্—জাজ্বল্য ধাতু; জাজ্বল্যমান।

যঙ্লুগন্ত—

গম্—জঙ্গম্ ধাতু; জঙ্গম।

লস্—লালস ধাতু; লালসা।

সৃপ্—সরীসৃপ্ ধাতু; সরীসৃপ।

চল্—চঞ্চল্ ধাতু; চঞ্চল।

যা—যাযায়্ ধাতু ; যাযাবর।

লুভ—লোলুপ্ ধাতু ; লোলুপ।

বদ্—বাবদ্ ধাতু ; বাবদূক।

ঘ। শব্দের উত্তর য (ঙ্য, ক্য) প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া **নাম ধাতু** হয়। যথা,—

দণ্ড—দণ্ডায় ধাতু ; দণ্ডায়মান।

শব্দ—শব্দায় ধাতু ; শব্দায়মান।

লাল—লালায় ধাতু ; লালায়িত।

কণ্ডূ—কণ্ডূয় ধাতু ; কণ্ডূয়ন, কণ্ডুয়মান।

খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নাম ধাতু গঠিত হয়। যথা,—

থাম—থামা। কামড়—কামড়া। হাত—হাতা। ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গা।

তদ্ধিত প্রত্যয়

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়

৪৫৬। নিম্নলিখিতগুলি বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় ;—

(১) ব্যক্তির নামের সহিত

আই—স্বার্থে,—কান (কৃষ্ণ)—কানাই ; নিত্যানন্দ—নিতাই ; বলরাম বলাই ; রাম—রামাই ; মাধব—মাধাই।

অ, এ, ও—নিন্দার্থে,—রাম—রামা, হরি—হরে, মধু—মধো।

উ—আদরে,—শিব—শিবু ; পাঁচকড়ি—পাঁচু।

(২) বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত

ই, ঈ—(১) ভাবার্থে,—নবাব—নবাবি; বাহাদুর—বাহাদুরি; রাখাল—রাখালি।

(২) ব্যবসায় বা কার্য্য অর্থে,—দালাল—দালালি, চোর—চুরি; এইরূপ চাকরি, মাষ্টারি, জমিদারি, বাদশাহি, চালাকি, বদমাইশি, বড়মানুষি।

(৩) নির্ম্মিত অর্থে,—পশম—পশমি, পশমী; এইরূপ রেশমি, রেশমী; সূতি, সূতী।

(৪) সম্বন্ধীয় অর্থে,—বিলাত—বিলাতি, বিলাতী; এইরূপ দেশী, পঞ্জাবী, জাপানী, চালানী, সরকারী, নাকী (নাকী সুর)।

(৫) রঙ্ অর্থে,—কাল—কালি; এইরূপ বেগুনি, জাফরানি, আসমানি, গোলাপী।

(৬) আছে এই অর্থে,—দামী, দাগী, রাগী, ভারী।

(৭) জীবিকা অর্থে,—ঢোল—ঢুলী; তেল—তেলী; এইরূপ দাঁড়ি, মাঝী, দোকানী, পসারী।

(৮) ছোট অর্থে,—ছোরা—ছুরি, ছুরী; ঘড়া—ঘড়ি (সময় মাপিবার জন্য ছোট ঘটী); ঘোড়া—ঘুড়ি (আকাশে উড়াইবার ছোট ঘোড়ার আকৃতি বস্তু), মাদল—মাদুলী। এইরূপ বাটি, কাঠি।

(৯) দক্ষ অর্থে,—হিসাবি, আলাপী।

অই—তারীথ বুঝাইতে,—পাঁচই, সাতই।

আমি-(১) ভাবার্থে, নিন্দায়,—ছেলে—ছেলেমি, বুড়া—বুড়ামি।

(২) নির্ম্মাণকারী অর্থে,—ঘরামি।

আম'—ভাবার্থে, নিন্দায়, পাকা—পাকাম'; জ্যে'ঠা—জ্যে'ঠাম'।

আলি—(১) ভাবার্থে,—মিতা—মিতালি; ঘটকালি, চতুরালি।

(২) সদৃশ বা সম্বন্ধীয় অর্থে,—রূপা—রূপালি ; এইরূপ সোনালি, মেয়েলি।

(৩) ক্ষুদ্র অর্থে,—গাছালি, পাখালি।

আ—(১) স্বার্থে—থাল—থালা ; পাগল—পাগলা।

(২) সদৃশ অর্থে,—হাত—হাতা ; এইরূপ পায়া, মোটা ; কাঁচা (কাচের সদৃশ সবুজ), হাঁসা (হাঁসের মত সাদা)।

(৩) আছে যাহার বা যাহাতে এই অর্থে,—জলা, রোগা, চাষা (চাষ আছে যাহার), গোদা (গোদ আছে যাহার), লোনা।

(৪) অবজ্ঞা অর্থে,—বামনা, ছাগলা।

ইয়া, এ—(১) সম্বন্ধীয় অর্থে,—বালি সম্বন্ধীয় বালিয়া, বেলে ; এইরূপ মাটিয়া, মেটে ; পাহাড়িয়া, পাহাড়ে ; চাটগেঁয়ে ; বর্দ্ধমেনে।

(২) যুক্ত বা আসক্ত অর্থে,—আমোদ—আমুদে ; এইরূপ খোসামুদে, দেমাকে, দেড়ে, কুঁড়ে (কুঁড় অর্থাৎ কুষ্ঠযুক্ত, অলস)।

(৩) জীবিকা অর্থে,—জাল—জালিয়া, জেলে ; মুটে।

(৪) তারীখ বুঝাইতে,—উনিশে, চল্লিশে, বায়াত্তুরে।

(৫) অবজ্ঞায় বা আদরে,—মিন্‌ষে ; মেয়ে (=মাইয়া) ; ভায়া (=ভাইয়া)।

উয়া, ও—(১) সম্বন্ধীয়, উৎপন্ন প্রভৃতি অর্থে,—মাঠ—মেঠো ; এইরূপ গেঁয়ো, হেটো, কেঠো, বেঁশো, ধেনো (ধান সম্বন্ধীয়), জলো, বুনো (বন সম্বন্ধীয়), ঝড়ো।

(২) যুক্ত বা আসক্ত অর্থে,—মদ—মদো ; কুণো, ঘরো।

(৩) জীবিকা অর্থে,—মাছ—মেছো।

(৪) শীল অর্থে,—পড়া—পড়ুয়া, পড়ো।

উ—আছে অর্থে,—ঢাল—ঢালু ; আগু, পিছু।

উক—আসক্তি অর্থে,—পেটুক, লাজুক, হিংসুক।

আনা—(১) ভাবার্থে,—বাবু—বাবুয়ানা ; সাহেবিয়ানা। ভাবার্থে বিকল্পে আনা স্থানে আনি হয়—বাবুয়ানি ; হিঁদুয়ানি।

(২) সম্বন্ধীয় মুদ্রা অর্থে,—নজরানা, হিসাবানা।

(৩) সদৃশ অর্থে,—মোহনা (মুহ, মোহ = মুখ)।

আই—(১) ভাবার্থে,—লম্বাই, খাড়াই, ঠাণ্ডাই, বড়াই, পোষ্টাই।

(২) পদার্থ অর্থে,—মিঠাই, চে'টাই।

(৩) স্বামী অর্থে,—নন্দাই. বোনাই।

(৪) সেই দেশে উৎপন্ন অর্থে,—ঢাকাই, পাটনাই।

(৫) সম্বন্ধীয় অর্থে,—চোরাই, মোগলাই।

আল'—আছে অর্থে,—ধারাল', জোরাল', তুধাল'।

আল—(১) নিন্দিত জীবিকা অর্থে,—লাঠিয়াল, সিঁদাল, সিঁদেল।

(২) আছে অর্থে,—দাঁতাল, দয়াল।

ওয়ালা—আছে অর্থে,—গাড়ীওয়ালা, পয়সাওয়ালা।

উড়িয়া, উড়ে—সম্বন্ধীয়, জীবিকা ইত্যাদি অর্থে,—চাষাড়ে, সাপুড়িয়া, সাপুড়ে, খেলুড়ে, হাতুড়ে, লেজুড়ে, ঘেসুড়ে, ভূতুড়ে, গেছুড়ে।

আরি, আরী—(১) জীবিকা অর্থে, শাঁখারি, কাঁসারি, জুয়ারি, ভিখারি, ডুবারি, চুনারি, পূজারি ; এইরূপ শাঁখারী, কাঁসারী, ইত্যাদি।

(২) প্রকার অর্থে,—রকমারি, মাঝারি।

উরিয়া,—উরে—জীবিকা ইত্যাদি অর্থে,—কাঠুরিয়া, কাঠুরে, হাটুরে।

গিরি—জীবিকা ও কার্য্য অর্থে,—মুটেগিরি, কেরানীগিরি, বাবুগিরি।

ওয়া—সম্বন্ধীয় অর্থে,—ঘরোয়া, চাঁদোয়া।

চি—(১) আধার অর্থে,—ধূনচি, ধূপচি।

(২) ক্ষুদ্র অর্থে,—নলচি।

টা, টী (টি), গুলা, গুলি—নির্দ্দিষ্ট অর্থে অবজ্ঞায় একবচনে টা, বহুবচনে গুলা; আদরে একবচনে টী (টি), বহুবচনে গুলি। ছেলেটা, ছেলেগুলা, ভদ্রলোকটী, ভদ্রলোকগুলি, একটা, একটী (একটি), অনেকগুলি।

করা—প্রতি অর্থে—মণকরা, শতকরা।

টু, টুক, টুকু—অল্প অর্থে—একটু, দুধটুকু, জলটুকু, এ'টুক।

কিয়া, কে—গণনা অর্থে—শতকিয়া, বুড়কিয়া, বুড়কে, পণকিয়া, গণ্ডাকে।

খানা—স্থান অর্থে—ডাক্তারখানা, জেলখানা, কসাইখানা।

আচি—(১) ক্ষুদ্র অর্থে—বেঙ্গাচি।

(২) তাহাতে জাত পদার্থ অর্থে—ঘামাচি।

ইল—আছে অর্থে—আগুিল, ঘায়েল

ড়—আসক্ত অর্থে—ভাঙ্গড়।

উলি—ক্ষুদ্র অর্থে—খাটুলি, সুতুলি, সুতলি।

লিয়া, লে—বিশেষণ অর্থে—আগালিয়া আগালে; পিছলিয়া, পিছলে।

ড়া—ক্ষুদ্র প্রভৃতি অর্থে,—গাছড়া, আমড়া, চামড়া।

ন—স্বার্থে,—মতন, নানান, পিছন, গুলিন।

রি, রী,—ক্ষুদ্র অর্থে,—কুঠরি, বাঁশরী।

খান, খানা, খানি—মোটা, চওড়া জিনিসের বা সংখ্যার নির্দ্দেশ অর্থে একবচনে। অবজ্ঞায় খান, খানা; আদরে খানি। বইখান, কাপড়খানা, ঘরখানি, একখানা।

গাছা, গাছি—সরু, লম্বা জিনিসের বা সংখ্যার নির্দ্দেশ অর্থে একবচনে। দড়িগাছা, বেতগাছি, একগাছি চুল।

ছড়া—হারের ন্যায় পদার্থের নির্দ্দেশ অর্থে,—হারছড়া।

খোর—নিন্দিত সেবনকারী অর্থে,—গাঁজাখোর, গুলিখোর, তামাকখোর।

বাজ—নিপুণ অর্থে নিন্দায়—ফন্দিবাজ, ফাঁকিবাজ, মামলাবাজ।

দার—রাখে যে এই অর্থে—দোকানদার, চৌকিদার, যাচনদার, খরিদ্দার (খদ্দের)।

দারি—ব্যবসায় বা কার্য্য অর্থে—দোকানদারি, তবিলদারি, চৌকিদারি।

দান, দানি আধার অর্থে—পানদান, ফুলদান, পিকদান, বাতিদান ; এইরূপ পানদানি, ফুলদানি ইত্যাদি।

ড়ী—স্বার্থে স্ত্রীলিঙ্গের সহিত—শাশুড়ী, বউড়ী, ঝিউড়ী।

টিয়া, টে—ঈষৎ অর্থে—লম্বাটে, বোকাটে, রোগাটে, ঘোলাটে।

তি—ক্ষুদ্র অর্থে—জালতি, চাকতি।

পনা—ভাবার্থে, নিন্দায়—গুণপনা, সতীপনা, গিন্নিপনা, বুড়াপনা।

পানা, পারা—সদৃশ অর্থে,—রোগাপানা, মোটাপানা, চাঁদপানা, পাগলপারা।

লা—যুক্ত, সদৃশ প্রভৃতি অর্থে,—মেঘলা, আধলা, শামলা, পাতলা (পাতের ন্যায়)।

সই—পরিমাণ প্রভৃতি অর্থে,—বুকসই, মানানসই, টেকসই, জলসই।

তা—(১) বিশিষ্ট অর্থে,—নুন নোনতা ; পানি—পানতা।

(২) সদৃশ অর্থে,—মেছেতা (মাছি সদৃশ) ; রাংতা।

সা—সদৃশ অর্থে,—পানি—পানসা ; ফেনসা, ঝাপসা, কালসা।

চে—ঈষৎ অর্থে,—কালচে, লালচে।

ত, তুত—সম্পর্কীয় অর্থে,—মাসতুত, পিসতুত, মামাত।

(৩) সর্ব্বনামের সহিত

খন—কালার্থে,	এখন,	তখন,	যখন,	কখন।
বে— ,,	এবে,	তবে,	যবে,	কবে।
থা—স্থানার্থে,	হেথা,	সেথা,	যেথা,	কোথা।
ত—পরিমাণার্থে,	এত,	তত,	যত,	কত।

এতদ্ভিন্ন আরও বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় আছে।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

৪৫৭। কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইৎগুলির সার্থকতা আছে। চ্ ইৎ হইলে শব্দটী অব্যয় বলিয়া বুঝায়। তদ্ধিতে ণ্ ইৎ হইলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়; যথা,—পুত্র+অ (ষ্ণ, অণ্)=পৌত্র; ভূমি+ইক (ষ্ণিক, ঠক্)=ভৌমিক; ইত্যাদি। সমাসযুক্ত পদের উভয় পদেরই আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা,—পরলোক+ইক (ষ্ণিক, ঠক্)=পারলৌকিক; সুহৃদ্+অ (ষ্ণ, অণ্)=সৌহার্দ্দ। কখনও কখনও কেবল মাত্র উত্তর পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা,—পিতৃপৈতামহ।

৪৫৮। (ক) তদ্ধিত প্রত্যয় পরে কয়েকটী বিশেষ সন্ধি হয়। যথা,—

অবর্ণ+য=য; পাদ+য=পাদ্য
ই ,, +য=য; আদি+য=আদ্য
উ ,, +য=অব্য; তালু+য=তালব্য
ও +য=অব্য; গো+য=গব্য
ঔ +য=আব্য; নৌ+য=নাব্য

(খ) তদ্ধিতের স্বরবর্ণ (এবং য) পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ হয়। যথা,—অতিথি+এয়=আতিথেয়; মুনি+অ=মৌন।

(গ) তদ্ধিতের স্বরবর্ণ (এবং য) পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য উকারের গুণ হয় এবং তৎপরে সন্ধি হয়। যথা,—

মনু + অ = মনো + অ = মানব।
মনু + ঈয় = মনো + ঈয় = মানবীয়।

অপত্য প্রভৃতি অর্থে প্রত্যয়সমূহ

৪৫৯। সংস্কৃতে **অপত্য অর্থে** অর্থাৎ পুত্র, কন্যা বা বংশধর বুঝাইবার জন্য কতকগুলি প্রত্যয় হয়। যথা,—

অ (ষ্ণ, অণ্)—যদুর অপত্য যাদব; মনু—মানব, দনু—দানব, কুরু—কৌরব, রঘু—রাঘব।

অ (ষ্ণ অঞ্)—(১) গোত্রাপত্য অর্থে, কশ্যপ—কাশ্যপ, শুনক—শৌনক

(২) অপত্য অর্থে, দৌহিত্র, পৌত্র।

এয় (ষ্ণেয়, ঢক্)—ভগিনীর অপত্য ভাগিনেয়, বিমাতৃ—বৈমাত্রেয়, সরমা—সারমেয় (কুকুর), গঙ্গা—গাঙ্গেয়। স্ত্রীলিঙ্গের সহিত এয় (ষ্ণেয়, ঢক্) প্রত্যয় হয়।

ই (ষ্ণি, ইঞ্)—দশরথের অপত্য দাশরথি, রাবণ—রাবণি, সুমিত্রা—সৌমিত্রি।

ঈয় (ষ্ণীয়, ছ)—স্বসৃ—স্বস্রীয় (ভাগিনেয়), মাতৃস্বসৃ—মাতৃস্বস্রীয়।

ইক (ষ্ণিক, ঠক্)—রেবতী—রৈবতিক।

য (ষ্ণ্য, ণ্য)—দিতি—দৈত্য, অদিতি—আদিত্য।

য (ষ্ণ্য, যঞ্)—গর্গের গোত্রাপত্য গার্গ্য, চণক—চাণক্য, জমদগ্নি—জামদগ্ন্য, অগস্তি—আগস্ত্য, পুলস্তি—পৌলস্ত্য।

আয়ন (ষ্ফায়ন, ফক্)—নরের গোত্রাপত্য নারায়ণ, দ্বীপ—দ্বৈপায়ন, বদর—বাদরায়ণ।

টীকা। পৌত্র প্রভৃতি অধস্তন বংশধরকে গোত্রাপত্য বলে।

ইহাদের মধ্যে ই (ষ্ণি, ইঞ্) ভিন্ন অন্য প্রত্যয়গুলি অপত্য ভিন্ন অন্য অর্থেও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অপত্য ভিন্ন অন্য অর্থে ঈন (ঈন, খ), ক (কণ্, ঠঞ্) প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

তিনি ইহার দেবতা কিংবা **এই দেবতার ভক্ত**, এই অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—শিব ইহার দেবতা কিংবা শিবের ভক্ত শৈব; এইরূপ বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রাহ্ম। (২) **য** (ষ্ণ্য, ণ্য)—গাণপত্য, প্রাজাপত্য। (৩) **এয়** (ষ্ণেয়, ঢক্)—আগ্নেয়।

তাহা জানে বা অধ্যয়ন করে, এই অর্থে,

(১) **অ** (ষ্ণ, অণ)—ব্যাকরণ জানে, বা অধ্যয়ন করে, বৈয়াকরণ; এইরূপ, স্মৃতি—স্মার্ত্ত, জ্যোতিষ—জ্যোতিষ।

(২) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—ন্যায়—নৈয়ায়িক, বেদান্ত—বৈদান্তিক, বেদ—বৈদিক।

তাহাদ্বারা কৃত, এই অর্থে, (১) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—শরীরদ্বারা কৃত শারীরিক, মনঃ—মানসিক, বচন—বাচনিক।

(২) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—মক্ষিকাদ্বারা কৃত (মধু) মাক্ষিক।

তাহাতে উৎপন্ন, এই অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—মথুরায় উৎপন্ন মাথুর, সিন্ধু—সৈন্ধব, শরৎ—শারদ, হেমন্ত—হৈমন্ত।

(২) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—সমুদ্রে উৎপন্ন সামুদ্রিক, মনঃ—মানসিক, লোক—লৌকিক

(৩) **য** (য, যৎ)—দন্তে উৎপন্ন দন্ত্য, মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্)—মূর্দ্ধন্য, তালু—তালব্য, কণ্ঠ—কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ—ওষ্ঠ্য, আদি—আদ্য, বন—বন্য।

(৪) **ঈয়** (ঈয়, ছ)—জিহ্বামূলে উৎপন্ন—জিহ্বামূলীয়, বর্গ—বর্গীয়, মানব—মানবীয়, দেশ—দেশীয়।

(৫) **ঈন** (ঈন, খ)—কুলে উৎপন্ন কুলীন, প্রাতঃকাল—প্রাতঃকালীন।

তাহাতে সাধু (ভাল), এই অর্থে, (১) **য** (য)—সভায় সাধু সভ্য। (২) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—সমাজে সাধু সামাজিক, বেদ—বৈদিক।

(৩) **এয়** (ষ্ণেয়, ঢঞ্)—অতিথি—আতিথেয়।

(৪) **ঈন** (ণীন, খঞ্)—সর্ব্বজন—সার্ব্বজনীন, বিশ্বজন—বৈশ্বজনীন

তাহাতে নিষ্পন্ন বা ব্যাপ্ত, এই অর্থে **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—দিনে নিষ্পন্ন বা ব্যাপ্ত দৈনিক, মাস—মাসিক, বর্ষ—বার্ষিক।

তাহা হইতে আগত, এই অর্থে, **ক** (কণ্, ঠঞ্)—পিতা (পিতৃ) হইতে আগত পৈতৃক, মাতৃ—মাতৃক।

তাহার যোগ্য, এই অর্থে **য** (য, যৎ)—দণ্ডের যোগ্য দণ্ড্য, বধ—বধ্য, ছেদ—ছেদ্য।

তাহার জন্য, এই অর্থে (১) **য** (ষ্ণ্য, ঞ্য)—অতিথির জন্য ইহা আতিথ্য। (২) **য** (য, যৎ)—অর্ঘ—অর্ঘ্য, পাদ—পাদ্য।

তাহার জন্য হিত, এই অর্থে **ঈন** (ঈন, খ)—বিশ্বজনের জন্য হিত বিশ্বজনীন, সর্ব্বজন—সর্ব্বজনীন।

তাহাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, এই অর্থে **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—নৌ (নৌকা) দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে নাবিক, হল—হালিক, জাল—জালিক, বেতন—বৈতনিক (নঞ্ অর্থে অবৈতনিক)।

তাহার বিষয়ে গ্রন্থ, এই অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—

ভগবানের বিষয়ে গ্রন্থ ভাগবত, ভরত বংশীয়দের বিষয়ে গ্রন্থ ভারত।

(২) **আয়ন** (ষ্ণায়ন, ফক্)—রাম—রামায়ণ।

সঙ্গত অর্থে (১) **য** (য, যৎ)—ধর্ম্ম-সঙ্গত ধর্ম্ম্য, ন্যায়—ন্যায্য। (২) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—বিধি—বৈধ। (৩) **ঈয়** (ণীয়, ছ)—শাস্ত্র-সঙ্গত শাস্ত্রীয়।

সম্বন্ধীয় অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব, শিব—শৈব, পৃথিবী—পার্থিব, চন্দ্র—চান্দ্র, সূর—সৌর। (২) **ঈয়** (ঈয়, ছ)—বায়ু—বায়বীয়, ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষীয়, জল—জলীয়, এতদ্—এতদীয়, মদ্—মদীয়। (৩) **য** (য, যৎ)—গো—গব্য। (৪) **য** (ষ্ণ্য, যঞ্)—সম্রাট্ (সম্রাজ্)—সাম্রাজ্য।

তাহার বিকার এই অর্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—তিলের বিকার তৈল, পয়ঃ (দুগ্ধ)—পায়স। (২) **এয়** (ষ্ণেয়, ঢক্)—অগ্নি—আগ্নেয়।

প্রয়োজন অর্থে, **য** (য, যৎ)—স্বর্গের জন্য যাহার প্রয়োজন স্বর্গ্য, যশঃ—যশস্য, আয়ুঃ—আয়ুষ্য।

শীল (**স্বভাব**) অর্থে, **অ** (ষ্ণ, ণ)—চুরা (চুরি) ইহার শীল চৌর, তপঃ—তাপস, ছত্র (গুরুর দোষ আচ্ছাদন)—ছাত্র।

ভাবার্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—গুরুর ভাব গৌরব, লঘু—লাঘব, সুরভি—সৌরভ, বৃদ্ধ—বার্দ্ধক, শিশু—শৈশব।

(২) **য** (ষ্ণ্য, ষ্যঞ্)—মধুর—মাধুর্য্য, স্থির—স্থৈর্য্য, দৃঢ়—দার্ঢ্য, সুভগ—সৌভাগ্য, বাল—বাল্য। মাধুর্য্য + স্ত্রী ঈ = মাধুরী।

তাহার ভাব বা কর্ম্ম এই অর্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—পুরুষের ভাব বা কর্ম্ম পৌরুষ, সুহৃদ্—সৌহার্দ্দ, কুশল—কৌশল, মুনি—মৌন, শুচি—শৌচ।

(২) **য** (ষ্ণ্য, ষ্যঞ্) —চোর—চৌর্য্য, অলস—আলস্য, সখার ভাব সখ্য. পণ্ডিত পাণ্ডিত্য, চপল—চাপল্য।

স্বার্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্) - প্রজ্ঞ যে সে প্রাজ্ঞ, বন্ধু—বান্ধব, মরুৎ—মারুত।

(২) **য** (ষ্ণ্য, ষ্যঞ্) —করুণা—কারুণ্য, সেনা - সৈন্য, সমান—সামান্য, ত্রিলোক—ত্রৈলোক্য, সন্নিধি—সান্নিধ্য।

(৩) **য** (য, যৎ) —সূর—সূর্য্য, মর্ত্ত - মর্ত্ত্য।

(৪) **ক** (ক, কন্) —বাল—বালক ; নৌ – নৌকা, (স্ত্রী আ)।

সমূহ অর্থে, (১) **তা** (তা, তল্ + আ স্ত্রীলিঙ্গে) —জন—জনতা। (২) **অ** (ণস) —পর্শু—পার্শ্ব। (৩) **য** (য) বাত্যা (স্ত্রীলিঙ্গে আ), বন্যা (স্ত্রীলিঙ্গে আ, বন = জল)।

অ (ষ্ণ, অণ্) প্রভৃতি প্রত্যয়সকল অপত্য প্রভৃতি যে-সকল অর্থে প্রদর্শিত হইল, তাহা ভিন্ন অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

ভাবার্থে অন্য প্রত্যয়সমূহ

৪৬০। **ত্ব**—দেবের ভাব দেবত্ব, নর—নরত্ব, পশু—পশুত্ব।

তা (তা, তল্ + স্ত্রীলিঙ্গে আ) —সাধুর ভাব সাধুতা, মূর্খ—মূর্খতা, ন্যূন—ন্যূনতা।

ইমা (ইমন্, ইমনিচ্) —গুরু—গরিমা (গরিমন্), মহৎ—মহিমা (মহিমন্), নীল—নীলিমা (নীলিমন্), দীর্ঘ—দ্রাঘিমা (দ্রাঘিমন্)।

অস্তি (আছে) অর্থে প্রত্যয়সমূহ

৪৬১। **মান্** (মতুপ্) —বুদ্ধি আছে ইহার বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমৎ), শ্রী—শ্রীমান্ (শ্রীমৎ), মতি—মতিমান্ (মতিমৎ) ; নদী সকল আছে ইহাতে নদীমান্ (নদীমৎ)।

বান্‌ (বতুপ্‌, মতুপ্‌)—ধন—ধনবান্‌ (ধনবৎ), জ্ঞান—জ্ঞানবান্‌ (জ্ঞানবৎ), তড়িৎ—তড়িত্বান্‌ (তড়িত্বৎ), ভাঃ—ভাস্বান্‌ (ভাস্বৎ), লক্ষ্মী—লক্ষ্মীবান্‌ (লক্ষ্মীবৎ), স্রোতঃ—স্রোতস্বতী (স্ত্রী)।

টীকা। সাধারণতঃ যে-সকল শব্দের অন্তে অবর্ণ বা স্পর্শবর্ণ কিংবা উপধায় অবর্ণ বা মকার থাকে, তাহাদের উত্তর বান্‌ (বতুপ্‌) প্রত্যয় হয়। এই জন্য বুদ্ধিবান্‌, জ্ঞানমান্‌ এইরূপ শব্দগুলি অশুদ্ধ।

বী (বিন, বিনি)—মায়া—মায়াবী (মায়াবিন্‌, স্ত্রী মায়াবিনী), মেধা—মেধাবী (মেধাবিন্‌), তেজঃ—তেজস্বী (তেজস্বিন্‌), তপঃ তপস্বী (তপস্বিন্‌)।

ঈ (ইন্‌, ইনি)—ধন আছে ইহার ধনী (ধনিন্‌), মান —মানী (মানিন্‌), গুণ—গুণী (গুণিন্‌। কর—করী (করিন্‌), হস্ত—হস্তী (হস্তিন্‌), পুষ্কর (পদ্ম) আছে ইহাতে পুষ্করিণী, তট—তটিনী (নদী), তরঙ্গ—তরঙ্গিণী (নদী), সুখ—সুখী (সুখিন্‌), প্রণয়—প্রণয়ী (প্রণয়িন্‌)।

ইক (ইক, ঠন্‌)—দণ্ড আছে যাহার দণ্ডিক, ধন—ধনিক, শ্রম —শ্রমিক, কর্ম্ম—কর্ম্মিক, মায়া—মায়িক (নঞর্থে অমায়িক)।

র—মধু আছে ইহাতে মধুর, ঊষ—ঊষর, মুখ—মুখর, কুঞ্জ (হস্তীর হনু)—কুঞ্জর, পাংসু—পাংসুর।

ল (ল, লচ্‌)—মাংস—মাংসল, শ্রী—শ্রীল, শীত—শীতল, শ্যাম—শ্যামল, পিঙ্গ—পিঙ্গল, পিত্ত—পিত্তল, মৃদু—মৃদুল।

ইল (ইল, ইলচ্‌)—ফেন আছে ইহাতে ফেনিল, পঙ্ক—পঙ্কিল, জটা—জটিল, পিচ্ছা (ফেন, আঠা)—পিচ্ছিল।

শ—লোম আছে ইহার লোমশ, রোম—রোমশ, কর্ক—কর্কশ।

বিবিধ প্রত্যয়

৪৬২। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে তর ও ঈয়স্ (ঈয়সু, ঈয়সুন্) প্রত্যয় হয়।

তর (তর, তরপ্)—গুরু—গুরুতর, প্রিয়—প্রিয়তর।

ঈয়স্ (ঈয়সু, ঈয়সুন্)—প্রশস্য—শ্রেয়ঃ, বলবান্—বলীয়ান্, গুরু—গরীয়ান্, বৃদ্ধ—বর্ষীয়ান্, ক্ষুদ্র—কনীয়ান্, লঘু—লঘীয়ান্।

বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়।

তম (তম, তমপ্)—গুরু—গুরুতম, প্রিয়—প্রিয়তম।

ইষ্ঠ—গুরু—গরিষ্ঠ, প্রশস্য—শ্রেষ্ঠ, বৃদ্ধ—জ্যেষ্ঠ, ক্ষুদ্র—কনিষ্ঠ।

ইত (ইত, ইতচ্)—জাত অর্থে, পুষ্প জাত ইহাতে বা ইহার পুষ্পিত ; ফল—ফলিত, পুলক—পুলকিত, কণ্টক—কণ্টকিত।

ম (মট্)—সংখ্যার পূরণ অর্থে, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

O (ডট্), **তম**—সংখ্যার পূরণ অর্থে, বিংশ, বিংশতিতম, পঞ্চাশ, পঞ্চাশত্তম, ষষ্টিতম, শততম।

ময় (ময়ট্)—(১) ব্যাপ্তি অর্থে, জলদ্বারা ব্যাপ্ত জলময়, বায়ু—বায়ুময়। (২) বিকার অর্থে, স্বর্ণের বিকার স্বর্ণময়, মৃদ্—মৃন্ময়, হিরণ্য—হিরণ্ময়। (৩) অবয়ব অর্থে কাষ্ঠময় (আসন), ইষ্টকময় (গৃহ)। (৪) অভেদ অর্থে, দয়াময় (ঈশ্বর), জলময় (সমুদ্র)।

মাত্র (মাত্র, মাত্রচ্)—প্রমাণার্থে, অণু প্রমাণ অণুমাত্র ; বিন্দুমাত্র, কিঞ্চিন্মাত্র, তিলমাত্র, একমাত্র।

ইম (ডিম, ডিমিচ্) ভব অর্থে,—অগ্রিম, পশ্চিম, অন্তিম।

য (য, যৎ)—দিব্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য।

ত্য (ত্য, ত্যপ্)—অমাত্য (অমা=সহায়), তত্রত্য, নিত্য।

ত্য (ত্যণ, ত্যক্)—দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য।

তন (তনষ্, ট্যুল্)—ভব অর্থে, অদ্যতন, পূর্ব্বতন, চিরন্তন।

ম (ম)—ভব অর্থে, মধ্যম, আদিম।

০ (চ্বি)—পূর্ব্বে ছিল না এখন হইয়াছে অর্থে, যে পূর্ব্বে স্থির ছিল না এখন স্থির হইয়াছে স্থিরীকৃত। পূর্ব্বে লঘু করা হয় নাই এখন লঘু করা লঘুকরণ। এইরূপে দৃঢ়ীভূত, দূরীকৃত। কৃ ও ভূ ধাতু যোগে চ্বি প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে ঈকার এবং অন্য হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়।

৪৬৩। নিম্নলিখিত প্রত্যয় যোগে অব্যয় শব্দ প্রস্তুত হয়। ইহাদের অধিকাংশ ক্রিয়া-বিশেষণ-বাচক। যথা—

বৎ (চ্বৎ, বতি)—তুল্যার্থে, মিত্রতুল্য মিত্রবৎ ; এইরূপ পুত্রবৎ, বিষবৎ, আত্মবৎ (আপনার তুল্য)।

সাৎ (চসাৎ, সাতি)—(১) সম্পূর্ণ পদার্থের অন্যথা ভাব অর্থে,— অগ্নি কাষ্ঠ ভস্ম করে অগ্নিসাৎ ; এইরূপ জলসাৎ, ধূলিসাৎ। (২) অধীন অর্থে—আত্মসাৎ, রাজসাৎ।

তঃ (তস্, তসিল্)—পঞ্চমী ও অন্য বিভক্তির স্থলে, সর্ব্বতঃ, বস্তুতঃ, স্বভাবতঃ।

শঃ (চশস্, শস্)—বীপ্সা অর্থে, ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ ; এইরূপ প্রায়শঃ, খণ্ডশঃ।

ত্র (ত্র, ত্রল্)—অধিকরণ অর্থে সর্ব্বনামের উত্তর, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বত্র, অন্য স্থানে অন্যত্র, এখানে অত্র, সেখানে তত্র, যেখানে যত্র।

ধা (ধাচ্, ধা)—প্রকারার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর, নয় প্রকার নবধা ; দ্বিধা, শতধা।

থা (থাচ্, থাল্)—প্রকারার্থে সর্ব্বনামের উত্তর, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বথা, অন্যপ্রকার অন্যথা, যে প্রকার যথা, সে প্রকার তথা।

দা—কালার্থে সর্ব্বনামের উত্তর,সর্ব্বকালে সর্ব্বদা, এক কালে একদা.

প্রশ্ন

(১) কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও।

(২) কৃত্য প্রত্যয় কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(৩) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ কর :—

ছাঁকনি, যুক্তি, উৎসাহী, নিন্দা, ঘাতক, প্রভু, বাহু, শিষ্য, নীতি উপাধি, জাগরূক, বলিবা, ভিক্ষুক, বাটনা, দাতা, সন্ধি পূজা পরীক্ষা, তৃষ্ণা, আয়াত, পুরঃসর, মনোজ, নর্ত্তক, খনিত্র শয্যা।

(৪) তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে এক একটি শব্দে পরিণত কর :—

(১) লক্ষ্মী আছে যাহার। (২) নাকে উচ্চারিত হয় যাহা। (৩) ঘর নির্ম্মাণ করে যে। (৪) মাংস ইহার আছে। (৫) যাহার জটা আছে। (৬) পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। (৭) জাল দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে যে। (৮) স্বর্গের জন্য যাহার প্রয়োজন। (৯) শাস্ত্র-সঙ্গত। (১০) যিনি ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। (১১) লোম আছে যাহার। (১২) আমাদের ইহা। (১৩) দোকান রাখে যে। (১৪) সুহৃদের কর্ম্ম।

(৫) কয়েকটী অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত দাও।

(৬) অ (ষ্ণ, অণ্) প্রত্যয় কি কি অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(৭) শব্দের সহিত কোন্ কোন্ বাঙ্গালা প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ পদ গঠিত হয়? তাহাদের প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

(৮) আছে অর্থে কোন্ কোন্ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(৯) 'তিনি ইহার দেবতা' এবং (২) 'তাহাতে উৎপন্ন'—এই দুই অর্থে প্রত্যয় কি কি? তাহাদের প্রয়োগ দে'খাও।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বিশেষ্য
(Participles and Gerunds)

৪৬৪। **সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অৎ (শতৃ), আন (শানচ্) এবং মান (শানচ্) প্রত্যয় করিয়া বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Present Participle) সাধিত হয়।** যথা,—

অৎ (শতৃ)—চল্ + অৎ = চলৎ ; চলচ্ছক্তি, চলচ্চিত্র।

জীব্ + অৎ = জীবৎ ; জীবৎকাল, জীবদ্দশা।

আন (শানচ্)—শী + আন = শয়ান।

আস্ + আন = আসীন।

মান (শানচ্)—দণ্ডায় + মান = দণ্ডায়মান।

বৃত্ + মান = বর্ত্তমান।

বিদ্ + মান = বিদ্যমান।

মৃ + মান = ম্রিয়মাণ।

কৃ + মান = ক্রিয়মাণ।

৪৬৫। **বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর অ', অন্ত, তি, ইতে, ইয়া এই সকল প্রত্যয় করিয়া বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠিত হয়।** যথা,—

অ—মর্ + অ' = মর', ; মর'-মর' লোক।

কাঁদ্ + অ' = কাঁদ' ; কাঁদ'-কাঁদ'.মুখ।

পড়্ + অ' = পড়' ; পড়'-পড়' ঘর।

অন্ত—চল্‌+অন্ত=চলন্ত ; চলন্ত গাড়ী।
জ্বল্‌+অন্ত=জ্বলন্ত ; জ্বলন্ত আগুন।
ফল্‌+অন্ত=ফলন্ত ; ফলন্ত গাছ।
বাড়্‌+অন্ত=বাড়ন্ত ; বাড়ন্ত ভাঁতি।

তি— উঠ্‌+তি=উঠ্‌তি ; উঠ্‌তি বয়স।
চল্‌+তি=চল্‌তি ; চল্‌তি কথা।

ইতে—হাস্‌+ইতে=হাসিতে ; আমি তাহাকে হাসিতে দেখি নাই।

ইয়া—দৌড্‌+ইয়া=দৌড়িয়া ; সে দৌড়িয়া চলে।

৪৬৬। **সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ত (ক্ত), ন (ক্ত), তবৎ (ক্তবতু) প্রত্যয়দ্বারা অতীত কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Past Participle) সাধিত হয়।** যথা,—

ত (ক্ত)—ক্রী+ত =ক্রীত ; ক্রীত দাস।
গম্‌+ত =গত ; গত কল্য।
দহ্‌+ত =দগ্ধ ; দগ্ধ গৃহ।
লিখ্‌+ত =লিখিত ; লিখিত পুস্তক।
পঠ্‌+ত =পঠিত ; পঠিত গল্প।

এইরূপে খ্যাত, হুত, শক্ত, রিক্ত (রিচ্‌ ধাতু), ভক্ত (ভজ্‌ ধাতু), তৃপ্ত, ক্রুদ্ধ (ক্রুধ্‌ ধাতু), লব্ধ (লভ্‌ ধাতু), পিষ্ট, সংদিগ্ধ (দিহ্‌ ধাতু), আরূঢ় (রুহ্‌ ধাতু), মূঢ় (মুহ্‌ ধাতু), পতিত, ব্যথিত, কুপিত, রহিত, শয়িত (শী ধাতু), পূত, কৃত, দীপ্ত, ত্রস্ত, গ্রস্ত, ভ্রস্ত, আক্রান্ত (ক্রম্‌ ধাতু), দান্ত (দম্‌ ধাতু), শান্ত (শম্‌ ধাতু), শ্রান্ত (শ্রম্‌ ধাতু), নত (নম্‌ ধাতু), রত (রম্‌ ধাতু), হত (হন্‌ ধাতু), খাত (খন্‌ ধাতু), জাত (জন্‌ ধাতু), ভ্রষ্ট (ভ্রন্‌শ্‌ ধাতু), অনুরক্ত

(রন্‌জ্‌ ধাতু), আসক্ত (সন্‌জ্‌ ধাতু), ধ্বস্ত (ধ্বন্‌স্‌ ধাতু), স্রস্ত (স্রন্‌স্‌ ধাতু), বদ্ধ (বন্ধ্‌ ধাতু), স্তব্ধ (স্তন্‌ভ্‌ ধাতু), গ্রথিত (গ্রন্থ্‌ ধাতু), মথিত (মন্থ্‌ ধাতু), মত্ত (মদ্‌ ধাতু), দত্ত (দা ধাতু), বিদ্ধ (ব্যধ্‌ ধাতু), হিত (ধা ধাতু), স্থিত (স্থা ধাতু), আহূত (হ্বে ধাতু), অনুমিত (মা ধাতু), নিশিত (শো ধাতু), ইষ্ট (ইষ্‌ এবং যজ্‌ ধাতু), পৃষ্ট (প্রচ্ছ্‌ ধাতু), ভৃষ্ট (ভ্রস্‌জ্‌ ধাতু), গৃহীত (গ্রহ ধাতু), প্রোষিত (বস্‌ ধাতু), উক্ত (বচ্‌ ধাতু), উদিত (বদ্‌ ধাতু), উপ্ত (বপ্‌ ধাতু), ঊঢ় (বহ্‌ ধাতু), সুপ্ত (স্বপ্‌ ধাতু), পীত (পা ধাতু), গীত (গৈ ধাতু), নীত, ইত্যাদি।

ন (ক্ত) —ম্লা+ন=ম্লান ; ম্লান মুখ।

মসজ্‌+ন=মগ্ন ; জলমগ্ন।

এইরূপে ক্ষুণ্ণ (ক্ষুদ্‌ ধাতু), রুগ্‌ণ (রুজ্‌ ধাতু), উদ্বিগ্ন (বিজ্‌ ধাতু), ভগ্ন (ভন্‌জ্‌ ধাতু), উড্ডান (ডী ধাতু), ক্ষীণ (ক্ষি ধাতু), পূর্ণ (পূর্‌ ধাতু), জীর্ণ (জৄ ধাতু), উত্তীর্ণ (তৄ ধাতু), শীর্ণ (শৄ ধাতু), বিস্তীর্ণ (স্তৄ ধাতু), নির্ব্বাণ (বা ধাতু), হীন (হা ধাতু), ইত্যাদি।

তবৎ (ক্তবতু)—কৃ+তবৎ=কৃতবৎ ; পুং কৃতবান্‌।

প্র—আপ্‌+তবৎ=প্রাপ্তবৎ ; পুং প্রাপ্তবান্‌।

বাঙ্গালা ভাষায় তবৎ (ক্তবতু) প্রত্যয়যুক্ত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

৪৬৭। **বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর আ, ইয়া প্রত্যয় যোগে অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সাধিত হয়।** যথা,—

আ—দে'খ্‌+আ=দে'খা, দে'খা ঘটনা।

শুন্‌+আ=শোনা ; শোনা কথা।

ফুট্+আ=ফোটা ; ফোটা ফুল।

ইয়া—আস্+ইয়া=আসিয়া ; সে আসিয়া দেখিল।

৪৬৮। **সংস্কৃত ধাতুর উত্তর স্যৎ (স্যতৃ), ও স্যমান প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ (Future Participle) সাধিত হয়।** যথা,—

স্যৎ (স্যতৃ)—ভূ+স্যৎ=ভবিষ্যৎ ; ভবিষ্যৎ কাল।

স্যমান—বচ+স্যমান=বক্ষ্যমাণ ; বক্ষ্যমাণ বিষয়।

টীকা। "আস্‌ছে বৎসর" এইরূপ প্রয়োগে "আস্‌ছে" ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

৪৬৯। **সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর অন (অনট্, অন), অ (অল্, অ, ঘঞ্), ন (নঙ্) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ (Gerund) সাধিত হয়।** যথা,—

অন (অনট্, ল্যুট্)—ভুজ+অন =ভোজন।
গম্+অন =গমন।
শ্রু+অন =শ্রবণ।

অন (অন, যুচ)—বিদ্+অন+স্ত্রীলিঙ্গে আ=বেদনা।
বন্দ+অন+ „ =বন্দনা
ধারি+অন+ „ =ধারণা

অ (অল, অচ্) —জি+অ =জয়।
আ-শ্রি+অ =আশ্রয়।
ভী+অ =ভয়।

অ (অ)—জিজ্ঞাস্ + অ + স্ত্রীলিঙ্গে আ = জিজ্ঞাসা।
পরি—ঈক্ষ্ + অ + „ = পরীক্ষা।
চিন্তি + অ + „ = চিন্তা।

অ (ঘঞ্) —ত্যজ + অ = ত্যাগ।
আ—হৃ + অ = আহার।
ভন্জ্ + অ = ভঙ্গ।

ন (নঙ্)—প্রচ্ছ্ + ন = প্রশ্ন।
যাচ্ + ন + স্ত্রীলিঙ্গে আ = যাচ্ঞা।
যত + ন = যত্ন।

৪৭০। **বাঙ্গাল ধাতুর উত্তর আ, অন আন', না, ইতে প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ সাধিত হয়।** যথা,—

আ—পড়্ + আ = পড়া; যা + আ = যাওয়া; পাড়্ + আ = পাড়া।
অন—বাঁধ্ + অন = বাঁধন; নাচ্ + অন = নাচন।
আন'—খাওয়া + আন = খাওয়ান'; হাসা + আন = হাসান'।
না—কাঁদ্ + না = কান্না; রাঁধ্ + না = রান্না; বাজ্ + না = বাজনা।
ইতে—দে'খ্ + ইতে = দেখিতে; চল + ইতে = চলিতে।

৪৭১। **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয় পদের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।** ইহা ক্রিয়ারূপে কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি কারকের সহিত অন্বিত হয় এবং বিশেষ্যরূপে নিজে শব্দবিভক্তিযুক্ত হয়। যথা, বই পড়ার সময় গোলমাল করিও না। এই বাক্যে "পড়া" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ম্ম "বই", আবার ইহা নিজে সম্বন্ধ পদ। "আমি সন্দেশ

খাইতে ভালবাসি", এই বাক্যে "খাইতে" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ত্তা "আমি" এবং কর্ম্ম "সন্দেশ", আবার ইহা নিজে "ভালবাসি" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

প্রশ্ন

ক। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :—

দগ্ধ, হিত, হত, আরূঢ়, শয়ান, বর্ত্তমান, গত, স্তব্ধ, ক্ষীণ, ভঙ্গ, চিন্তা, বেদনা, শ্রবণ, প্রশ্ন, হীন, ঊঢ়, উক্ত, শোনা, চলন্ত, রান্না।

খ। কেবল বিশেষ্য না বলিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলিবার কারণ কি ?

শব্দ-গঠন

(Word Building)

৪৭২। ভাষার সমস্ত শব্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা,—নাম, আখ্যাত, নিপাত। বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্ব্বনাম নাম-পদের অন্তর্ভুক্ত। আখ্যাত বলিতে ক্রিয়াপদ বুঝায়। নিপাত বলিতে অব্যয় বুঝায়।

৪৭৩। সর্ব্বনাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত নামপদ প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়-যোগে উৎপন্ন। কৃত=কৃ+ত (ক্ত), এখানে কৃ প্রকৃতি, ত (ক্ত) প্রত্যয়। করা=কর্+আ, এখানে কর্ প্রকৃতি, আ প্রত্যয়। বুদ্ধি=বুধ্+তি (ক্তি), এখানে বুধ্ প্রকৃতি, তি প্রত্যয়। বুদ্ধিমান্

=বুদ্ধি+মান্ (মতুপ্), এখানে বুদ্ধি প্রকৃতি, মান্ (মতুপ্) প্রত্যয়। বুদ্ধিমত্তা=বুদ্ধিমৎ+তা, এখানে বুদ্ধিমৎ প্রকৃতি, তা প্রত্যয়। আমিত্ব—আমি+ত্ব, এখানে আমি প্রকৃতি, ত্ব প্রত্যয়। অতএব দে'খা যাইতেছে যে কৃদন্ত শব্দে প্রকৃতি ধাতু এবং তদ্ধিতান্ত শব্দে প্রকৃতি বিশেষ্য, বিশেষণ কিংবা সর্ব্বনাম হইয়া থাকে।

৪৭৪। আখ্যাতগুলি ধাতুর সহিত বিভক্তিযোগে উৎপন্ন। করে, করিল, করিব, করিত—এই ক্রিয়াপদগুলি কর্ ধাতুর সহিত যথাক্রমে এ, ইল, ইব, ইত বিভক্তি-যোগে সিদ্ধ হইয়াছে।

৪৭৫। নিপাতগুলির কোন ব্যুৎপত্তি নাই; যে'মন,—ও, ই, ত, আহা, স্থ, প্রতি ইত্যাদি।

৪৭৬। **শব্দগঠন তিন প্রকারে হয়।**

(ক) **মুলশব্দ (Primitive Words) ধাতুর সাহত নানা কৃৎ বিভক্তি যোগ করিয়া গঠিত হয়।** যথা,—

কৃ ধাতু—কৃত, করণ, কার্য্য, কৃত্য, ক্রিয়া, কর্ত্তব্য, করণীয়, কর্ম্ম, কৃত্রিম, কর্ত্তা, কারক।

দা ধাতু—দায়ক, দাতব্য, দাতা, দান, দায়, দায়ী, দত্ত, দানীয়।

বচ ধাতু—উক্ত, বক্তব্য, বক্তা, বক্তৃ, বচনীয়, বাচ্য, বচন, উক্তি, বাক্, বিবক্ষা, বাক্য।

মৃ ধাতু—মৃত্যু, মরণ, মর্ত্ত্য, মুমূর্ষু, ম্রিয়মাণ, মৃত।

লিখ্ ধাতু—লেখক, লেখনীয়, লেখ্য, লেখা, লেখন, লেখনী, লিখিত।

গম্ ধাতু—গন্তব্য, গমনীয়, গম্য, গমন, গত, গন্তা, জঙ্গম, গতি।

দৃশ্ ধাতু—দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়, দর্শন, দৃষ্ট, দৃশ্য, দ্রষ্টা, দৃক্, দর্শক, দিদৃক্ষা, দৃষ্টি।

পঠ্ ধাতু—পাঠ্য, পঠনীয়, পাঠক, পঠন, পঠিতব্য, পঠিত।

পড়া ধাতু (বাঙ্গালা ধাতু) - পড়ুয়া, পড়া, পড়িয়া পড়িতে, পড়িলে।

বাজা ধাতু (বাঙ্গালা ধাতু)—বাজনা, বাজীয়ে, বাজা, বাজান', বাজাইতে, বাজাইলে।

(খ) **সাধিত শব্দ (Derivative Words) মূল শব্দের সহিত নানা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত হয়।** যথা,—

গুরু—গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা, গরীয়ান্, গরিষ্ঠ, গুরুতর, গুরুতম।

মধু—মাধব, মধুর, মাধুর্য্য, মাধুরী, মধুময়, মাধ্ব।

জল—জলীয়, জলময়, জলা (জলাভূমি), জলো (জলো দুধ)।

বন্ধু—বন্ধুতা, বন্ধুত্ব, বান্ধব।

রাজা (রাজন্)—রাজত্ব, রাজ্য, রাজকীয়, রাজন্য।

মহৎ—মহত্ত্ব, মহত্তম, মহিমা, মহীয়ান্।

মনঃ—মানস, মানসিক।

চোর—চৌর, চৌর্য্য।

চোর (বাঙ্গলা)—চুরি, চোরাই।

(গ) **যুক্ত শব্দ (Compound Words) সমাস দ্বারা গঠিত হয়।** যথা,—

জল—জলচর, জলধর, জলদ, জলজ, জলধি, জলাশয়, জলাচরণীয়,

জলযোগ, জলাতঙ্ক, জলযান, জলৌকা, জলজন্তু, জলবায়ু, জলপূর্ণ, জলশূন্য।

বন—উপবন, বনবাসী, বনচারী, বনকর, বনচর, বনকুক্কুট, বনজঙ্গল, বনদেবতা, বনফুল, বনবিড়াল, বনভোজন, বনমানুষ, বনমালা, বনস্পতি, বনদেবী, বনবিহার।

অক্ষি—অক্ষিগোলক, অক্ষিকাচ, অক্ষিপট, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সমক্ষ।

মুখ—মুখবন্ধ, মুখশ্রী, মুখচন্দ্রিকা, মুখচ্ছবি, মুখরুচি, মুখশুদ্ধি, মুখপত্র।

রাজা—রাজকন্যা, রাজকবি, রাজকর, রাজকুমার, রাজছত্র, রাজযোটক, রাজটীকা, রাজভক্ত, রাজতন্ত্র, রাজদণ্ড, রাজদরবার, রাজদূত, রাজধর্ম্ম, রাজনীতি, রাজপথ, রাজপুরুষ, রাজপ্রাসাদ, রাজবংশ, রাজমহল, রাজরাণী, রাজসিংহাসন, রাজপুত্র, রাজসভা, রাজহংস, রাজবাড়ী।

সাধিত বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং তাহাদের প্রয়োগ

(Derivative Nouns and Adjectives in common use and sentences containing them)

৪৭৭। **সাধিত শব্দগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে।** যথা,—

(ক) **মূল বিশেষ্য হইতে সাধিত বিশেষ্য (Derivative Nouns)**—

বাঙ্গালা শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
রাখাল	ই	কার্য্য	রাখালি
চোর	,,	,,	চুরি
দোকানদার	,,	,,	দোকানদারি
তেল	ঈ	জীবিকা	তেলী
দাঁড়	,,	,,	দাঁড়ী
ঢোল	,,	,,	ঢুলী
বুড়া	আমি	নিন্দিত ভাব	বুড়ামি
পাগল	,,	,,	পাগলামি
ঘর	,,	নির্ম্মাণ করে যে	ঘরামি
ঘটক	আলি	কার্য্য	ঘটকালি
হাত	আ	সদৃশ বস্তু	হাতা
পা	,,	,,	পায়া
জাল	ইয়া	জীবিকা	জালিয়া, জেলে
মোট	,,	,,	মুটিয়া, মুটে
বাবু	আনি	ভাব	বাবুয়ানি
বিবি	আনা	,,	বিবিয়ানা
লাঠি	আল	অস্ত্র যাহার	লাঠিয়াল
পয়সা	ওয়ালা	আছে যাহার	পয়সাওয়ালা
বাড়ী	,,	,,	বাড়ীওয়ালা
সাপ	উড়িয়া	জীবিকা	সাপুড়িয়া, সাপুড়ে
ঘাস	,,	,,	ঘাস্থড়িয়া, ঘেস্থড়ে
শাঁখ	আরী	,,	শাঁখারী

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
পূজা	আরী	জীবিকা	পূজারী
কাঠ	উরিয়া	,,	কাঠুরিয়া
মুটে	গিরি	কার্য্য	মুটেগিরি
কেরানী	,,	,,	কেরানীগিরি
দোকান	দার	জীবিকা	দোকানদার
আড়ত	,,	,,	আড়তদার
পান	দান, দানি	আধার	পানদান, পানদানি
ফুল	,,	,,	ফুলদান, ফুলদানি
জাল	তি	ক্ষুদ্র	জালতি
চাক	,,	,,	চাকতি
কাঠ	ই	ক্ষুদ্র	কাঠি
ছোরা	,,	,,	ছুরি
চোঙ্গা	,,	,,	চুঙ্গি
গিন্নী	পনা	কর্ম্ম	গিন্নীপনা
সতী	,,	,,	সতীপনা
আরব	ঈ	ভাষা	আরবী
নেপাল	,,	,,	নেপালী
কাবুল	,,	দেশবাসী	কাবুলী
মাদ্রাজ	,,	,,	মাদ্রাজী
মশাল	চি	রাখে যে	মশালচি
খাজানা	,,	,,	খাজাঞ্চি
দেগ, ডেক	,,	ক্ষুদ্র	দেগচি, ডেকচি
বেঙ	আচি	,,	বেঙ্গাচি

উদাহরণ

চাষী, মুটে, জেলে প্রভৃতি শ্রমিকগণ আমাদের সম্মানের পাত্র।
আজকাল বাবুয়ানি কেহই পছন্দ করে না।
বুড়ার ছেলেমি এবং ছেলের বুড়ামি দুই-ই সমান।
নেপালীদের ভাষা নেপালী।
ছোট মেয়ের গিন্নীপনা ভাল লাগে না।
মালী ফুলদানিতে ফুল সাজাইতেছে।

সংস্কৃত শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
মনু	অ (ষ্ণ, অণ্)	অপত্য	মানব
শিব	,,	তাহার ভক্ত	শৈব
ভরত	,,	তাহার বিষয়ে গ্রন্থ	ভারত
ছত্র	,,	শীল (স্বভাব)	ছাত্র
তিল	,,	তাহার বিকার	তৈল
শিশু	,,	তাহার ভাব	শৈশব
পুরুষ	,,	তাহার ভাব বা কর্ম্ম	পৌরুষ
বন্ধু	,,	স্বার্থে	বান্ধব
নর	আয়ন (ষ্ণায়ন, ফক্)	গোত্রাপত্য	নারায়ণ
দ্বীপ	,,	তাহাতে উৎপন্ন	দ্বৈপায়ন
রাম	,,	তাহার বিষয়ে গ্রন্থ	রামায়ণ
দশরথ	ই (ষ্ণি, ইঞ্)	অপত্য	দাশরথি
রেবতী	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	অপত্য	রৈবতিক
নৌ	,,	তাহাদ্বারা জীবিকা	নাবিক

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
ভগিনী	এয় (ঞ্চেয়, ঢক্)	অপত্য	ভাগিনেয়
সরমা	,, ,,	,,	সারমেয়
চণক	য (ষ্ণ্য, যঞ্)	গোত্রাপত্য	চাণক্য
সম্রাট্	,,	সম্বন্ধী	সাম্রাজ্য
গণপতি	য (ষ্ণ্য, ণ্য)	তাহার ভক্ত	গাণপত্য
সুভগ	য (ষ্ণ্য, ষ্যঞ্)	তাহার ভাব	সৌভাগ্য
অলস	,,	তাহার ভাব বা কর্ম্ম	আলস্য
অতিথি	য (ষ্ণ্য, ঞ্য)	তাহার জন্য	আতিথ্য
সেনা	,,	স্বার্থে	সৈন্য
অর্ঘ	য (য, যৎ)	তাহার জন্য	অর্ঘ্য
সূর	,,	স্বার্থে	সূর্য্য
নৌ	ক (ক, কন)	,,	নৌকা

উদাহরণ

শৈশবকালে আলস্য করিলে বার্দ্ধক্যে কষ্ট পাইতে হয়।

রামায়ণে দাশরথি রামের বৃত্তান্ত আছে।

পূর্ব্বে শাক্তে ও বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব ছিল।

নাবিক নৌকাযোগে সৈন্যগণকে নদী পার করিল।

দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের রচয়িতা।

চাণক্য মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপনে অশেষ সাহায্য করেন।

পৌরুষ দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হয়।

অধ্যয়ন ছাত্রগণের তপস্যা।

নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান অনাবশ্যক

(খ) মুখ্য বিশেষ্য হইতে সাধিত বিশেষণ (**Derivative Adjectives**)—

বাঙ্গালা শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
পশম	ই, ঈ	নির্ম্মিত	পশমি, পশমী
বিলাত	”	সম্বন্ধীয়	বিলাতি, বিলাতী
ভার	”	আছে	ভারী
রূপা	আলি	সদৃশ বা সম্বন্ধীয	রূপালি
লুন	আ	আছে যাহার বা যাহাতে	লোনা
পাহাড়	ইয়া, এ	সম্বন্ধীয়	পাহাড়িয়া, পাহাড়ে
আমোদ	”	যুক্ত বা আসক্ত	আমুদে
মাঠ	উয়া, ও	সম্বন্ধীয়	মেঠো
ঘর	” ”	যুক্ত বা আসক্ত	ঘরো
ঢাল	উ	আছে	ঢালু
পেট	উক	আসক্তি	পেটুক
ধার	আল’	আছে	ধারাল’
মেঘ	লা	যুক্ত	মেঘলা
বুক	সই	পরিমাণ	বুকসই
নুন	তা	বিশিষ্ট	নোন্‌তা
কাল	সা	সদৃশ	কাল্‌সা
কাল	চে	ঈষৎ	কাল্‌চে
মামা	ত	সম্পর্কীয়	মামাত
পিসা	তুত	”	পিস্‌তুত

উদাহরণ

পাহাড়িয়া সাপ অতি ভীষণ।

মেঘলা দিনে মেঠো সুঁরে রাখালেরা গান গায়।

লোনা মাছ খাইয়া পেটুক আইঢাই করিতেছে।

ঢালু জমিতে ভারী জিনিস স্থির থাকিতে পারে না।

ছেলেটী খুব আমুদে।

সংস্কৃত শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
বেদ	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	তাহা জানে বা অধ্যয়ন করে	বৈদিক
মনঃ	”	তাহা দ্বারা কৃত	মানসিক
সমুদ্র	”	তাহাতে উৎপন্ন	সামুদ্রিক
মক্ষিকা	অ (ষ্ণ, অণ্)	তাহা দ্বারা কৃত	মাক্ষিক
শরৎ	”	তাহাতে উৎপন্ন	শারদ
তালু	য য, যৎ)	”	তালব্য
মানব	ঈয় (ঈয়, ছ)	”	মানবীয়
কুল	ঈন ঈন, খ)	”	কুলীন
সভা	য (য)	তাহাতে সাধু (ভাল)	সভ্য
সমাজ	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	”	সামাজিক
অতিথি	এয় (ষ্ণেয়, ঢঞ)	”	আতিথেয়

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
সর্ব্বজন	ঈন (ণীন, খঞ্)	তাহাতে সাধু	সর্ব্বজনীন
সর্ব্বজন	ঈন (ঈন, খ)	তাহার জন্য হিত	সর্ব্বজনীন
মাস	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	তাহাতে নিষ্পন্ন বা ব্যাপ্ত	মাসিক
পিতা	ক (কণ্, ঠঞ্)	তাহা হইতে আগত	পৈতৃক
দণ্ড	য (য, যৎ)	তাহার যোগ্য	দণ্ড্য
বধ	"	"	বধ্য
স্বর্গ	"	তাহার জন্য প্রয়োজন	স্বর্গ্য
যশঃ	"	"	যশস্য
ন্যায়	য (য, যৎ)	সঙ্গত	ন্যায্য
বিধি	অ (ষ্ণ, অণ্)	"	বৈধ
শাস্ত্র	ঈয় (ণীয়, ছ)	"	শাস্ত্রীয়
পৃথিবী	অ (ষ্ণ, অণ্)	সম্বন্ধীয়	পার্থিব
জল	ঈয় (ঈয়, ছ)	"	জলীয়
গো	য (য, যৎ)	"	গব্য
বুদ্ধি	মান্ (মতুপ)	অস্তি (আছে)	বুদ্ধিমান্
ধন	বান্ (বতুপ্ , মতুপ)	"	ধনবান্
মায়া	বী (বিন্, বিনি)	"	মায়াবী
ধন	ঈ (ইন্, ইনি)	"	ধনী
শ্রম	ইক (ইক, ঠন্)	"	শ্রমিক
মধু	র	"	মধুর
শীত	ল (ল, লচ্)	"	শীতল
ফেন	ইল (ইল, ইলচ)	"	ফেনিল

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
লোম	শ	অস্তি (আছে)	লোমশ
পুলক	ইত (ইত্, ইতচ)	জাত	পুলকিত
জল	ময় (ময়ট্)	ব্যাপ্তি	জলময়
স্বর্ণ	„	বিকার	স্বর্ণময়
কাষ্ঠ	„	অবয়ব	কাষ্ঠময়
দয়া	„	অভেদ	দয়াময়
বিন্দু	মাত্র (মাত্র, মাত্রচ্)	প্রমাণ	বিন্দুমাত্র

উদাহরণ

পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায্য অধিকার।

সামুদ্রিক মৎস্য খাইতে সুস্বাদু।

শ্রমিক ধনীকে ঈর্ষ্যা করে।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পার্থিব বাসনা-ত্যাগ শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ কখনও কৃপণের আতিথ্য স্বীকার করে না।

মায়াবী রাক্ষসের মনে বিন্দুমাত্র দয়া নাই।

(গ) **সর্ব্বনাম হইতে সাধিত বিশেষ্য (Derivative Nouns)—**

বাঙ্গালা শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
আমি	ত্ব	ভাব	আমিত্ব

সংস্কৃত শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
মম	ত্ব	ভাব	মমত্ব
„	তা (তা, তল্)	„	মমতা
অহম্	ইক, স্ত্রী আ	„	অহমিকা

উদাহরণ

আমিত্ব ত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। ধার্ম্মিকগণের সকল জীবের প্রতি মমতা থাকে।

(ঘ) **সর্ব্বনাম হইতে সাধিত বিশেষণ (Derivativive Adjective)**—

সংস্কৃত

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
মদ্	ঈয় (ঈয়, ছ)	সম্বন্ধীয়	মদীয়
অস্মদ্	„	„	অস্মদীয়
ত্বদ্	„	„	তদীয়
যুষ্মদ্	„	„	যুষ্মদীয়।

উদাহরণ

ভরত তদীয় ভ্রাতা এবং মদীয় ভাগিনেয়।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ কর এবং তাহাদের এক একটী লইয়া বাক্য রচনা কর :—হিন্দুয়ানি, চতুরালি, জালতি, রামায়ণ, বাৎস্য, বাদরায়ণ, আদিত্য, নৌকা, বালক, হেটো, পানসা, নৈয়ায়িক, বিশ্বজনীন, মেধাবী, ভবদীয়, কাঁচা।

২। এক একটী শব্দ গঠন কর :—ঢোল জীবিকা যাহার, ভিক্ষা জীবিকা যাহার, পায়ের সদৃশ, মধুরের ভাব, দুহিতার পুত্র, অশ্বলের প্রপৌত্র, বসন্তকালে উৎপন্ন, গোসম্বন্ধীয়, তাহাদের সম্বন্ধীয়, মধুদ্বারা ব্যাপ্ত।

বাক্য প্রকরণ (Syntax)

৪৭৮। বাক্য-প্রকরণে, বাক্য, বাক্যের বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্ত্তন, বাক্য-রীতি, বাক্যের বা বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

বাক্য (Sentence)

৪৭৯। 'চাঁদ উঠিয়াছে' এখানে একটী সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য দুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই দুইটী শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। "চাঁদ" কি করিয়াছে? না, "উঠিয়াছে"। "উঠিয়াছে" কি? না, "চাঁদ"। শুধু "চাঁদ", কি শুধু "উঠিয়াছে" বলিলে আকাঙ্ক্ষার শেষ হইত না, অর্থাৎ তাহার পর কিছু জানিতে ইচ্ছা হইত এবং বক্তার মনের ভাবও সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইত না। "চাঁদ উঠিয়াছে" বলায় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে এবং বক্তার মনোভাব বুঝা যাইতেছে। অতএব "চাঁদ উঠিয়াছে" একটী বাক্য এবং "চাঁদ" ও "উঠিয়াছে" ইহারা এক একটী পদ। অতএব

একটী সম্পূর্ণ মনোভাব যে-সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।

৪৮০। "চাঁদ উঠিয়াছে" এই বাক্যে "উঠিয়াছে" কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে? না, "চাঁদ"-কে। অতএব এই বাক্যে "চাঁদ"

উদ্দেশ্য। অন্যপক্ষে, এই বাক্যে চাঁদ সম্বন্ধে কি বিধান বা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে? না, "উঠিয়াছে"। অতএব "উঠিয়াছে" বিধেয়।

কোন বাক্যে যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হয়, তাহা উদ্দেশ্য (Subject)।

উদ্দেশ্য বিষয়ে যাহা বিধান বা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা বিধেয় (Predicate)।

অতএব দে'খা যাইতেছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় লইয়া একটী বাক্য গঠিত হয়।

৪৮১। **কোন বাক্যে যাহা বিধেয়, তাহা সমাপিকা ক্রিয়া। উদ্দেশ্য ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা।**

৪৮২। কেবল অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা **বাক্যাংশ** গঠিত হয়, বাক্য হয় না। "আমি তাহাকে দেখিতে", "সে গিয়া", "রহীম আমাকে বলিলে", এইগুলি বাক্যাংশ।

৪৮৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে অন্য পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারা প্রসারিত করা অর্থাৎ বাড়ান যাইতে পারে। এইগুলিকে উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের প্রসারক বলা যায়। "সফীর ভাই যকী কাঁদিতেছে।" "সফীর ভাই যকী মাটিতে শুইয়া কাঁদিতেছে।" "সফীর ভাই যকী, সেই যে মায়ের আদুরে ছেলে, মাটিতে শুইয়া কাঁদিতেছে।" এই বাক্যগুলিতে "সফীর ভাই", "মাটিতে শুইয়া", "সেই যে মায়ের আদুরে ছেলে"— এইগুলির প্রত্যেকটী উদ্দেশ্যের প্রসারক। "যকী চেঁ'চাইয়া কাঁদিতেছে।" "যকী মিঠায়ের জন্য চেঁ'চাইয়া কাঁদিতেছে।" "যকী মিঠাই খাইতে পায় নাই বলিয়া মিঠাইয়ের জন্য চেঁ'চাইয়া কাঁদিতেছে।" "চেঁ'চাইয়া", "মিঠাইয়ের জন্য", "মিঠাই খাইতে পায় নাই বলিয়া" এইগুলির প্রত্যেকটী বিধেয়ের প্রসারক।

৪৮৪। **যে পদ বা পদসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রসারিত হয়, তাহাকে উদ্দেশ্যের প্রসারক (Adjuncts to the Subject) বলে।**

৪৮৫। উদ্দেশ্যের প্রসারক নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে—

(১) বিশেষণ পদ—**ধীর** বাতাস বহিতেছে।

(২) সম্বন্ধ পদ—**করীমের** পিতা আসিয়াছেন।

(৩) সমকারক বিশেষ্য (**Noun in Apposition**)—ফিলিপের **পুত্র** মহান্ আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

(৪) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশ—শ্যাম **বনে চলিতে চলিতে** একটী বাঘ দেখিতে পাইল ; আমি **ফরাসী-দেশে বে'ড়াইয়া** আসিয়াছি।

৪৮৬। অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া কিংবা সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত কর্ম্ম বা অন্য অর্থসঙ্গতিযুক্ত পদ বা পদসমষ্টি বাক্যের বিধেয় হইতে পারে। যথা,—

(১) অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া—আমি **যাই**।

(২) বিশেষণীয় শব্দ— (**qualifying words**) বিহীন কিংবা বিশেষণীয় শব্দযুক্ত কর্ম্মের সহিত সমাপিকা ক্রিয়া—আমি **রবীন্দ্রনাথকে জানি** ; আমি **কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে জানি** ; আমি **ভারতের সুসন্তান রবীন্দ্রনাথকে জানি**।

(৩) সম্পূরক (**Complement**) পদ বা পদ-সমষ্টির সহিত সমাপিকা ক্রিয়া—আকবরের পর জাহাঁগীর **ভারতের সম্রাট্ হইলেন**।

(৪) কর্ম্ম এবং সম্পূরক পদের সহিত সমাপিকা ক্রিয়া—

দস্যু তাহ'কে **সর্ব্বস্বান্ত** করিয়াছিল। প্রজাগণ গোপালকে **রাজা** করিয়াছিল।

টীকা। কতকগুলি ক্রিয়া পদের সহিত যে পদ বা পদসমষ্টি প্রযুক্ত হইয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে, তাহাকে **সম্পূরক পদ** (**Complement**) বলে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে "সম্রাট্", "সর্ব্বস্বান্ত", "রাজা", এইগুলি **সম্পূরক পদ**।

৪৮৭। **যে পদ বা পদসমূহদ্বারা বিধেয় ক্রিয়া প্রসারিত হয়, তাহাকে বিধেয়ের প্রসারক (Adjuncts to the Predicate-verb) বলে।**

৪৮৮। নিম্নলিখিতগুলি বিধেয়ের প্রসারক হইতে পারে—

(১) ক্রিয়া-বিশেষণ—বাতাস **ধীরে** বহিতেছে। **আস্তে আস্তে** চল।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় বাক্যাংশ—তিনি **বিফলমনোরথ হইয়া** চলিয়া আসিয়াছেন। সুশীল **আমাকে দেখিতে** আসিয়াছে ; **সন্ধ্যা হইলে** আকাশে তারা দে'খা যায়।

(৩) করণ কারক—**ছুরী দিয়া** কলম কাট।

(৪) অপাদান কারক—সে **ঢাকা হইতে** আসিয়াছে।

(৫) অধিকরণ কারক—**কলিকাতায়** যাদুঘর আছে।

সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য
(Simple, Compound and Complex Sentences)

৪৮৯। কোন বাক্যে একটী সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে তাহা **সরল বাক্য** (**simple sentence**)। কোন বাক্যে এ'কের অধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, তাহা **যৌগিক বাক্য**

(**compound sentence**) কিংবা **জটিল বাক্য** (**complex sentence**) হইবে। **বাক্য এই তিন প্রকারের হয়।**

খাঁচার মধ্যে পাখী মধুর স্বরে গান করিতেছে।—সরল বাক্য।

খাঁচার মধ্যে পাখী মধুর স্বরে গান করিতেছে ; কিন্তু তাহার মনে সুখ নাই।—যৌগিক বাক্য।

ঐ শুন খাঁচার মধ্যে পাখী কে'মন মধুরস্বরে গান করিতেছে।—জটিল বাক্য।

৪৯০। **দুই বা ততোধিক স্বাধীন** (**Co-ordinate**) **বাক্য স্বাধীন যোজক অব্যয়** (**Co-ordinate Conjunction**) **দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে একটী পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহা যৌগিক বাক্য।**

পূর্ব্বোক্ত যৌগিক বাক্যের উদাহরণে দুইটী স্বাধীন বাক্য "কিন্তু" এই স্বাধীন যোজক-অব্যয়দ্বারা সংযুক্ত হইয়া একটী যৌগিক বাক্য হইয়াছে।

(১) যদু-বাবুর বড় ছেলে চাকরী করে **এবং** ছোটটী স্কুলে পড়ে।

—সংযোজক অব্যয়।

(২) সে স্কুলে যায়, **কিন্তু** লেখা-পড়ায় মন দে'য় না।

—সঙ্কোচক অব্যয়।

(৩) হয় আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, **নয়** আমি আর পড়িব না।

—বিকল্পবাচক অব্যয়।

(৪) ওলী ভাল ছেলে, **সুতরাং** সকলে তাহাকে ভালবাসে।

—হেতুবাচক অব্যয়।

৪৯১। পুনরুক্তি পরিত্যাগের জন্য যৌগিক বাক্যগুলি প্রায়ই সংক্ষিপ্ত (contracted) আকারে ব্যবহৃত হয়।

(ক) একই উদ্দেশ্যের কতকগুলি বিধেয় থাকিতে পারে। যথা,—

(১) তিনি বিদ্বান্, কিন্তু (তিনি) চরিত্রহীন।

(২) আমরা সেখানে খাইব, (আমরা) বেড়াইব, (আমরা) খেলিব এবং (আমরা) আমোদ আহ্লাদ করিব।

(খ) একই বিধেয়ের কতগুলি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যথা,—

(১) হয় যদু নয় তাহার ভাই এই কাজ করিয়াছে (=হয় যদু এই কাজ করিয়াছে, নয় তাহার ভাই এই কাজ করিয়াছে)।

(২) রাম, শ্যাম ও যদু বে'ড়াইতে গিয়াছে (=রাম বে'ড়াইতে গিয়াছে ও শ্যাম বে'ড়াইতে গিয়াছে ও যদু বে'ড়াইতে গিয়াছে)।

কয়েকটী বিধেয় বা উদ্দেশ্য সংযোজক অব্যয়দ্বারা যুক্ত হইলে অব্যয়টী কেবল শেষের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়; যে'মন ক (২) এবং খ (২) উদাহরণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪৯২। আমি দেখিলাম যে মাঠে একটী বাছুর খে'লা করিতেছে। এই পূর্ণ বাক্য দুইটী বাক্য লইয়া গঠিত হইয়াছে—(১) আমি দেখিলাম, (২) মাঠে একটী বাছুর খে'লা করিতেছে। আমরা এই দুইটী বাক্যকে খণ্ডবাক্য (clause) বলিব। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যটী প্রথম খণ্ডবাক্যের অধীন। আমি কি দেখিলাম? মাঠে একটী বাছুর খে'লা করিতেছে। অতএব দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যটী প্রথম খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার বিশেষ্যস্থানীয় কর্ম্ম। আমরা প্রথম বাক্যটীকে প্রধান খণ্ডবাক্য (Principal Clause) এবং দ্বিতীয় বাক্যটীকে অধীন খণ্ডবাক্য (Subordinate Clause) বলিব এবং পূর্ণ বাক্যটীকে জটিল বাক্য (Complex Sentence) বলিব। অতএব

ক। যে বাক্যে একটী প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা ততোধিক অধীন খণ্ডবাক্য থাকে, তাহা জটিল বাক্য (Complex Sentence)

খ। যে বাক্যগুলি লইয়া একটি জটিল বাক্য গঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেককে খণ্ড-বাক্য (Clause) বলে।

গ। যে খণ্ডবাক্যে প্রধান বিধেয় থাকে, তাহা প্রধান খণ্ডবাক্য (**Principal Clause**)।

ঘ। যে খণ্ডবাক্য অপর খণ্ডবাক্যের অংশ-রূপে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণের কার্য্য করে, তাহা অধীন খণ্ডবাক্য (**Subordinate Clause**)।

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য
(Noun, Adjective and Adverbial Clauses)

৪৯৩। খণ্ডবাক্য ত্রিবিধ—বিশেষ্য-স্থানীয় (**Noun-Clause**), বিশেষণ-স্থানীয় (**Adjective-Clause**) এবং ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় (**Adverb-Clause**).

ক। যে খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যের কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া বিশেষ্যের ন্যায় কর্য্যে করে, তাহাকে বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য (Noun-Clause) বলে। তুমি খাইবে কি না বল। এই জটিল বাক্যে "তুমি খাইবে কি না" বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য। ইহা "বল" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

খ। যে খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যের কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া বিশেষণের ন্যায় কার্য্য করে, তাহাকে বিশেষণস্থানীয় খণ্ড-বাক্য (Adjective Clause) বলে। যে মিথ্যা কথা বলে সকলে

তাহাকে ঘৃণা করে। এই জটিল বাক্যে "যে মিথ্যা কথা বলে" বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ড বাক্য। ইহা "তাহাকে" এই সর্ব্বনামের বিশেষণ।

গ। যে খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যের কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া ক্রিয়া-বিশেষণের ন্যায় কার্য্য করে, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্য (Adverb-Clause) বলে। সে এরূপ দে'খাইতে লাগিল যে'ন সে অন্ধ। এই জটিল বাক্যে "যে'ন সে অন্ধ" ক্রিয়া-বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য। ইহা "লাগিল" এই ক্রিয়ার বিশেষণ।

ক। বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য (**Noun-Clause**)

৪৯৪। বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য বিশেষ্যের ন্যায় নিম্নলিখিত প্রকারে অন্য পদের সহিত অন্বিত হইতে পারে—

(১) ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(২) ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(৩) ক্রিয়ার সম্পূরক।

(৪) অন্য বিশেষ্যের সহিত সমকারক।

(১) **ক্রিয়ার কর্ত্তা,**

যাহা ঘটে ঘটুক।

যাহা হইবার ছিল, হইয়াছে।

(২) **ক্রিয়ার কর্ম্ম,—**

আমি জানি **যে সত্যবাদিতা একটী মহৎ গুণ।**

তুমি খাইবে কি না বল।

জানি না **কবে সে আসিবে।**

(৩) **ক্রিয়ার সম্পূরক,—**

বোধ হইল **সে মনে মনে হাসিতেছে।**

(৪) **অন্য বিশেষ্যের সহিত সমকারক,—**

তুমি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছ সংবাদে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

সে অঙ্গীকার করিয়াছে **যে সে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না।**

৪৯৫। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে আমরা দেখিলাম যে বিশেষ্য-স্থানীয় খণ্ডবাক্যের যোজক শব্দ কতকগুলি থাকে, যথা,—'যাহা', 'যে' 'কে', 'কি', 'কবে', 'কখন্' এবং কখনও কখনও যোজক শব্দ উহ্যও থাকে

খ। বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য

(Adjective-Clause)

৪৯৬। বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য বিশেষণের ন্যায় অন্য বিশেষ্য বা সর্ব্বনামকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে। যথা,—

(১) আমি সে ছেলেটাকে জানি **যে আমার বাগানে ফুল তুলিয়াছে।**

(২) **যে মিথ্যা কথা বলে** সকলে তাহাকে ঘৃণা করে।

প্রথম উদাহরণে খণ্ডবাক্যটী "ছেলেটাকে" এই বিশেষ্যের বিশেষণ। দ্বিতীয় উদাহরণে খণ্ডবাক্য "তাহাকে" এই সর্ব্বনামের বিশেষণ।

৪৯৭। 'যে,' 'যিনি,' 'যাহা,' এই সর্ব্বনামগুলি বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্যের যোজক-রূপে ব্যবহৃত হয়।

গ। ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্য

(**Adverb-Clause**)

৪৯৮। ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্যের যোজক 'যে' ব্যতীত যে কোন অধীন যোজক অব্যয় হইতে পারে ; যথা,—যদি, যদিও, যেন যেহেতু, যখন, যে'মন, যত, যেখানে, ইত্যাদি।

(১) **যদি সে আসে,** তবে আমি খুব খুশী হই।

(২) **যদিও তিনি দরিদ্র,** তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ।

(৩) ভিখারীটা এরূপ দেখাইতে লাগিল **যে'ন সে অত্যন্ত পীড়িত।**

(৪) আমি তাহাকে পছন্দ করি না, **যে হেতু সে গর্ব্বিত।**

(৫) **যখন শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিলেন,** ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া উঠিল।

(৬) **যে'মন কর্ম্ম করিবে** তে'মন ফল পাইবে।

(৭) **যত গর্জ্জে,** তত বর্ষে না।

(৮) **যেখানে ইচ্ছা হয়,** চলিয়া যাও।

প্রশ্ন

ক। বাক্য কয় প্রকার? তাহাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

খ। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে অধীন খণ্ডবাক্যগুলি পৃথক্ করিয়া লিখ এবং অন্য পদের সহিত তাহার অন্বয় নির্দ্দেশ কর :—

(১) হঠাৎ সরকার হইতে জরুরি তার আসিল, তাহাকে সেই দিনই রওয়ানা হইতে হইবে।

(২) মেয়েটী ডাকঘরে রোজই যায়, যদি তাহার বাপের পত্র আসিয়া থাকে।

(৩) সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, পত্রে কি লেখা আছে।

(৪) ছেলেটী যখন জানিল বাপ আর আসিবে না, তখন সে মায়ের চিবুকখানি ধরিয়া বলিল, "মা, মা, বাবাকে আসিতে বল; আমি আর রাগ করিয়া থাকিব না।"

(৫) সীতা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া এত আকুল হইলে কে'ন? কি বলিবে ত্বরায় বল।

(৬) আলস্যের সহিত সমাজদ্রোহের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, আলস্যের সহিত বিশ্বদ্রোহিতার কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

(৭) যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ-ভাতি।

(৮) যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

(Analysis of Simple Sentences)

৪৯৭। **যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (উক্ত বা অনুক্ত) থাকে, তাহাকে সরল বাক্য বলে।** যথা,—

বৃষ্টি পড়িতেছে। ফুলটী সুন্দর (হয়)।

৫০০। একটী সরল বাক্যে একটী উদ্দেশ্য ও একটী বিধেয় অবশ্য থাকে; ইহার অতিরিক্ত, উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক থাকিতে পারে। কোন সরল বাক্যকে তাহার চারি প্রধান অংশে বিভাগ করার নাম **বিশ্লেষণ** (**Analysis**)।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণের উদাহরণ—

(ক) এ'কদা এ'ক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

(খ) সন্ন্যাসী নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(গ) আমার পিতা অতিযত্নসহকারে আমাদের সকলকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।

(ঘ) সুবিখ্যাত আকবর অল্প বয়সেই ভারতের সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

(ঙ) আমি তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী কোথাও দেখি নাই।

(চ) তিনি পরম ধার্ম্মিক।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

বাক্য সংখ্যা	১। উদ্দেশ্য	২। উদ্দেশ্যের প্রসারক	৩। বিধেয়			বিধেয়ের ক্রিয়ার প্রসারক
			কর্ম্ম (বিশেষণীয় পদ সহ)	সম্পূরক (বিশেষণীয় পদ সহ)	সমাপিকা ক্রিয়া	
ক	হাড়				ফুটিয়াছিল	(১) একদা, (২) বাঘের গলায়
খ	সন্ন্যাসী	(১) নানা দেশভ্রমণ করিয়া (২) অবশেষে কাশীতে আসিয়া		উপস্থিত	হইলেন	
গ	পিতা	আমার	(১) আমাদের সকলকে (২) লেখাপড়া		শিখাইয়াছিলেন	অতি যত্ন সহকারে
ঘ	আকবর	সুবিখ্যাত		ভারতের সম্রাট্	হইয়াছিলেন	অতি অল্প বয়সেই
ঙ	আমি		তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী		দেখি নাই	কোথায়ও
চ	তিনি			পরম ধার্ম্মিক	হন (উহ্য)	

প্রশ্ন

ক। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্দেশ্যের প্রসারণ কর—

(১) রাখালেরা খে'লা করিতেছে।

(২) ঈশ্বর পরম দয়াময়।

(৩) সে যাইতেছে।

খ। উদ্দেশ্যের যত প্রকার প্রসারক হইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেকটীর উদাহরণ দাও।

গ। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারণ কর—

(১) চারু হাসিতেছে।

(২) বালকটী চন্দ্র দেখিতেছে।

(৩) তিনি শিক্ষক হইয়াছেন।

ঘ। বিধেয় কত প্রকারের হইতে পারে? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

৮। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর ঃ—

(১) হাজী মুহম্মদ মুহ্সিন পরের হিতের জন্য আপনার সমস্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

(২) দিল্লীর সম্রাট নসীরুদ্দীন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

(৩) অন্যায়দ্বারা ধনী হওয়া অপেক্ষা ন্যায়-পথে চিরদুঃখী থাকা ভাল।

(৪) "চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন্
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?"

(৫) কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত থাকা মানুষের প্রকৃত কর্ত্তব্য নহে।

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

(Analysis of Complex sentences.)

৫০১। জটিল বাক্যকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমে প্রধান খণ্ডবাক্য ও অধীন খণ্ডবাক্যগুলিকে পৃথক্ করিতে হয় এবং অধীন খণ্ডবাক্যগুলিকে অন্য খণ্ডবাক্যের সহিত কিরূপে অন্বিত তাহা বলিতে হয়। তৎপরে এক একটি খণ্ডবাক্যের বিশ্লেষণ করিতে হয়।

শুন, পাখী কি মধুর গান করিতেছে! এই জটিল বাক্যকে এই রূপে বিশ্লেষণ করিবে—

(১) খণ্ডবাক্যগুলি—

(ক) শুন—প্রধান খণ্ডবাক্য (সরল বাক্য)

(খ) পাখী কি মধুর গান করিতেছে—বিশেষ্যস্থানীয় সরল বাক্য, "শুন" এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

বাক্য সংখ্যা	১। উদ্দেশ্য	২। উদ্দেশ্যের প্রসারক	৩। বিধেয়			বিধেয়ের ক্রিয়ার প্রসারক
			কর্ম্ম, বিশেষণীয় পদ সহ)	সম্পূরক বিশেষণীয় পদ সহ	সমাপিকা ক্রিয়া	
ক	তুমি (উহ্য)	×	পাখী কি মধুর গান করিতেছে	×	শুন	×
খ	পাখী	×	কি মধুর গান	×	করিতেছে	×

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ
(Analysis of Compound Sentences).

৫০২। যৌগিক বাক্যকে প্রথমে তাহার উপাদানস্বরূপ স্বাধীন বাক্যে বিশ্লেষণ কর। তৎপরে পৃথক্ রূপে স্বাধীনবাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করিবে, সরল বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায়, জটিল বাক্যকে জটিল বাক্যের ন্যায়।

তুমি যাহাকে ঘৃণা করিতেছ সে দরিদ্র বটে, কিন্তু সে লোভী নয়। এই যৌগিক বাক্যকে এইরূপে বিশ্লেষণ করিবে—

(১) উপাদানস্বরূপ স্বাধীন বাক্য—

(ক) তুমি যাহাকে ঘৃণা করিতেছ সে দরিদ্র বটে।—জটিল বাক্য।

(খ) সে লোভী নয়।—সরল বাক্য।

(২) কিন্তু।—স্বাধীন যোজক অব্যয়।

ইহার পর (ক) জটিল বাক্যকে জটিল বাক্যের ন্যায় এবং (খ) সরল বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর—

(১) এবার বালক ভূদেব উত্তর দিল, "যে শাস্ত্র পাঠ করিলে বাপকে এত নিষ্ঠুর করে, সে শাস্ত্র আমি কিছুতেই পড়িব না।"

(২) জীবনের লক্ষ্য-ভ্রংশ যদি পাপ, জীবনের কর্ত্তব্য-বিষয়ে আলস্য ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ।

(৩) বাবুরাম বাবু সাহস পাইলেন বটে, তথাপি অস্থির হইতে লাগিলেন।

(৪) ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভূত হইয়া অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

বাক্যের প্রকার পরিবর্ত্তন

(Conversion of sentences from one form to another)

৫০৩। সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।
আমি তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি।

ইহা আমার বিশ্বাস।
আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহা এই।

সে তাহার পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।
তাহার পিতা যে ঋণ করিয়াছিলেন, সে তাহা পরিশোধ করিয়াছে।

৫০৪। জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে; যথা,—

আমরা আনন্দিত হইয়াছি যে তিনি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন।
তাঁহার উচ্চ সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

তোমার নাম কি, বল।
তোমার নাম বল।

সে যাহা বলিল তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।
তাহার কথার এক বর্ণও সত্য নহে।

যে বালক মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না।
মিথ্যাবাদী বালককে কেহ ভালবাসে না।

উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে খণ্ডবাক্যকে বিশেষ্য প্রভৃতি পদে পরিবর্ত্তিত করিলে, জটিল বাক্য সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত হয়।

৫০৫। সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যায়। যথা,—

আমরা আহার শেষ করিয়া তামাশা দেখিতে গেলাম।
আমরা অগ্রে আহার শেষ করিলাম; পরে তামাশা দেখিতে গেলাম।

আমি তোমা বৈ আর কাহাকেও মানি না।
আমি কেবল তোমাকে মানি, আর কাহাকেও মানি না।

বৃষ্টি সত্ত্বেও সে স্কুলে আসিয়াছে।
বৃষ্টি হইতেছে; তবুও সে স্কুলে আসিয়াছে।

৫০৬। যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

রাত্রি প্রভাত হইল; সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।
রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সে পড়ুক, নয় ত আমি তাহাকে ভালবাসিব না।
সে না পড়িলে, আমি তাহাকে ভালবাসিব না।

ছেলেটীর জ্বর হইয়াছে, তবুও সে খে'লা করিতেছে।
ছেলেটী জ্বর সত্ত্বেও খে'লা করিতেছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় কিংবা খণ্ডবাক্যকে একটী বাক্যাংশে (phrase) বা পদে পরিবর্ত্তন দ্বারা যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তন করা যায়।

৫০৭। যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার কোন শাস্তি হইবে না।
যদি দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার কোন শাস্তি হইবে না।

আমার কথা শুন ; নয় ত আমি রাগ করিব।
যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আমি রাগ করিব।

সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান্।
যদিও সে দরিদ্র, তথাপি (তবুও) সে চরিত্রবান্।

সে কখনও মিথ্যা বলে না ; এই জন্য (সুতরাং, অতএব) সে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।
সে কখনও মিথ্যা বলে না বলিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে যে যৌগিক বাক্যের প্রথম বাক্যকে অধীন খণ্ডবাক্যে এবং দ্বিতীয় বাক্যকে প্রধান খণ্ডবাক্যে পরিণত করিলে জটিল বাক্য গঠিত হয়।

৫০৮। জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

তাহার অর্থ আছে বলিয়া সে অত্যন্ত গর্ব্বিত।
তাহার অর্থ আছে ; এই জন্য সে অত্যন্ত গর্ব্বিত।

আমি যে কলমটী হারাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি।
আমি একটী কলম হারাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা পুনরায় পাইয়াছি।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে যে, জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিলে, বাক্যগুলির ক্রম (order) একই থাকে, কিন্তু জটিল বাক্যের অধীন খণ্ডবাক্য (subordinate clause) স্বাধীন খণ্ডবাক্যে (co-ordinate clause) পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর—

(ক) আমি রবিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া বোলপুরে গিয়াছিলাম।

(খ) যদি বৃষ্টি না হয়, তবে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে।

(গ) যে সদা সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে।

(ঘ) যে পথ সত্য ও সরল সেই পথে থাকিয়াই লোকে ভাগ্যবান্ হইতে পারে।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে জটিল বাক্যে পরিণত কর—

(ক) আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

(খ) ইহা আমার বিশ্বাস।

(গ) হীনচরিত্র মানব পশু হইতেও অধম।

(ঘ) সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোনক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

(ঙ) কিছু খাও ; নয় ত আমি রাগ করিব।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর—

(ক) সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী ও মেয়ের কাছে বসিয়া সে সমুদ্রের বর্ণনা করিত।

(খ) একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(গ) ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বে সমস্তই নশ্বর।

(ঘ) যদিও সে দরিদ্র তবুও তাহার মন উন্নত।

বিবিধ প্রকারে বাক্যের ভাবপ্রকাশ

(Expression of ideas in a sentence in different ways)

৫০৯। অর্থের পরিবর্ত্তন না করিয়া এক প্রকারের বাক্যকে অন্যপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। বাচ্য-পরিবর্ত্তন এইরূপ বাক্য পরিবর্ত্তনের একটী উদাহরণ-স্থল। তদ্‌ভিন্ন বক্ষ্যমাণরূপে বাক্যের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

৫১০। বিভিন্নরূপে বাক্যের সাপেক্ষতা (Condition) প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা,—

যদি তুমি আমাকে মার, তবেই আমি এখান হইতে নড়িব।
যে পর্য্যন্ত না তুমি আমাকে মার, সে পর্য্যন্ত আমি এখান হইতে কিছুতেই নড়িব না।

যদি তুমি প্রাতে ভ্রমণ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।
প্রাতে ভ্রমণ কর; নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।

যদি তুমি আমার বন্ধু হও, তবে আমায় সাহায্য কর।
তুমি কি আমার বন্ধু? তবে আমায় সাহায্য কর।

৫১১। বিভিন্নরূপে তুলনা (Comparison) প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা,—

সে গাধার মত বোকা।
গাধা তাহার চেয়ে বেশী বোকা নহে।

রাম অপেক্ষা শ্যাম ভাল।
রাম শ্যামের মত ভাল নহে।

পৃথিবীর মধ্যে প্যারিস সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর শহর।
পৃথিবীর অন্যান্য শহর অপেক্ষা প্যারিস সুন্দর।
পৃথিবীর কোন শহর প্যারিসের ন্যায় সুন্দর নহে।

৫১২। খেদ বা বিস্ময়-সূচক বাক্য সাধারণ বাক্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা,—

হায়! তাহার কি অধঃপতন!
তাহার শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে।

আমি যদি কবি হইতাম!
আমি কবি হইতে ইচ্ছা করি।

সে কি সুন্দরী!
সে পরমা সুন্দরী।

৫১৩। প্রশ্ন-সূচক বাক্যকে সাধারণ বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
স্বাধীনতা-হীনতায় কেহই বাঁচিতে চায় না।

কে না সুন্দরকে ভালবাসে?
সকলেই সুন্দরকে ভালবাসে।

৫১৪। নিষেধার্থ বাক্যকে সাধারণ বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

গুণী ভিন্ন কেহই যশোলাভ করে না।
কেবল গুণিগণই যশোলাভ করেন।

তাঁহার অদৃষ্ট ভাল নহে।
তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ।

৫১৫। বাক্যের বিশেষ্য, বিশেষণ আদি পদ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা,—

ধীর সমীরণ বহিতেছে।
সমীরণ ধীরে বহিতেছে।

সকলে তাহাকে ভালবাসে।
সে সকলের ভালবাসার পাত্র।

৫১৬। প্রতিশব্দ প্রভৃতি দ্বারা একই ভাবকে নানারূপে প্রকাশ করা যায়। যথা,—

তিনি মরিয়াছেন।
তিনি মারা গিয়াছেন।
তিনি মৃত হইয়াছেন।
তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।
তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন।
তিনি গত হইয়াছেন।
তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
তাঁহার কাল হইয়াছে।
তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।
তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।
তিনি লোকান্তর গমন করিয়াছেন।
তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।
তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।
তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন।
তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।
তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে (মহাপুরুষ সম্বন্ধে)
তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে (”)।
ইত্যাদি।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বাক্যান্তরে পরিবর্ত্তিত কর—(১) আহা! পাপীর কি অশেষ দুঃখ। (২) ঈশ্বর পরম করুণাময়। (৩) তিনি দরিদ্র! (৪) আকাশের তারা কে গণিতে পারে? (৫) কৃপণকে সকলে ঘৃণা করে। (৬) তিনি বিবাহ করিয়াছেন।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উক্তি

(Indirect and Direct Narration)

৫১৭। **যে উক্তিতে বক্তার কথা যথাযথ বর্ণিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct Narration)।** এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের উক্তিকে পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration) বলা যায়।

৫১৮। প্রত্যক্ষ উক্তিকে (Direct Narration) পরোক্ষ উক্তিতে (Indirect Narration) পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

বৃদ্ধ লোকটী বালকটীকে বলিলেন, "তোমার পিতার নাম কি ?"
বৃদ্ধ লোকটী বালকটীকে তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভিখারী তাহাকে বলিল, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"
ভিখারী ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

৫১৯। ইংরেজীতে প্রত্যক্ষ উক্তি উদ্ধারচিহ্নের (Quotation mark) মধ্যে ব্যবহার করিতে হয়। যে'মন,—He says, "I shall not go there." ইংরেজীর অনুকরণে আমরা লিখিতে পারি,—সে বলিল, "আমি সেখানে যাইব না।" ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় এই চিহ্নের ব্যবহার-প্রথা যদিও চলিয়াছে, তথাপি অনেক লেখক প্রত্যক্ষ উক্তি বুঝাইতে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহার করেন না।

৫২০। প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, ইংরেজীতে that (যে) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বক্তার উক্তির পূর্ব্বে বসাইতে হয়। যে'মন—Hari says, "I am ill." ইহাকে পরোক্ষ উক্তিতে লইলে Hari says that he is ill এই প্রকার হইবে। বাঙ্গালাতে "যে" প্রভৃতি শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে ব্যবহার করিতেই হইবে এইরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। উপরিলিখিত উদাহরণটীকে আমরা (ক) হরি বলে যে সে অসুস্থ, অথবা (খ) হরি বলে সে অসুস্থ, এইরূপ দুই প্রকারেই বলিতে পারি।

৫২১। ইংরেজীতে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান বাক্যে যদি অতীত-কাল-বোধক ক্রিয়া পদ থাকে, তাহা হইলে পরোক্ষ বাক্যে সমস্ত ক্রিয়াপদ গুলিকেই অতীত কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যথা—Hari said that he had done it. বাঙ্গালায় খণ্ড বাক্যের ক্রিয়া প্রধান বাক্যের ক্রিয়াপদের কাল অনুসারে সকলস্থলে পরিবর্ত্তিত হয় না। যথা,—তিনি বলিয়াছেন যে তিনি কলিকাতায় যাইবেন।

৫২২। বাক্যের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উক্তি-পরিবর্ত্তন-কালে পরোক্ষ উক্তিতে সর্ব্বনামগুলির পুরুষ (person) পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সর্ব্বনামের পুরুষের পরিবর্ত্তন বাঙ্গালাতে ইংরেজীর মতনই হইয়া থাকে। যথা,—

প্রত্যক্ষ—তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এই কাজ করিয়াছ।"

পরোক্ষ—তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমি সেই কাজ করিয়াছি।

৫২৩। প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি আদেশ, অনুবোধ, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বুঝায়, তাহা হইলে, যাহা আদেশ, অনুরোধ বা জিজ্ঞাসা করা হইল তাহার ভাবার্থ লইয়া পরোক্ষ উক্তিতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাক্যে অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। যথা,—

প্রত্যক্ষ—তিনি রামকে বলিলেন, "আপনি কবে আসিলেন ?"

পরোক্ষ—রাম কবে আসিলেন তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রত্যক্ষ—তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি এখান হইতে যাও।"

পরোক্ষ—তিনি আমাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

৫২৪। প্রত্যক্ষ হইতে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালাতেও কতকগুলি শব্দ সাধারণতঃ পরিবর্ত্তন করিয়া লেখা হয়। যথা :—

প্রত্যক্ষ	**পরোক্ষ**
এই	সেই
আসা	যাওয়া
এখন	তখন
আগামী কাল	পরের দিন
এইরূপে	সেইরূপে

আজ	সেই দিন
ইহা	তাহা
এই সকল	সেই সকল

৫২৫। প্রত্যক্ষ উক্তি হইতে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তন করিলে যদি দুই প্রকার অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে যাহাতে ঠিক অর্থ বুঝিতে পারা যায় সেই জন্য বন্ধনীর মধ্যে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। যথা,—রাম বলিলেন যে তিনি (রাম) ভাত খান নাই।

টীকা। বাঙ্গালায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার অধিক। পরোক্ষ উক্তি অল্পই ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তিত কর—
(ক) লক্ষ্মণ বলিলেন, হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? (খ) সদর্পে সীমার বলিয়া উঠিল, "দেখিলাম তোমার বীরত্ব!" (গ) হোসেন বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আমার প্রাণ এখনই বাহির হইবে, একটু বিলম্ব কর।" (ঘ) মোক্ষদা সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, 'ঠাকুরমা, কাকা-বাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?"

পদক্রম

(Collocation of Parts of Speech)

৫২৬। একটী বাক্যের অংশীভূত পদগুলিকে এক বিশেষ নিয়মে স্থাপন করিতে হয়। অন্যথায় মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না, এবং এইরূপ বাক্য ভাষার রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া সকলের নিকট নিন্দিত হয়। "আমি চারিটী মিষ্ট আম খাইয়াছি।" এই বাক্যটী—খাইয়াছি আমি মিষ্ট আম চারিটি, কিংবা, চারিটি খাইয়াছি মিষ্ট আমি আম ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষার রীতি বিরুদ্ধ। অতএব

কোন ভাষায় যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পদ-বিন্যাস করিয়া বাক্য গঠিত হয়, তাহাকে পদক্রম বলে।

৫২৭। বিশেষ্যপদ (Nouns)

(১) সাধারণতঃ কোন বাক্যে প্রথমে অধিকরণ কারক, পরে কর্ত্তা বসে। যথা,—বনে বাঘ থাকে।

(২) অধিকরণ কর্ত্তার পরে ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,—কুম্ভীর জলে বাস করে। কালাধিকরণ দেশবাচক অধিকরণের পূর্ব্বে বসে। যথা,—প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন।

(৩) অপাদান তাহা হইতে উৎপন্ন পদার্থের পূর্ব্বে বসে। যথা,—মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃক্ষ হইতে ফল পড়ে। এই দুই

বাক্যে মেঘ হইতে উৎপন্ন বৃষ্টি, এবং বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন ফল, এইজন্য "মেঘ হইতে" "বৃষ্টি" পদের পূর্ব্বে, এবং "বৃক্ষ হইতে" "ফল" পদের পূর্ব্বে বসিয়াছে।

(৪) সম্বন্ধ পদ, যাহার সহিত সম্বন্ধ তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—রামের ঘোড়া। আমার বাড়ী। কিন্তু যখন সম্বন্ধ পদটি বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন পরে বসে। যথা,—এই ঘোড়াটী রামের। বাড়ীটী আমার!

(৫) সম্বোধন পদের সহিত ব্যবহৃত হইলে সাধারণতঃ সম্বন্ধ পদ পরে বসে। যথা,—বাছা আমার, এদিকে আয়।

(৬) কর্ত্তা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—বশীর আসিয়াছে। তিনি আহার করিয়াছেন।

(৭) অনুজ্ঞায় কর্ত্তা উহ্য থাকে। যথা,—এস। দূর হ'।

(৮) দৃঢ়তা (emphasis), বিস্ময়, প্রশ্ন ইত্যাদি সূচনা করিলে কর্ত্তা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—গিয়াছে সে? মিথ্যা বলিব আমি!

(৯) কর্ম্ম কর্ত্তার পরে ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি ফল খাইয়াছি। বিশেষরূপে জোর দিয়া বলিতে গেলে কখনও কর্ম্ম কর্ত্তার পূর্ব্বে, কখনও ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—তোমাকেই আমি ভালবাসি। মার্ বেটাকে। গৌণ কর্ম্ম মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা,—তাঁহাকে আমার কথা বলিও।

(১০) করণ কারক সাধারণতঃ কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা,—সে দা দিয়া গাছ কাটিতেছে। লোক দ্বারা তাহাকে ডাক।

(১১) সম্প্রদান কারক কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা,—ভিখারীকে একটী পয়সা দে'ও।

(১২) সম্বোধন পদ সাধারণতঃ বাক্যের পূর্ব্বে বসে। যথা,—জগদীশ্বর, আমাদিগকে রক্ষা কর।

(১৩) সমাপিকা ক্রিয়া পদ সাধারণতঃ বাক্যের শেষে বসে। যথা,—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

(১৪) কয়েকটী পদ যোজক অব্যয় "ও" অথবা "এবং" দ্বারা সংযুক্ত হইলে সর্ব্বশেষ পদের পূর্ব্বে সেই "ও" বা "এবং" বসে। যথা,—রাম, শ্যাম, যদু ও মধু এখানে আসিয়াছিল।

এরূপ স্থলে কারক-বিভক্তি শেষ পদের সহিত ব্যবহৃত হয়। যথা—রাম, শ্যাম, যদু এবং মধুকে ডাকিয়া আন। তিনি তাঁহার ভাই ও ছেলেদিগের শিক্ষার জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

(১৫) সংখ্যাবাচক বিশেষণের সহিত বিশেষ্যে বহুবচনের কোন চিহ্ন থাকে না। যথা—দশ জন লোক আসিয়াছে।

৩২৮। বিশেষণ (Adjectives)

(১) বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। যথা,—
বড় গাছ। লাল ফুল। ছোট ছেলে।

(২) বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যথা,—
গাছটী বড়। জবাফুল লাল। ছেলেটী ছোট।

(৩) বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—সুন্দরী ভার্য্যা। স্নেহশীলা মাতা। সরলা বালিকা। অন্ধকারময়ী রজনী। ফলবতী আশা।

(৪) বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তাহার বিধেয় বিশেষণ প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ

হয়। যথা,—"সীতাও শ্রবণ মাত্র হতচেতন হইয়া বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন।"—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৫) সাধারণতঃ সর্ব্বনামের বিশেষণ পরে বসে। যথা,—আমি দুঃখিত। তিনি সুখী।

(৬) সর্ব্বনাম দ্বারা স্ত্রীজাতি বুঝাইলে তাহার বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—সীতা বলিলেন "হায়, আমি কি হতভাগিনী!"

(৭) কোন কোন স্থলে শ্রুতিকটুতা দোষের জন্য বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না। যথা,—"জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণ-নাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

"বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন।"—(ঐ) "সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

(৮) ছোট, বড়, কাল, লম্বা প্রভৃতি কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয় হয় না। যথা,—ছোট মেয়ে। লম্বা স্ত্রীলোক। বড় দিদি।

(৯) বিশেষণে বিশেষ্যের বচন ও কারক বিভক্তি হয় না। যথা,—সুন্দরী বালিকাদিগকে দে'খ। সুন্দর বালকটীকে দে'খ।

(১০) সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত একাকী ব্যবহৃত হয় না। দশ লোক, দুই বালক এইরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ। দশজন লোক, দুইটী বালক এইরূপ শুদ্ধ।

(১১) সমাহার বুঝাইলে সংখ্যাবাচক বিশেষণ একাকী বিশেষ্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। তাঁহার দুই ছেলে আসিয়াছে। ইহার অর্থ—তাঁহার যে দুইটী মাত্র ছেলে তাহারা আসিয়াছে। তাঁহার দুইটী ছেলে আসিয়াছে। ইহার অর্থ—তাঁহার অনেক ছেলের মধ্যে দুইটী আসিয়াছে।

৫২৯। সর্ব্বনাম (Pronoun)

(১) কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথম-পুরুষ হইলে ক্রিয়া উত্তমপুরুষের সহিত অন্বিত হয়। যথা,—আমি, তুমি ও রাম সেখানে গিয়াছিলাম। তুমি এবং আমি সেখানে গিয়াছিলাম। আমি এবং রাম সেখানে গিয়াছিলাম।

(২) মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে ক্রিয়াটী মধ্যম পুরুষের সহিত অন্বিত হয়। যথা,—তুমি এবং রাম এই কাজ করিয়াছ। আপনি এবং রাম এই কাজ করিয়াছেন। তুই আর রাম এই কাজ করিয়াছিস্। তিনি এবং তুমি এই কাজ করিয়াছ।

(৩) তুচ্ছার্থ এবং মান্যার্থ প্রথমপুরুষ কর্ত্তা হইলে, ক্রিয়া মান্যার্থের সহিত অন্বিত হয়। যথা—সে (রাম) এবং তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ মান্যার্থ কর্ত্তা তুচ্ছার্থ কর্ত্তার পরে বসে।

৫৩০। ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb)

(১) ক্রিয়া-বিশেষণ সাধারণতঃ কর্ম্ম ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি আস্তে আস্তে ভাত খাই। যদু দ্রুত চলে।

(২) ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—তকী অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলিল।

(৩) কোন বাক্যে "যদি" থাকিলে, সহযোগী শব্দ-(Correlative) রূপে "তবে" ব্যবহৃত হইবে। যথা,—তিনি যদি আসেন, তবে আমি যাইব।

কতকগুলি সহযোগী শব্দ ; যথা,—যদিও—তবুও, যদ্যপি—তথাপি, বরং—তবু (তথাপি), যে'মন—তে'মন, যখন—তখন, হয়—নয়, যিনি—তিনি, যে—সে, যেরূপ—সেরূপ, যত—তত, যাহা—তাহা, যাবৎ—তাবৎ।

৫৩১। ক্রিয়া (Verb)

(১) সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে। যথা,—"অভিষেক সামগ্রী সমাহৃত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা শুভ দিনে শুভ লগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে আনীত মন্ত্রপূত বারি দ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন।" (তারাশঙ্কর তর্করত্ন)

(২) অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—"বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া খে'লার নৌকা তৈরি করিলেন।" (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩) কোন পদকে জোর দিয়া বলিতে হইলে, বিশেষতঃ কথ্য ভাষায়, তাহা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—'বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কী হ'চ্চে তোমাদের" ?' (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫৩২। জটিল বাক্য (Complex Sentence)

(১) জটিল বাক্যে সাধারণতঃ প্রথমে অধীন খণ্ডবাক্য তৎপরে প্রধান খণ্ডবাক্য ব্যবহৃত হয়। যথা,—আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া বসিয়া আছি।

(২) বিশেষ্যস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য, বিধেয়ের ক্রিয়ার কর্ম্ম হইলে, পরে বসে। যথা,—আমি দেখিলাম একটী বালক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

(৩) যে'ন, যেহেতু, কে'ননা প্রভৃতি অব্যয়যুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য প্রধান খণ্ড বাক্যের পরে বসে। যথা,—সে এ'মন ভাব দেখাইল যে'ন সে কিছুই জানে না। আমি তাহাকে ঘৃণা করি, যেহেতু (কে'ননা) সে অধার্ম্মিক।

প্রশ্ন

১। পদক্রম কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বাক্যমধ্যে অপাদান ও অধিকরণের অবস্থানের ক্রম কি, বাক্য রচনা করিয়া দে'খাও।

৩। কয়েকটী বাক্য রচনা করিয়া বিশেষণের প্রয়োগ প্রদর্শন কর।

৪। অশুদ্ধি সংশোধন কর,—

(ক) তাহার চেষ্টা ফলবান্ হইয়াছে। (খ) আমাদের বঙ্গদেশ কেমন সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা। (গ) ছিপ দিয়া সুশীল একটি মৎস্য নদী হইতে সন্ধ্যাকালে ধরিয়া আনিয়াছে। (ঘ) চারু দুঃখিনী তাহাকে দিল কাপড় একটি। (ঙ) আমি এবং আমার পিতা নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। (চ) শিক্ষক মহাশয় ও তিনটি ছাত্র ক্লাসে ছিল। (ছ) শিষ্য প্রণাম গুরুকে নম্রভাবে করিল।

পদদ্বৈত

(Repitition of words)

৫৩৩। বাঙ্গালা ভাষায় কখনও কখনও বাক্য মধ্যে একটী পদের পুনরাবৃত্তি হয়। ইহাকে **পদদ্বৈত** বলে। যথা,—**ঘণ্টায় ঘণ্টায়** ঔষধ খাওয়াইবে। "**রাজায় রাজায়** যুদ্ধ হয়।" তিনি **মনে মনে** ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। **কে কে** এখানে আসিয়াছে দে'খ। তিনি **হাসিয়া হাসিয়া** বলিলেন।

বিশেষ্য-দ্বৈত

৫৩৪। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অর্থে বিশেষ্যপদের দ্বিত্ব হয়।—

(ক) **ব্যাপ্তি**—পথে, পথে, গ্রামে গ্রামে, হাড়ে হাড়ে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

(খ) **সংযোগ**—গায়ে গায়ে, পাশে পাশে, বুকে বুকে।

(গ) **বহুত্ব**—ফোঁটা ফোঁটা, খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা, বিন্দু বিন্দু।

(ঘ) **ঈষদূনতা**—জ্বর জ্বর, ভয় ভয়, মেঘ মেঘ, বমি বমি, মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে।

(ঙ) **প্রকর্ষ**—সকাল সকাল, গলায় গলায় (আহার), কানে কানে (কথা)। "জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল।"

দ্রষ্টব্য :—তাড়াতাড়ি, বাড়াবাড়ি, পাড়াপীড়ি, ডাকাডাকি, লম্বালম্বি প্রভৃতি শব্দে পরপদে "ই" প্রত্যয় হয়।

(চ) **কর্ম্মব্যতীহার**—কানাকানি, হাতাহাতি, দে'খাদেখি।

(ছ) **পৌনঃপুন্য**—ভয়ে ভয়ে, আশায় আশায়, মনে মনে।

(জ) **খে'লা**—ঘোড়া-ঘোড়া, চোর-চোর।

বিশেষণ-দ্বৈত

৫৩৫। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অর্থে বিশেষণ এবং ক্রিয়া-বিশেষণের দ্বিত্ব হয়।—

(ক) **বহুত্ব**—নূতন নূতন, ভাল ভাল, কাল কাল, শত শত, কত কত, যখন যখন। "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট"।

(খ) **ঈষদূনতা**—কাঁদ' কাঁদ', মর' মর', ডুবু ডুবু, নিবু নিবু পাগল পাগল, রোগা রোগা।

(গ) **প্রকর্ষ**—শক্ত শক্ত, গরম গরম, টাট্‌কা টাট্‌কা, ঠিক ঠিক, ধীরে ধীরে, মন্দ মন্দ, আস্তে আস্তে।

(ঘ) **বিভাগ**—নিজ নিজ, দুই দুই, আপন আপন, একটু একটু, পরে পরে, স্তরে স্তরে, সারি সারি।

সর্ব্বনাম-দ্বৈত

৫৩৬। প্রধানতঃ **বহুত্ব** অর্থে সর্ব্বনামের দ্বিত্ব হয়। যথা,—যে যে, কে কে, যাহারা যাহারা, কি কি।

ক্রিয়া-দ্বৈত

৫৩৭। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অর্থে ক্রিয়া পদের দ্বিত্ব হয়।—

(ক) **আসন্ন সম্ভাবনা**—যাব যাব, হ'ল' হ'ল, মরে মরে, হ'তে হ'তে (হ'তে হ'তে হ'লাম না), মরিতে মরিতে (মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল)।

দ্রষ্টব্যঃ—ভবিষ্যৎকালে প্রথম ক্রিয়া পদের পরে একক অব্যয় "ই" ব্যবহৃত হইলে অর্থের দৃঢ়নিশ্চয়তা বুঝায়। যথা,—হইবেই হইবে, যাইবই যাইব।

ভবিষ্যৎকালে প্রথম ক্রিয়া পদের পরে অব্যয় "ত" এবং দ্বিতীয় ক্রিয়া পদের পরে অব্যয় "ই" ব্যবহৃত হইলে "যদি করে তবে অবশ্য করিবে" এইরূপ অর্থ হয়। যথা,—সে যাইবে ত, যাইবেই।

অতীতকালে এইরূপে ক্রিয়ার পরে "ত" ও "ই" ব্যবহৃত হইলে প্রকর্ষ অর্থ বুঝায়। যথা,—সে গেল' ত গেলই.।

অতীতকালে দ্বিতীয় ক্রিয়া পদের পর "ই" অব্যয় বসিবে, উদাসীনতা অর্থ বুঝায়। যথা,—সে গে'ল' গে'ল'ই।

(খ) আদেশভাবে **দৃঢ়তা বা আগ্রহ** অর্থে—যাও, যাও। আসুন, আসুন। দেখ, দেখ। সর্ সর্। "ছুঁয়ো না ছুঁয়োনা উটী লজ্জাবতী লতা।"

দ্রষ্টব্যঃ—"যাও যাও, না যাও না যাও" এইরূপ প্রয়োগে কার্য্য সম্বন্ধে বক্তার উদাসীনতা বুঝায়।

(গ) অসমাপিকা ক্রিয়ার **পৌনঃপুন্য** অর্থে—আমি **হাঁটিয়া হাঁটিয়া** ক্লান্ত হইয়াছি। **লিখিতে লিখিতে** হাতের লেখা সুন্দর হইবে। "ছিল ঢেঁকী হ'ল তুল। **চাঁচ্‌তে চাঁচ্‌তে** নির্ম্মূল।":

(ঘ) —ইতে-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় **তৎক্ষণাৎ** অর্থে—"সেঁউতীতে পদ দেবী **রাখিতে রাখিতে**। সেঁউতী হইল সোনা **দেখিতে দেখিতে**।" (ভারতচন্দ্র)।

(ঙ) —ইতে-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত **সমকালীনতা** অর্থে—সে গান **গাহিতে গাহিতে** চলে।

দ্রষ্টব্য।—"হইলেও হইতে পারে" এইরূপ প্রয়োগে কার্য্যের **সন্দেহ** বুঝায়। "হইতে না হইতে" ইত্যাদি প্রয়োগে কার্য্যের **অসম্পূর্ণতা** বুঝায়।

টীকা—ক্রিয়ার সহিত অনুশব্দ বসিয়া থাকে। যথা,—(কথ্যভাষায়) তেড়ে মেড়ে, রেগে মেগে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, মরে টরে, শুকিয়ে টুকিয়ে, বেড়ায় টেড়ায়, নড়ে চড়ে।

ক্রিয়ার সহিত সহশব্দ বসিয়া উৎকর্ষ অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—বলিয়া কহিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, মারে ধরে, খায় দায়।

শব্দ এবং বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

(Idiomatic use of common words and Phrases)

শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ—

৩৩৮। হাত—

(১) ভাত রাঁধিতে তাহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে।

(২) চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে কাজে হাত আসিবে।

(৩) লোকটাকে হাত কর, নতুবা বিপদে পড়িতে পার।

(৪) রাগে, ক্ষোভে, অপমানে তিনি হাত কামড়াইতে লাগিলেন।

(৫) হাতকড়ী লাগাইয়া পুলিশ তাহাকে চা'লান দিয়াছে।

(৬) আমি হাত খরচের জন্য মাসে দশ টাকা পাই।

(৭) কাজটা হাত ছাড়া করিও না, হাতে রাখিয়া অন্য চেষ্টা করিও।

(৮) আমি আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হাত পাতি নাই।

(৯) তাহার হাতযশ আছে, নহিলে এত অল্প বিদ্যায় এত রোজগার করিতে পারে ?

(১০) অনুপমের হাতে খড়ি হইয়াছে।

(১১) আপনার হাতে ধরিতেছি, আমাকে দশটী টাকা দি'ন।

(১২) আমার হাতে থাকিলে আমি তোমাকে অবশ্য টাকাটা দিতাম।

(১৩) সিঁধ কাটিবার সময় আমাদের চাকর চোরটাকে হাতে নাতে ধরিয়াছে।

(১৪) কাঁচা হাতে এ'ত বড় কাজে হাত দিয়া তিনি এখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন।

(১৫) গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিলে কি হইবে, নূতন করিয়া আবার কাজে লাগ।

(১৬) এই কার্য্যে আমার কোন হাত নাই।

(১৭) তিনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া এখন আকাশপাতাল ভাবিতেছেন।

(১৮) হাতে চাঁদ দিয়া ছেলের আব্দার বাড়াইয়াছে, এখন তাহার ফল ভোগ কর।

(১৯) হাত ছানি দিয়া ঐ লোকটাকে ডাক।

(২০) হাতে কলমে শিক্ষা না করিলে কোন জ্ঞানই হয় না।

(২১) টাকা খরচের ভয়ে ক্ষিতীশ বাবু মেয়েটাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়াছেন।

(২২) তাহার যে'মন মুখ চলে, তে'মন হাত চলে।

(২৩) এ'কবার হাতে পাইলে দেখিতাম সে কি রকম লোক।

(২৪) বৃষ্টি আসিতেছে, হাত চালাইয়া কাজ কর।

(২৫) আজ সকালে হাতচালা দেখিতে গিয়াছিলাম।

(২৬) গুরুজনের উপর হাত তুলিও না।

(২৭) তাঁহার হাত দিয়া জল গলে না।

(২৮) তিনি বড় হাত-ভারী লোক।

(২৯) তাঁহার হাত বড় দরাজ।

(৩০) লোকটার একটু হাত টান আছে।

৫৩৯। মুখ—

(১) এই যে ব্যাপার ঘটিয়া গে'ল, ইহাতে আমার আর মুখ রহিল না।

(২) লেখা পড়া শিখিয়াও লোকটার মুখ বড় খারাপ।

(৩) আশা করা যায় এই ছেলেটী দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

(৪) "পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
তুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।"

(৫) এত মুখ চালাইলে ভাল হইবে না!

(৬) আমি তোমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি।

(৭) লজ্জায় তাহার মুখ চূণ হইয়াছে।

(৮) আজকাল মুখচোরা হইয়া থাকিলে লোক সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করা যায় না।

(৯) ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

(১০) তোমাকে কাজে পাঠাইলাম, দেখিও যেন আমার মুখ থাকে।

(১১) দেখ্ মুখপোড়া, যদি এদিকে আস্‌বি তবে ভাল হবে না।

(১২) মুখ বুঁজে থাকিও না, যাহা পার উত্তর দাও।

(১৩) কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

(১৪) মনে হইল যেন ছেলেটার মুখে খই ফুটিতেছে।

(১৫) আমি বড় মুখ করিয়া চাহিলাম।

(১৬) লজ্জায় তাহার মুখ দে'খান' ভার হইযাছে।

(১৭) মুখ খিস্তি করা নিতান্ত ছোট লোকের স্বভাব।

(১৮) সে বড় মুখ ফোঁড়।

(১৯) মুখ লাগা ওল।

(২০) খবরদার! মুখ সামলাইয়া কথা বলিও।

৫৪০। **পাকা—**

(১) পাকা আম খাইতে সুস্বাদ।

(২) পাকা কথা বলিয়া যাও, আমি আর সময় দিতে পারি না।

(৩) মুন্সেফ পাকাখাতা আদালতে হাজির করিতে আদেশ দিয়াছেন।

(৪) তাহার বিবাহের পাকা দেখা হইয়াছে।

(৫) আজকালের ছেলে কিনা, তাই এই বয়সেই পাকা পাকা কথা!

(৬) আশীর্ব্বাদ করি তুমি পাকা মাথায় সিন্দুর পর।

(৭) পাকা বয়স না হইলে পাকা বুদ্ধি হয় না।

(৮) আমি এই কাজে চুল পাকাইয়াছি।

(৯) এই ছেলেটি এঁচোড়ে পাকা।

(১০) আমি কাহার পাকা ধানে মই দিয়াছি যে ভয় পাইব?

(১১) এই কাজে তাঁহার পাকা হাত।

(১২) পাকা কাজ, দোষ ধরিবার কিছুই নাই।

(১৩) পাকা হাড়ে অনেক কিছু সহ্য হয়।

৩৪১। লাগা—

(১) এক স্থানে বেশীদিন আমার ভাল লাগে না।

(২) গতকল্য দোকানে আগুন লাগিয়াছিল।

(৩) উঠিয়া পড়িয়া লাগ নতুবা পরীক্ষায় ভাল ফল ক'রিতে পারিবে না।

(৪) ইটালি ও আবিসিনিয়ায় বড় যুদ্ধ লাগিয়াছে।

(৫) ঘাটে জাহাজ লাগিয়াছে।

(৬) যদি এই কাজ কর, তবে মুখে চূণ কালি লাগিবে।

(৭) বাজীকরের খে'লা দেখিয়া সকলেরই তাক লাগিয়াছিল।

(৮) তুমি রোজ আমার পিছনে লাগ কেন বল ত?

(৯) তাহার তিরস্কার আমার বড় অন্তরে লাগিয়াছে।

(১০) এখনও অনেক স্ত্রীলোক চোখলাগা বিশ্বাস করে।

(১১) লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন।

(১২) বুদ্ধিতে তোমার কাছে সে কোথায় লাগে?

৫৪২। ধরা—

(১) গাছে অনেক ফল ধরিয়াছে।

(২) তিনি সকলের বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছেন।

(৩) একটু সাধিতেই তিনি গান ধরিলেন।

(৪) তিনি প্রত্যেক কাজের খুঁত ধরিয়া বেড়ান।

(৫) তিনি একজন ধামাধরা বলিয়া পরিচিত।

(৬) আজকাল বাড়ীতে ধরা-বাঁধা নিয়মে চলিতে হয়।

(৭) গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকিও না।

(৮) নূতন দালানে কি করিয়া লোনা ধরিল বুঝিতে পারিলাম না।

(৯) বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে।

(১০) মুখে যে তোমার হাসি ধরে না।

(১১) এই কাজটা আমার মনে ধরিতেছে না।

(১২) ছেলেটীকে এখনও ভাত ধরান হয় নাই।

(১৩) সে আমার হাতধরা লোক।

(১৪) আমার মাথা ধরিয়াছে।

(১৫) উনান ধরাও।

বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ—

৫৪৩। "হালে পানি পায় না।" ইহার বিশেষ অর্থ সমস্ত উপায় ব্যর্থ হওয়া। এইরূপ বিশেষ বিশেষ অর্থে নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশ গুলি ব্যবহৃত হয়।—

(১) তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

(২) দা কুমড়া সম্বন্ধ।

(৩) ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

(৪) রথ দে'খা কলা বে'চা।

(৫) কথার হাত পা বাহির করা।

(৬) সোনার চাঁদ।

(৭) মাথা খাওয়া।

(৮) গোল্লায় যাওয়া।

(৯) গায়ের ঝাল ঝাড়া।

(১০) গা মাটি মাটি করা।

(১১) আদা জল খাইয়া লাগা।

(১২) গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।

(১৩) পরের ধনে পোদ্দারী।

(১৪) মুখের উপর রাগ করিয়া নাক কাটা।

(১৫) নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা

(১৬) চোখের মাথা খাওয়া।

(১৭) পরের মাথায় হাত বুলান।

(১৮) অনুরোধে ঢেঁকি গেলা।

(১৯) মাথা ঘুরাইয়া নাক দে'খান'।

(২০) আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া।

(২১) তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠা।

(২২) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া।

(২৩) মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

(২৪) উলু বনে মুক্তা ছড়ান'।

(২৫) বানরের গলায় মুক্তার হার।

(২৬) ধান ভানিতে শিবের গীত।

(২৭) পাঁপড়ার পাখা উঠা।

(২৮) বোঝার উপর শাকের আঁটি।

(২৯) তিলকে তাল করা।

(৩০) ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

(৩১) দুধের পিপাসা ঘোলে মিটান।

(৩২) মরণ কালে হরিনাম।

(৩৩) মাছি মেরে হাত কাল' করা।

(৩৪) সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙ্গে।

(৩৫) গরু মারিয়া জুতা দান।

(৩৬) কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।

(৩৭) পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া

(৩৮) ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।

(৩৯) ছেলের হাতের মোয়া।

(৪০) বরের পিসী ক'নের মাসী।

(৪১) উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

(৪২) খইয়ে বন্ধনে পড়া।

(৪৩) বামন হইয়া চাঁদে হাত।

(৪৪) বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

(৪৫) কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

(৪৬) দুই নৌকায় পা দেওয়া।

(৪৭) জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

(৪৮) পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা লাভ।

(৪৯) ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

(৫০) লক্ষ্মী আসিতে দোরে আগড়।

(৫১) গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।

(৫২) ঘোড়ার ডিম।

(৫৩) কলুর বলদ।
(৫৪) অরণ্যে রোদন।
(৫৫) খাল কেটে কুমীর আনা।
(৫৬) মাণিক জোড়।
(৫৭) গোবর গাদায় পদ্মফুল।
(৫৮) আলালের ঘরের দুলাল।
(৫৯) আষাঢ়ে গল্প।
(৬০) ননীর পুতুল।
(৬১) বিড়াল তপস্বী।
(৬২) বক ধার্ম্মিক।
(৬৩) ঢাল নাই তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার।
(৬৪) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
(৬৫) ঘটা ডোবে না, নামে তাল পুকুর।
(৬৬) কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
(৬৭) গোঁয়ার গোবিন্দ।
(৬৮) এলাহি কাণ্ড।
(৬৯) নরক গুলজার।
(৭০) শকুনি মামা।
(৭১) শাপে বর।
(৭২) মেঘ না চাইতে জল।
(৭৩) সোনায় সোহাগা।
(৭৪) চোখে ধূলা দেওয়া।
(৭৫) কূপমণ্ডূক।
(৭৬) গড্ডালিকা-প্রবাহ।

(৭৭) ঢেঁকীর রক্ত।

(৭৮) ডুমুরের ফুল।

(৭৯) শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মেশা।

(৮০) মগের মুল্লুক।

(৮১) দুধ কলা দিয়া কালসাপ পোষা।

(৮২) ভিজে বিড়াল।

(৮৩) কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ।

(৮৪) হাটের দোরে কপাট।

(৮৫) মাছের মা'র পুত্রশোক।

(৮৬) সবে ধন নীলমণি।

(৮৭) বার' হাত কাঁকুড়ের তে র' হাত বীচি।

(৮৮) বউকে মারিয়া ঝীকে শিখান'।

(৮৯) অন্ধের নড়ি।

(৯০) রাজার নন্দিনী পেয়ারী, যা কর তাই শোভা পায়।

(৯১) কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দে'খান'।

(৯২) সানকিতে খাইয়া কর্ত্তব্য বিচার।

(৯৩) কেঁচো খুঁড়িতে সাপ।

(৯৪) এ'কে রামানন্দ, তায় ধুনার গন্ধ।

(৯৫) ধনুকভাঙ্গা পণ।

(৯৬) নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা।

(৯৭) পোয়া বার'।

(৯৮) ভাগাড় ফলা।

(৯৯) ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

(১০০) মণিহারা ফণি।

যুগল শব্দ।

৫৪৪। কতকগুলি শব্দ যোড়া যোড়া ব্যবহৃত হয়, অন্যরূপে তাহাদিগকে বসাইলে ভাষার রীতি-বিরুদ্ধ হয়। ইহাদিগকে যুগল শব্দ বলে। "টাকাকড়ি" ইহা যুগল শব্দ। "কড়িটাকা" ব্যবহার অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ।

কতকগুলি যুগল শব্দ এই ;—

হাতপা, নাককান চোখমুখ, নাকমুখ, হাড়মাস, রক্তমাংস, নখচুল, নদনদী, খেলাধূলা, আকাশপাতাল, স্বর্গমর্ত্ত্য, চাঁদসূর্য্য, মাবাপ, বাপখুড়া, মাসীপিসী, ছোট'বড়', লালকাল', উঁচুনীচু, দুধভাত, জলকাদা, জলবাতাস, রাতদিন, আগুনজল, স্বামিস্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মাবোন, মা-মাসী, ভাইবোন, তালাচাবি, টাকাকড়ি, দাকুড়ুল, ছুরি-কাঁচি, জামাকাপড়, ঘটীবাটী, ঘরদোর, দোরজানালা, খাটপালং, সোনারূপা, রাজাপ্রজা, গরুছাগল, পশুপক্ষী, হাতীঘোড়া, সাপব্যাঙ্, বাঘভালুক, তীরধনুক, মাছমাংস, ঝড়বৃষ্টি, দুঃখকষ্ট, রোগশোক, পাপ-তাপ, মুনিঋষি, লঘুগুরু, জ্ঞানিগুণী, ধনিমানী, চা'লডা'ল, ডালপালা, গাছপালা, পাঁজীপুথি, দোয়াতকলম, কালিকলম, টেবিলচেয়ার, দে'খা-শোনা, লেখাপড়া, গানবাজনা, নাচগান, হাসিঠাট্টা, আসাযাওয়া, খাওয়াশোওয়া, খাওয়াপরা, কুকুরবিড়াল, মরাবাঁচা, ঢালতলোয়ার, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, রামলক্ষ্মণ, লেখাজোকা, মাছশাক, হা'রজিত, লেনদেন, দেনাপাওনা, ছেলেবুড়া, রাজারাণী, বুড়াবুড়ী, গাড়ীঘোড়া, পিতলকাঁসা, হীরামাণিক, মণিমুক্তা, সূঁইসূতা, নাওয়াখাওয়া, নাওয়া-ধোওয়া, মেয়েমরদ, আগাগোড়া, বাড়ীঘর, নাতিপুতি, শীতগ্রীষ্ম, ফলফুল, ধানচা'ল, পানতামাক, সুখদুঃখ, খালবিল, নদীনালা,

চালচুলা, ভালমন্দ, জলস্থল, জন্মমৃত্যু, হাসিকান্না, হাঁড়ীকলসী, দুধঘি, পাপপুণ্য, বউঝী, শত্রুমিত্র, ভাইবন্ধু, চোরডাকাত, লালনীল, দয়ামায়া, জানাশোনা, চেনাশোনা, বামুনকায়েত, বে'চাকেনা, সাদাকাল', ধল'কাল', লম্বাচৌড়া, আমজাম, কাদামাটী, ধূলাবালি, চূর্ণসুরকী, ইটকাঠ, কলামূলা, ধোপানাপিত, বরক'নে, পেয়াজরসুন, সরুমোটা, কামারকুমার, শিয়ালকুকুর, গরুবাছুর, কাঁটাখোঁচা, কালাবোবা, কানা-খোঁড়া, ভাঙ্গাচোরা, খড়কুটা, লেখাপড়া, আলোবাতাস, ননদভাজ, দাড়ীমাঝী, গুরুশিষ্য, ওঠানামা, মাথামুণ্ড, চূণকালি, লাথিকিল, কিলচড়, মারধর, লাঠিঠেঙ্গা, ধুতিচাদর, কোটপাণ্টলুন, হ্যাট-কোট, রাস্তাঘাট, দেশগাঁ, দীনদুনিয়া, আইনকানুন, আদবকায়দা, মুটে-মজুর, নানীদাদী, গাড়ীপালকী, খাদাবোঁচা, পথঘাট, লাঠিসোটা, বাধাবিঘ্ন, পাড়াগাঁ, চুনাপুঁঠি, মালমসলা, খানাখন্দ, হাটবাজার, গরীব-কাঙ্গাল, মোটাতাজা, হৃষ্টপুষ্ট, গোলমাল, আদানপ্রদান, জীর্ণশীর্ণ, বন্ধুবান্ধব, জীবজন্তু, মায়ামমতা, ভাবভঙ্গী, সাধুসন্ন্যাসী, ভরণপোষণ, ভূতভবিষ্যৎ, কালিকলম, টাকাপয়সা, ক্রিয়াকাণ্ড, যুদ্ধবিগ্রহ, অগ্রপশ্চাৎ, ক্ষতিবৃদ্ধি, দিল্লীলাহোর, লাভক্ষতি, শুভাশুভ, আপদবিপদ, দড়িদড়া।

দ্রষ্টব্য। যুগলশব্দ গুলির কতকগুলি একার্থক, কতকগুলি বিপরীতার্থক এবং কতকগুলি ভিন্নার্থক।

ছন্দঃ-প্রকরণ (Prosody)

৫৪৫। ছন্দঃ-প্রকরণে ছন্দের নিয়ম বর্ণিত হয়।

৫৪৬। বাঙ্গালা ছন্দ তিন প্রকার। (১) **অক্ষর বৃত্ত**। ইহাতে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর, স্বরান্ত বা হসন্ত বর্ণ সকলকে সমান ধরা হয়। যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"প র ম প বি ত্র ধা ম ধা র্ম্মি ক অ ন্ত র।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
পা পী র অ ন্ত র ঘো র ন র ক সো স র॥'

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

এখানে প্রত্যেক চরণে ১৪ অক্ষর আছে।

(২) **মাত্রা বৃত্ত**। ইহাতে সংযুক্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরা হয়। যথা,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২+৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ভূ তে র ম ত ন চে হা রা যে ম ন নি র্ব্বো ধ অ তি ঘো র,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২+৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২+৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
যা কি ছু হা রা য় গি ন্নি ব লে ন, "কে ষ্টা বে টা ই চো র।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে প্রত্যেক চরণে ২০ মাত্রা আছে। এই গণনায় "নির্ব্বোধ" ৪ মাত্রা, "গিন্নি" ৩ মাত্রা ও "কেষ্টা" ৩ মাত্রা ধরা হইয়াছে।

(৩) **স্বর বৃত্ত**। ইহাতে কেবল স্বর (syllable) গণনা করা হয়। যথা,—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
"না গের বা ঘের পা হা রা তে

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
হ চ্ছে ব দল দি নে রা তে,

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
পা হাড় তা রে আ ড়াল ক রে,

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
সা গর সে তার ধো য়ায় পা' টি।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এখানে প্রত্যেক পদে ৪টী স্বর আছে।

৫৪৭। কবিতা পাঠকালে অল্পক্ষণের জন্য বিরামকে যতি (cesura) বলে। যথা,—

"মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্।"

এখানে প্রত্যেক লাইনে ৮ এবং ১৪ অক্ষরের পর যতি আছে।

৫৪৮। কবিতার যেখানে যতির নিয়ম, সেখানে যতি না হইলে যতিভঙ্গ দোষ হয়।

৫৪৯। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর, মাত্রা বা স্বর যথানির্দ্দিষ্ট যতি-সহকারে বিন্যস্ত হইলে, তাহাকে কবিতার চরণ বলে। কয়েকটী চরণ লইয়া একটী শ্লোক হয়। একটী চরণে কয়েকটী পদ থাকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" এবং "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" এই দুই চরণ আছে এবং প্রত্যেক চরণে

দুই পদ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে "মহাভারতের কথা," "অমৃত সমান," "কাশীরাম দাস কহে," "শুনে পুণ্যবান্" ইহারা প্রত্যেকে এক একটী পদ।

৫৫০। কবিতার দুই পদের বা দুই চরণের শেষ অক্ষর ও তাহার পূর্ব্ব-স্বর একই হইলে মিল (rhyme) হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে "সমান" ও "পুণ্যবান্" এই দুই শব্দের "আন" মিল।

কেবল শেষ ব্যঞ্জন এক হইলে মিল হয় না। "তিল" এবং "তাল" এখানে "ইল" "আল" মিল হইল না। এইরূপ "শতেক" এবং "কতক," "নয়ন" এবং "নবীন", 'ফুল", এবং "ফল" এই দুই দুই শব্দে মিল নাই। কখনও কখনও চরণান্তে না হইয়া চরণ মধ্যে মিল হয়। ইহাকে মধ্যমিল বলা হয়। দৃষ্টান্ত পরে পাওয়া যাইবে। কখনও কখনও চরণান্তে বিভিন্নার্থক একই শব্দ বসে। ইহাকে অন্ত্যযমক বলে। পরে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

৫৫১। কবিতা পাঠকালে প্রত্যেক পদের কোন স্থানে জোর দিতে হয়। ইহাকে স্বরাঘাত (accent)। যথা,—

* * * *
"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান
* * * *
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এখানে * চিহ্নিত স্থানে স্বরাঘাত হইয়াছে।

৫৫২। সাধারণতঃ দুই চরণে একটী শ্লোক (verse) হয়। যথা, —

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৫৩। নানা প্রকার মিলবিশিষ্ট দুইয়ের অধিক কয়েকটী চরণ লইয়া একটী ভাব পূর্ণ হইলে, একটী স্তবক (stanza) হয়। একটী কবিতার সকল স্তবকের মিলের ধারা একই হয়। যথা,—

"নিশা শেষে ঝ'রে পড় বসুধা-উপরে,
শিউলি সুন্দরি !
ঝুর ঝুর বহে যায় সৌরভ মিশায় তায় ;
নিতি নিতি পূজা তুমি কি কর উষারে ?
কেন এই আচরণ, কহ লো আমারে ?"

(দেবেন্দ্রনাথ সেন)

৫৫৪। একই ব্যঞ্জনবর্ণের বারংবার উল্লেখকে অনুপ্রাস (alliteration) বলে। যথা।—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দুত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?"

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

এখানে ন (ণ), শ (স), র, ম, ত, ন, ব, ল এই ব্যঞ্জন গুলি বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এখানে অনুপ্রাস হইয়াছে।

৫৫৫। শ্রুতি-মাধুর্য্য ছন্দের প্রাণ। তজ্জন্য ছন্দে যতি (cesura) এবং মিলের (rhyme) প্রয়োজন। স্বরাঘাত (accent) ছন্দের

তাল (rhythm) উৎপন্ন করে। যতি-বিন্যাস ছন্দের সঙ্গীতি (melody or cadence) সৃষ্টি করে। কোন কোন ছন্দে মিলের পরিবর্ত্তে অনুপ্রাস (alliteration) ব্যবহৃত হয়।

টীকা। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ছন্দের এত বৈচিত্র্য দে'খা যাইতেছে যে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই পুস্তকে অসম্ভব। ছন্দ সম্বন্ধে ছাত্রগণের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় মাত্র এস্থানে প্রদত্ত হইবে।

পয়ার

৫৫৬। যাহার প্রত্যেক চরণে ১৪ অক্ষর এবং ৮ ও ১৪ অক্ষরের পর যতি থাকে, তাহাকে **পয়ার** বলে। পয়ারে সাধারণতঃ প্রত্যেক দুই দুই চরণের শেষে মিল থাকে এবং তাহাতে একটী সম্পূর্ণ বাক্যযুক্ত শ্লোক হয়। যথা,—

"যে নিত্য উদ্যানে এই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত "

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৫৭। কখনও কখনও একটী স্তবকের প্রথম ও চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে। ইহাকে **মধ্যসম পয়ার** বলে। যথা,—

"প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লয়ে থালা,
পূরিত উদ্যান-সার সুরসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে,
ধনশালা কোন এক বণিকের বালা।"

(যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

৫৫৮। কখনও কখনও মিল প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে হয়। ইহাকে **পর্য্যায়সম পয়ার** বলে। যথা,—

"ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি কভু বা ঝর্ঝরে ;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে ;
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম তরুছায়ান্তরে ;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্ত পদে শূন্য দিন আসে।"

(অক্ষয়কুমার বড়াল)

৫৫৯। কখনও কখনও পয়ারের প্রত্যেক চরণে চতুর্থ অক্ষর ও অষ্টম অক্ষরে মিল থাকে। ইহাকে **তরল পয়ার** বলে। যথা,—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥" (কাশীরাম দাস)

ইহা মধ্য-মিলের দৃষ্টান্ত।

৫৬০। পয়ারের প্রত্যেক চরণে চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকিলে, তাহাকে **মালঝাঁপ** বলে। ইহা মধ্য-মিলের উদাহরণ। যথা,—

"কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥"

(ভারত চন্দ্র)

৫৬১। প্রথম চরণে আট অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণে চৌদ্দ অক্ষর থাকিলে **হীনপদ পয়ার** হয়। যথা,—

"ধনী বিনত বদনে।
এসো এসো বসো বলি তোষে সম্বোধনে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৫৬২। হীনপদ পয়ারের প্রথম চরণের আট অক্ষর পুনরাবৃত্ত হইলে **ভঙ্গ পয়ার** হয়। যথা,—

"শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥"

(ভারতচন্দ্র)

৫৬৩। পয়ারের প্রত্যেক চরণের পূর্ব্বে দুই অক্ষর অধিক হইলে এবং তাহার পর যতি থাকিলে **কুসুমমালিকা** ছন্দ হয়। যথা,—

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৫৬৪। কখনও কখনও বৈচিত্র্যের জন্য পয়ারের যতি যথেচ্ছ ৪, ৬, ৮, ১০ অক্ষরের পরে হয় এবং কয়েকটা চরণে বাক্য শেষ হয়। ইহাকে **মিত্রামিত্রাক্ষর পয়ার** বলা যাইতে পারে। যথা,—

————————"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশ দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে বৌদ্ধ মঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান

কর্ম্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্ম লাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চতুর্দ্দশপদী কবিতা (Sonnet)

৫৬৫। ইহাতে চৌদ্দ চরণ থাকে। প্রত্যেক চরণে পয়ারের ন্যায় ১৪ অক্ষর থাকে, তবে যতি স্বেচ্ছাধীন ৪, ৬, ৮ বা ১০ অক্ষরে হয়। মিল বিভিন্ন নিয়মে হয়। চতুর্দ্দশ পদীর প্রথম আট চরণকে অষ্টক এবং শেষ ছয় চরণকে ষট্‌ক বলে। অষ্টকে দুই বা চারিটী মিল থাকে এবং ষট্‌কে দুই বা তিনটী মিল থাকে। যথা,—

(১) "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;— ক
(২) তা' সবে – অবোধ আমি!—অবহেলা করি খ
(৩) পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ ক
(৪) পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি খ
(৫) কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি! খ
(৬) অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মন। ক
(৭) মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি। খ
(৮) খেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন। ক
(৯) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কহে দিলা পরে— গ
(১০) "ওরে বাছা! জননী-ভাণ্ডারে রত্নরাজি, ঘ
(১১) এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি? ঘ
(১২) যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!" গ
(১৩) পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে ঙ
(১৪) মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে!" ঙ

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

৫৬৬। যে কবিতায় চরণের শেষে মিল থাকে, তাহাকে মিত্রাক্ষর বলে। অন্যথায় তাহাকে অমিত্রাক্ষর বলে।

৫৬৭। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিত্রামিত্রাক্ষর পয়ারেরই এক প্রকার ভেদ। চরণান্তে মিল থাকে না। ইহাই অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ। অমিত্রাক্ষরে অনুপ্রাসে প্রয়োগবাহুল্য দৃষ্ট হয়। যথা—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্র-শোকে! ঝর্ ঝর্ ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।"

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

ত্রিপদী

৫৬৮। প্রত্যেক চরণে তিনটী পদ থাকে; এই জন্য ইহাকে **ত্রিপদী** বলে। ইহার দুই চরণের শেষে মিল থাকা আবশ্যক। লঘু ত্রিপদী ও গুরু ত্রিপদী নামে ইহার দুইটী প্রধান ভেদ আছে।

৫৬৯। **লঘু ত্রিপদী**। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ ৬ অক্ষরে এবং তৃতীয় পদ ৮ অক্ষরে হয়। চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল ইচ্ছাধীন। যথা,—

"যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।

আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"
(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৭০। লঘু ত্রিপদীর তৃতীয় পদে নয় অক্ষর হইলে **তরল ত্রিপদী** বলে। যথা,—

"কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে।
সুখ সমুদয় হইল উদয়
কহিব কি তায় কায় রে॥"
(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৫৭১। লঘু ত্রিপদীর প্রথম চরণে একটী মাত্র আট অক্ষর বিশিষ্ট পদ থাকিলে **হীনপদা লঘু ত্রিপদী** হয় যথা—

"বহে মারুত-লহরী
অঙ্গ পুলকিত প্রাণ উচ্ছ্বসিত
অন্তর সুখী করি।"

৫৭২। লঘু ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইটী মাত্র আট অক্ষরযুক্ত পদ থাকিলে এবং তাহাদের পরস্পর ও দ্বিতীয় চরণের সহিত মিল থাকিলে **ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু॥"
(ভারতচন্দ্র)

৫৭৩। ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণের প্রথম দুই পদে ৭ অক্ষর এবং তৃতীয় পদে ৯ অক্ষর থাকিলে **নর্ত্তক ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"সূর্য্যাদি নব গ্রহ আপন গণসহ
ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস।"

(ভারতচন্দ্র)

৫৭৪। **দীর্ঘ ত্রিপদী**। প্রথম দুই পদ ৮ অক্ষরে এবং তৃতীয় পদ ১০ অক্ষরে হয়; যথা,—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫৭৫। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথমে চরণে একটা মাত্র দশ অক্ষরবিশিষ্ট পদ থাকিলে, **হীনপদা দীর্ঘ ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"রাজা কহে শুন্ রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল।"

(ভারতচন্দ্র)

৫৭৬। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইটী মাত্র দশ অক্ষরবিশিষ্ট পদ থাকিলে এবং তাহাদের পরস্পর ও দ্বিতীয় চরণের সহিত মিল থাকিলে **ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"বাদলের বারিধারা প্রায় পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ হ'য়ে শত খান খান
অবিরত পড়িছে ধরায়।"
(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫৭৭। দীর্ঘ ত্রিপদীর তৃতীয় পদের শেষে "না", "হে" ইত্যাদি একটী একাক্ষর শব্দ অধিক হইলে বা আট অক্ষরে যতি হইয়া তাহার পর তিন অক্ষরবিশিষ্ট একটী শব্দ থাকিলে **ললিত ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"আপান মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল ছুটি অন্ন চাহে ভুমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে।"
(ভারতচন্দ্র)

চৌপদী বা চতুষ্পাদী

৫৭৮। প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে; এই জন্য ইহাকে চৌপদী বলে। দুই চরণে মিল থাকা আবশ্যক। লঘু চৌপদী ও দীর্ঘ চৌপদী নামে ইহার দুই প্রধান ভেদ আছে।

৫৭৯। **লঘু চৌপদী**। ইহার প্রথম তিন পদ ছয় অক্ষরবিশিষ্ট হয় এবং তাহাদের মিল থাকে। চতুর্থ পদ পাঁচ কিংবা তদপেক্ষা অল্প অক্ষরবিশিষ্ট হয়। যথা,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন্
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।

কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"
(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৮০। **দীর্ঘ চৌপদী**। ইহার প্রথম তিন পদ আট অক্ষরবিশিষ্ট হয়। চতুর্থ পদ প্রায় ৬, কখনও বা ৫ কিংবা ৭ অক্ষরবিশিষ্ট হয়। যথা,—

"মিছা দারাসুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা লয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে।"
(ভারতচন্দ্র)

৫৮১। দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম চরণে আট অক্ষরবিশিষ্ট একটী মাত্র পদ থাকিলে তাহাকে **হীনপদা দীর্ঘ চৌপদী** বলে। যথা,—

"ওরে ও আমার মাছি!
আহা কি নম্রতা ধর এসে হাত যোড় কর
কিন্তু কেন বারি কত তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি।"

৫৮২। **দীর্ঘ নর্ত্তক চতুষ্পদী**। ইহার প্রথম তিন পদ সাত অক্ষরবিশিষ্ট হয় এবং তাহাদের মিল থাকে। চতুর্থ পদে ৫ অক্ষর থাকে। যথা,—

"কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত-রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিলা রাজধানী অশোক-মূলে"
(ভারতচন্দ্র)

ললিত

৫৮৩। চৌপদীর ন্যায় ইহার প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে। কিন্তু ইহাতে প্রত্যেক চরণের কেবল মাত্র প্রথম দুই পদে এবং দুই চরণে মিল থাকে; চৌপদীর ন্যায় তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে। লঘু ও দীর্ঘ ভেদে ললিত দুই প্রকার।

৫৮৪। **লঘু ললিত**। ইহারা প্রথম তিন পদে ছয় ছয় অক্ষর ও চতুর্থ পদে পাঁচ অক্ষর থাকে। যথা,—

"হিমাদ্রি অচল দেব-লীলাস্থল
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫৮৫। **দীর্ঘ ললিত**। ইহার প্রথম তিন পদে আট আট অক্ষর ও শেষ পদে সাত অক্ষর, কথনও পাঁচ বা ছয় অক্ষর থাকে। যথা,—

"শ্বেত হলো শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হতেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর, অদ্যাপি না পূরিল।
যতনে দুরাশা ভরে ডুবিলাম রত্নাকারে,
যাতনা হইল সার, রতন না মিলিল।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

দিগক্ষরা

৫৮৬। ইহার প্রত্যেক চরণে দশ অক্ষর থাকে। যথা,—

"ভূমে কলি বড় বলবান্।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥"

(ভারতচন্দ্র)

একাবলী

৫৮৭। প্রত্যেক চরণে ১১ অক্ষর থাকে। ষষ্ঠ ও নবম বা অষ্টম অক্ষরের পর যতি পড়ে। ইহাকে একাবলী ছন্দ বলে। যথা,—

"ভো নভোমণ্ডল ! বল স্বরূপ।
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ॥"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৮৮। প্রত্যেক চরণে ১২ অক্ষর থাকিলে **দীর্ঘ একাবলী ছন্দ** হয়। ইহাতে ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি পড়ে। যথা,—

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত
কনক মুকুরে মুকুতা খচিত।"

(রামপ্রসাদ)

মিশ্র ছন্দ

৫৮৯। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি দুই বা ততোধিক ছন্দ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মিশ্র ছন্দ বলা যায়। যথা,—

"কে তোমারে তরুবর ক'রে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে !"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

নূতন ছন্দ

আজ কাল কবিগণ এত নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহার করিতেছেন, যে তাহাদের লক্ষণ বর্ণন করা অনায়াসসাধ্য নহে। ইহাদের মধ্যে দুই একটা সুপ্রচলিত ছন্দের বিষয় এস্থানে উল্লেখ করিব।

৫৯০। **অক্ষরবৃত্তে দীর্ঘ পয়ার**। প্রত্যেক চরণে দুই পদ থাকে। প্রথম পদে ৮ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পদে ১০ অক্ষর থাকে। যথা,—

৮, ১০

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫৯১। **মাত্রাবৃত্তে লঘু ত্রিপদী**। ইহাকে লঘু ত্রিপদীর অক্ষরের সংখ্যা স্থানে মাত্রার সংখ্যা গণনা করা হয়। যথা,—

"এ জগতে, হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র প্রতাপ-ছত্র মাথে
চলেছেন রাজা দিল্লানগরী চলে যেন তার সাথে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

"বর্ষা ফুরায়, লাল কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে'
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে' আনি ঝুড়ি করে'।"

(শ্রীকালিদাস রায়)

৫৯২। **স্বরবৃত্তে চতুষ্পদী**। প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে। প্রত্যেক পদে চারি স্বর (Syllable) থাকে। চতুর্থ পদে কখনও কখনও দুই স্বর কিংবা এক স্বর ও হসন্ত থাকে। যথা,—

৪ ৪

"কত গভীর | তৃপ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পল্লী-প্রাণে
জানুক কেহ নাইবা জানুক, | সে কথা মোর মনেই জানে।"

(গোলাম মোস্তফা)

২

"দিনের আলো | নিবে এল, | চাঁদের লোভে লোভে।
আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | সূয্যি ডোবে ডোবে।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

এই ছন্দ অধিকাংশ ছড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ছড়া ছন্দ বলা যাইতে পারে।

৫৯৩। **গযল কবিতা**। ইহা যে কোন ছন্দে হইতে পারে। তবে মিলে বিশেষত্ব আছে। সমস্ত কবিতায় প্রথম চরণে এবং প্রত্যেক যুগ্ম চরণে একই মিল থাকে। কখনও মিলের পর এক বা একাধিক শব্দ বারংবার ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলিকে 'রদীফ' বলে। কবিতার শেষে কবির ভণিতা থাকে। যথা,—

(১) বিনাশ তরে চেষ্টা করুক যতই অরি হাজার,
তুমি যদি বন্ধু থাক ভয় কি ওগো আমার।
তব অসির আঘাতে মোর মরণ অমর জীবন,
কি আনন্দ পরাণ আমার বলি হ'বে তোমার।
তোমার দেওয়া ক্ষতই ভাল, চাই না পরের মলম,
তোমার হাতের বিষই ভাল, চাইতে পরের সুধার।
নজর কাহার স্বরূপ তোমার দেখেছে কি কখন্?
আপন আপন দৃষ্টি মত সবাই করে বিচার।

যতই হান তরবারি ফির্‌ব না ক কখন্‌,
কর্‌ব মাথা বর্ম্ম আমার হ'ব তোমার শিকার।
সবার কাছে গৌরব পাবি তখনি রে হাফিয!
রাখ্‌বি যবে বিনয়ে মুখ দোরের ধূলে সখার।

(গ্রন্থকার)

(২) প্রিয়ার তরে প্রিয় যত হাসি মুখে বিলিয়ে দাও।
তাহার সুরে তোমার যত বেসুরো গান মিলিয়ে দাও।
সোনার তরী বেয়ে বঁধু আস্‌বে তোমার দিল্‌-শহর,—
চাও যদি তা, চক্ষু-জলে বক্ষ তোমার ভাসিয়ে দাও।
কাঁটা কুটায় ঘর ভরেছ, রাখনি ত একটু ঠাঁই.
প্রেমের আগুন দিয়ে যত আবর্জ্জনা জ্বালিয়ে দাও।
এলেই যদি নিশীথ রাতে ঝড়ের সাথে কান্তা মোর,
চুমো দিয়ে চোখের পরে মরণ-ঘুমটী ভাঙ্গিয়ে দাও।
দেখ্‌বি যদি শহীদ ওরে! ভুবন-মোহন তার আনন,
নয়ন হ'তে নিজের গড়া পর্দ্দাখানি সরিয়ে দাও।

(গ্রন্থকার)

৫৭৪। **রুবাঈ কবিতা**। ইহাতে চারি চরণে একটী চমৎকার ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়। তৃতীয় চরণ ভিন্ন অন্য তিন চরণে একই মিল থাকে। যথা,—

বিনিদ্র কাল কাট্‌ল নিশি এ'কলা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রুমণির হার গেঁথেছি নয়ন-পাতার ঝালর-সুতায়।
তোমার তরে প্রাণ-পোড়ানি কইতে নারি কারুর কাছে,
আপন মনে তাই সারাদিন আপন ব্যথা কই আপনায়।

(নজরুল ইস্‌লাম)

সংস্কৃত ছন্দ

৫৯৫। কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দ মধ্য যুগের বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই ছন্দ গুলি অক্ষরের সংখ্যা ও লঘু গুরু মাত্রার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘ স্বর গুরু; হ্রস্ব স্বর লঘু। সংযুক্ত বর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ কিংবা হসন্ত বর্ণের পূর্ব্বে হ্রস্ব স্বর এবং সন্ধিস্বর গুরু বলিয়া গণ্য হয়। হসন্ত বর্ণ পৃথক্ অক্ষর রূপে গণ্য হয় না। লঘু মাত্রার চিহ্ন ᵛ, গুরু মাত্রার চিহ্ন —।

৫৯৬। **ভুজঙ্গপ্রয়াত**। প্রত্যেক চরণে ১২ অক্ষর থাকে। তাহার মাত্রা এক লঘুর পর দুই গুরু, এইরূপ চরণে ৪ বার। যথা,—

ᵛ — — ᵛ — — ᵛ — — ᵛ — —
ভু জ ঙ্গ প্র য়া তে ক হে ভা র তী দে।
স তী দে স তী দে স তী দে স তী দে॥"

(ভারতচন্দ্র)

৫৯৭। **তূণক**। প্রত্যেক চরণে পনর অক্ষর থাকে। তাহার মাত্রা প্রথম গুরু, পরে লঘু, এইরূপে প্রত্যেক চরণে ১৪ অক্ষর এবং শেষে গুরু। যথা,—

— ᵛ — ᵛ — ᵛ —
"মৈ ল দ ক্ষ ভূ ত য:

— ᵛ — ᵛ — ᵛ —
সিং হ না দ ছা ড়ি ছে

ভারতের তূণকের
ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥"

(ভারতচন্দ্র)

৫৯৮। **তোটক**। প্রত্যেক চরণে ১২ অক্ষর থাকে। তাহার মাত্রা দুই লঘুর পর এক গুরু, এইরূপ প্রত্যেক চরণে ৪ বার। যথা,—

v v — v v — v v — v v —

"বি ন য়ে ক র প দ্ম ক রে ধ রি য়া।
ক হি ছে ত রু ণী ক রু ণা ক রি য়া॥"

(ভারতচন্দ্র)

৫৯৯। **মন্দাক্রান্তা**। ইহার প্রত্যেক চরণে ১৭ অক্ষর থাকে এবং ৪ ও ১০ অক্ষরের পর যতি পড়ে। ইহার মাত্রা এইরূপ যথা,—

— — — — v v v v v — — v — — v — —

'পি ঙ্গল্ বি হ্বল্ ব্য থি ত ন ভতল্ কই গো কই মেঘ্ উদয়্ হও;
স ন্ধ্যায় ত ন্দ্রার মূ র তি ধ রিআজ ম ন্দ ম ন্থর বচন কও।"

(সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত)

(এখানে "কই" 'হও' "কও" শব্দগুলি একাক্ষর গুরু গণ্য করা হইয়াছে। "গো" এবং মূরতি শব্দের "মূ" ছন্দের গণনায় লঘু।)

ছন্দের ভাষা

৬০০। ছন্দে কতক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,— অমিয়া (অমৃত), হিয়া (হৃদয়), তব (তোমার) মম (আমার), মোর, সাথে (সহিত), লাগিয়া (জন্য), হের দেখ), বয়ান (বদন), চাঁদিনী (জ্যোৎস্না), আঁখি (চোখ), ইত্যাদি।

৬০১। লালিত্যের জন্য বা ছন্দের অনুরোধে অনেক শব্দের যুক্তাক্ষরকে ভাঙ্গিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা,—যতন (যত্ন), রতন (রত্ন), ভকতি (ভক্তি), যুকতি (যুক্তি), দরশন (দর্শন), পরশ (স্পর্শ), হরষ (হর্ষ), বরষা (বর্ষা), করম (কর্ম্ম), ধরম (ধর্ম্ম), মরত (মর্ত্ত্য), স্বরগ (স্বর্গ), মগন (মগ্ন), ইত্যাদি।

৬০২। কতকগুলি শব্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়। যথা,—
(নয়ন), উজল, আলা (আলোক), নিঠুর ইত্যাদি।

৬০৩। ক্রিয়া পদে কিছু রূপান্তর হয়। যথা,—

স্বার্থে দেখিলা, বলিলা ইত্যাদি ; করি (করিয়া), করিছেন (করিতেছেন), করিছিল (করিয়াছিল)। প্রাচীন পদ্যে দেখিনু (দেখিলাম), কৈল (করিল), মৈল (মরিল) ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মাইকেল কূজনিল (কূজন করিল), নাদিল (নাদ করিল) ইত্যাদির নামধাতু ব্যবহার করিয়াছেন।

আজকাল কবিতায় অনেকে চলিত ভাষা ব্যবহার করিতেছেন।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের যতির স্থান এবং ছন্দ নিরূপণ কর।—

(ক) "অন্ধকারে নিমগন গত বর্ষ পুরাতন
আজি যেন মুচকি' হাসিয়া,
অনন্ত অতীত সনে মিশে' যায় ক্ষণে ক্ষণে
নূতনে রাজত্ব সমর্পিয়া।"
(শ্রীদেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী)

(খ) "সকল বাঁধন হারা সে যে জানে না ক সমাজ-রীতি
জীবন পথে লক্ষ্যহারা মানে না ক স্বাস্থ্য-নীতি।"
(শ্রীকালিদাস রায়)

(গ) "ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত কর শির। দিবা হ'লো সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।"—— (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ঘ) "নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনে না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি!
এত ভালো তুমি বেসে ছিলে মোরে, দাওনিক অবসর
আমারেও ভালবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর।"

(নজরুল ইস্‌লাম)

(ঙ) "এইপুণ্য দেশে
সেই এক শুভ প্রাতে মক্কা নগরীতে
প্রেরিত-পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীর মোহাম্মদ
ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মহা আহ্বান লইয়া
নামিলেন স্বর্গ হ'তে।"——— (গোলাম মোস্তফা)

(চ) "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম সিঙ্গা ঘোর বাজে।" (ভারতচন্দ্র)

(ছ) "বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর।
দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব গিরি, তরু, লতা।
কপোতী সুদূর বনে
ঘুঘু ঘু করুণস্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা।"

(বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী)

অলঙ্কার প্রকরণ

(Figures of Speech)

৬০৪। অলঙ্কার রচনা-রীতি বিশেষ, যাহাদ্বারা শব্দের বা অর্থের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

৬০৫। যাহাদ্বারা শব্দের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে শব্দালঙ্কার বলে।

৬০৬। যাহাদ্বারা বাক্যার্থের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে অর্থালঙ্কার বলে।

শব্দালঙ্কার

৬০৭। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রধান। অনুপ্রাসের বিষয় ছন্দঃপ্রকরণে বলা হইয়াছে।

৬০৮। **যমক** (**Analogue**)। একরূপ শব্দ বিভিন্নার্থে কয়েকবার প্রযুক্ত হইলে যমক অলঙ্কার হয়। যমকের অবস্থান-ভেদে ইহাকে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমক বলা হয়।

আদ্য যমক—"ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্রপ্রায় তাহার বর্ণনে।"
(ভারতচন্দ্র)

মধ্য যমক—"মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়,
অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়।" (উদ্ভট)

অন্ত্যযমক—"আট পণে আধ সের কিনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি।"
(ভারতচন্দ্র)

৬০৯। **শ্লেষ** (**Paronomasia**)। একই শব্দ বা শব্দাংশ এক বাক্যে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলে, শ্লেষ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত অর্থে প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং অদৃশ্য জগদীশ্বর ; প্রভাকর অর্থে প্রভাকর পত্রিকা এবং সূর্য্য।

অর্থালঙ্কার

৬১০। অর্থালঙ্কারের মধ্যে প্রধান কয়েকটী উপমান ও উপমেয় ঘটিত ; তাঁহার মুখ চন্দ্রতুল্য মনোহর—এখানে মুখ উপমেয়, চন্দ্র উপমান এবং মনোহারিত্ব সাধারণ গুণ। যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহা উপমেয় ; যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহা উপমান। তুলনার জন্য উভয়ের একটী সাধারণ গুণ থাকা আবশ্যক। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্, অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতিবস্তূপমা এই অলঙ্কার গুলিতে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য বিবিধরূপে চমৎকারিত্বের সহিত উল্লিখিত হয়।

৬১১। **উপমা** (**Simile**)। উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য বর্ণন দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্ট হইলে, উপমা অলঙ্কার হয়। ইহাতে যেমন—তেমন, যথা, ন্যায়, তুল্য ইত্যাদি সদৃশ্য-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"নৃমুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ডমালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরী,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে চলে একাকিনী।" (মাইকেল)

৬১২। **মালোপমা** (**String of Simile**)। এক উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকিলে, যেমন অনেকগুলি ফুলে মালা হয়, সেইরূপ মালোপমা অলঙ্কার হয়। উহা উপমা অলঙ্কারের এক প্রকার ভেদ। যথা,—

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকর দেখে।
হলো তেমনি সুমতি নরপতি মহাশয়
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার

৬১৩। **রূপক** (**Metaphor**)। উপমেয়ের সহিত অভেদরূপে উপমানের নির্দ্দেশ হইলে, রূপক অলঙ্কার হয়। ইহাতে রূপ, স্বরূপ প্রভৃতি রূপকজ্ঞাপক শব্দ প্রায় উহ্য থাকে যথা,—

"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

(ভারতচন্দ্র)

৬১৪। **উৎপ্রেক্ষা** (**Poetic Fancy**)। প্রকৃত উপমেয়ের সহিত প্রকৃত বা অপ্রকৃত উপমানের সাদৃশ্য কল্পিত হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। ইহাতে যেন, বুঝি, বোধ হয় প্রভৃতি বিতর্কবাচক শব্দ প্রায় ব্যবহৃত হয়। যথা—;

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পিদেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা—

প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
দাতার আদেশে! বিশ্ব পূরিল বিভায়।"
(মাইকেল)

৬১৫। **ভ্রান্তিমান্ (Poetic Illusion)**। উপমানের সহিত উপমেয়ের সাদৃশ্য বিশেষরূপে জানাইবার জন্য উপমেয়েকে উপমানরূপে ভ্রান্তি কল্পনা করিলে, ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয় ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে,
ধরিবারে করয়ে যতন॥"

৬১৬। **অপহ্নুতি (Concealment)**। উপমেয় ও উপমানের প্রভেদ অপহ্নব (গোপন) করিয়া প্রতিবিদ্ধ উপমেয়কে উপমানরূপে নির্দ্দেশ করিলে, অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। ইহাতে না, নহে প্রভৃতি নিষেধবোধক শব্দ এবং ব্যাজ, ছল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—(কেহ গোলাপ ও পদ্ম দেখিয়া বলিতেছে)

"ও নয় গোলাপ, তব রক্ত গণ্ডস্থল।
অই যে নয়ন তব, কে বলে কমল?"

৬১৭। **নিশ্চয় (Certainty)**। যেখানে উপমানের প্রতিষেধ করিয়া উপমেয়ের নিশ্চিত নির্দ্দেশ হয়, সেখানে নিশ্চয় অলঙ্কার হয়। ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের বিপরীত। যথা,—

"বদন মণ্ডল, ইহা সরসিজ নয়,
নয়ন যুগল, এ যে নহে কুবলয়।"

৬১৮। **অতিশয়োক্তি** (**Hyperbole**)। উপমেয় ও উপমানের অভেদত্ব প্রকাশের জন্য, উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে উপমানের উল্লেখ করিলে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥"

(ভারত চন্দ্র)

৬১৯। **ব্যতিরেক** (**Dissimilitude**)। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হইলে, ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যথা,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।"

(ভারতচন্দ্র)

৬২০। **দৃষ্টান্ত** (**Exemplification**)। যেখানে সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে দৃশ্যতঃ উপমান উপমেয় সম্বন্ধ না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়, সেখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। ইহাতে যথা ইত্যাদি উপমাবাচক শব্দ থাকে না। যথা,—

"যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক-ভাগ্যে কেবল চীৎকার॥"

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬২১। **নিদর্শনা (Illustration)**। অসম্ভব কার্য্য-সম্বন্ধের দ্বারা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পিত হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা,—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

(মাইকেল)

৬২২। **বিভাবনা (Peculiar Causation)**। যেখানে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি কল্পিত হয়, সেখানে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। যথা,—

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"

(ভারতচন্দ্র)

৬২৩। **বিশেষোক্তি (Peculiar Allegation)**। যেখানে কারণ আছে, অথচ কার্য্য দৃষ্ট হয় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"বিষরস পান করি
স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার।"

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)

৬২৪। **অর্থান্তরন্যাস** (**Corroboration**)। সামান্য বিষয় দ্বারা বিশেষ বিষয়ের অথবা বিশেষ বিষয় দ্বারা সামান্য বিষয়ের সমর্থন হইলে, অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যথা,—

"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ, অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া, আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৬২৫। **সমাসোক্তি** (**Modal Metaphor**)। যে স্থানে সমান কার্য্য ও সমান বিশেষণদ্বারা বর্ণনীয় (প্রস্তুত) বিষয়ে অন্য অবর্ণনীয় (অপ্রস্তুত) বিষয়ের ব্যবহার আরোপিত হইয়া, সংক্ষেপে দুই বিষয়ের উক্তি একত্র হয়, সে স্থানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে,
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
চরণের-পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬২৬। **স্বভাবোক্তি** (**Natural Description**)। কোন পদার্থের স্বভাব যথাযথ বর্ণিত হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৬২৭। **ব্যাজস্তুতি** (**Artful Praise**)। নিন্দাছলে (ব্যাজে) প্রশংসা (স্তুতি) বা প্রশংসা-ছলে নিন্দা হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। নিন্দাছলে প্রশংসা যথা,—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥" (ভারতচন্দ্র)

প্রশংসা-ছলে নিন্দা যথা.—(বালকগণ রামচন্দ্রকে উপহাস করিয়া বলিতেছে)

"তব হে জনম অতি বিপুলে,
ভুবন বিদিত অজের কুলে ;
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরী॥"

(হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন)

৬২৮। **অনন্বয়**—(**Self Comparison**)। একই বাক্যে উপমেয়কেই উপমানরূপে বর্ণনার ভঙ্গিকে অনন্বয় অলঙ্কার বলে। যথা,—

"তোমার তুলনা তুমি এ মহী মণ্ডলে।"

৬২৯। **সন্দেহ**—(**Fanciful Doubt**)। উপমেয়ে উপমানের কাল্পনিক সন্দেহ উত্থাপন করিলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"একি চাঁদ! তবে কেন নাই সে কলঙ্ক?
একি পদ্ম! জল বিনা রয়েছে কেমনে?"

৬৩০। **প্রতিবস্তূপমা**—(**Typical Comparison**)। ভিন্ন বাক্যে উপমেয় ও উপমানের উল্লেখ করিয়া উভয় বাক্যেই সাধারণ ধর্ম্মের বিন্যাসকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলে। (উপমায় উপমেয় ও উপমান এক বাক্যগত হয়)। যথা,—

"—নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছিঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি?"

(মাইকেল)

৬৩১। **দীপক**—(**Illuminator**)। সাধারণ গুণ একবার মাত্র উল্লেখ করিয়া যদি একটী বিশেষ্যের অনেকগুলি ক্রিয়ার অথবা একটী ক্রিয়ার অনেকগুলি কারকের সহিত সম্বন্ধ সুচারুরূপে বর্ণিত হয়, সেই স্থলে দীপক অলঙ্কার হয়। যথা,—

(১) "কৃপণের ধন, মণি ভুজঙ্গের শিরে,
কেশরীর দন্তাবলী, কুলবধূ দেহ,
কে পারে স্পর্শিতে তার থাকিতে জীবন?"

(২) "আনেনি ব্যথা, হানেনি প্রাণে আঁখির খর খড়্গ।"

৬৩২। **সমুচ্চয়—(Conjunction)**। বর্ণিত বিষয়ের অনুকূল কারণ বিদ্যমান থাকিতে অপর গুণ বা ক্রিয়াকে তদনুকূল বলিয়া বর্ণনা করিলে সমুচ্চয় অলঙ্কার হয়। যথা,—

"কেমনে সহিব তবে বিরহ-যাতনা—
সখীগণ নহে দক্ষ—কৃতান্ত বিপক্ষ—
ধৈর্য্য নহে নারীর সুলভ—
নবীন বয়স হায়! কঠিন জীবন—
অনুরাগ সুগভীর—মানস চঞ্চল—
দূরগত দয়িত আবার—
আগত বসন্ত নব—চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।"

৬৩৩। **পর্য্যায়—(Sequence)**। বস্তু বিশেষের বিদ্যমানতা পর্য্যায় ক্রমে 'একস্থান হইতে অন্য স্থানে বর্ণিত হইলে পর্য্যায় অলঙ্কার হয়। যথা,—

(১) "ছিলে তুমি পারাবারে, ওহে হলাহল!
সেথা হতে হর-গলে করিলে আশ্রয়।
এবে দেখি বিরাজিছ দুর্জ্জন-জিহ্বায়!"

(২) "বিম্বাধরে যেই রাগ আছিল সুন্দরি!
সেই রাগ এবে তব শোভিছে হৃদয়ে।"

৬৩৪। **পরিসংখ্যা—(Special Mention)**। কোন বস্তুর উল্লেখ যে স্থলে সমানগুণবিশিষ্ট অন্যান্য বস্তুর প্রত্যাখ্যান সূচিত করে, সেই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। যথা,—

(১) "কোন বস্তু মানবের হয় বিভূষণ?
যশ; তুচ্ছ ভূষা কাঞ্চন রতন।
কি কর্ত্তব্য এই ভবে? সজ্জনের সদা উপকার।

অবাধ দর্শন কিবা? জ্ঞান অনুত্তম!
জ্ঞান কিবা? ভালমন্দ বিচার সতত।"

(২) "ঈশেতে আসক্তি—ভোগে নহে কদাচন,
ব্যসন জ্ঞানেতে—কভু নহে নারীজনে,
আকাঙ্ক্ষা যশেতে, নহে ক্ষণিক দেহেতে,
সাধুর জীবন তার প্রমাণ নিয়ত।"

প্রশ্ন

১। উপমা ও রূপক অলঙ্কারের পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বিভাবনা ও বিশেষোক্তি অলঙ্কারের পরস্পর তুলনা কর।

৩। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের অলঙ্কার নির্ণয় কর।—

(ক) "তুমি অনন্তর নব বসন্ত অন্তরে আমার!
সুচারু চামরচারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি।"

(শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর)

(খ) " — —বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে ব্রততি যেমতি
বিশাল রসালমূলে।"———

(মাইকেল)

(গ) "মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥"

(কাশীরাম দাস)

(ঘ) "তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(ঙ) "কজ্জলকিরণে শোভা করিছে নয়ন
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ।"

(ভারতচন্দ্র)

(চ) "অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।"

(ভারতচন্দ্র)

ছ) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥"

(ভারতচন্দ্র)

(জ) "আয় আয় দে'খ্ সখি যশোদার অঙ্কে,
উঠিছে পার্ব্বণ চাঁদ ত্যজিয়া কলঙ্কে।"

(ঝ) "মলিন বদনা দেবী হায় রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা,) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।"

(মাইকেল)

(ঞ) "নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।

পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে।
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌ চোখে আসে জল ভরে'।"
(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ট) "কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?" (মাইকেল)

(ঠ) "পাইয়া চরণ তরি তরি ভব আশা।
তরিবারে সিন্ধু-ভব, ভব সে ভরসা॥" (ভারতচন্দ্র)

(ড) "কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরোগণের বাস॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥" (ভারতচন্দ্র)

(ঢ) "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে
শুন মোর কথা ধনি, নিন্দ বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে।" (মাইকেল)

(ণ) "চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক-তপন।" (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ত) "বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী,
ব্রাহ্মণী অথবা ইনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।"

(থ) "দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥" (ভারতচন্দ্র)

(দ) "উপার্জ্জন আছে তায়, কিন্তু লোভ নাই,
ব্যসনী নহেন, তবে সম্ভোগ সদাই।"

(ধ) "বদন মণ্ডল, ইহা সরসিজ নয়,
নয়ন-যুগল এ যে নহে কুবলয়।
পরিমল নয়, এ যে নিশ্বাস পবন,
বৃথা মধুকর হেথা করিছ ভ্রমণ।"

(ন) "গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবন-স্বরূপা সে, স্বামীর শিরোমণি।" (ভারতচন্দ্র)

(প) "একথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্তলোচন,
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেন লোহিত বরণ।"
(রামসুন্দর ঘটক)

(ফ) "কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ ?
উদ্যমবিহনে কার পূরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?"
(যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

বিরাম-চিহ্ন (PUNCTUATION)

৬৩৫। কথা বলিবার কালে অর্থবোধের জন্য বাক্য মধ্যে স্থানে স্থানে অল্লাধিক থামিতে হয়। ইহা জানাইবার জন্য লিখিত বাক্যে কয়েকটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তাহাদিগকে বিরাম চিহ্ন বলে।

৬৩৬। বিরাম-চিহ্নগুলি এই—

, কমা

; সেমিকোলন

। দাঁড়ি

? প্রশ্ন-চিহ্ন

! বিস্ময়-চিহ্ন

" " কোটেশন

- হাইফেন

— ড্যাস

[ ] কিংবা ( ) ব্রাকেট

৬৩৭। সামান্য বিরাম বুঝাইতে কমা ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত স্থলে সাধারণতঃ কমা বসে।—

(ক) সমকারক বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের মধ্যে; যথা—

গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আয়ার্লণ্ডের রাজা, ভারতের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

(খ) যখন কয়েকটী পদ "এবং", "ও", অব্যয়গুলি দ্বারা যোজিত হয়; যথা,—

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মানুষের বাঞ্ছনীয়।

(গ) সম্বোধন পদের পর; যথা,—

বন্ধুগণ, জ্ঞান-বিস্তার আমাদের জীবনের ব্রত হউক।

(ঘ) -ইলে-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে ; যথা,—

সূর্য্য-অস্তমিত হইলে, নলিনী মুদিত হইল।

(ঙ) যখন এক শ্রেণীর শব্দ যোড়ায় যোড়ায় ব্যবহৃত হয়, তখন প্রত্যেক যোড়ার মধ্যে কমা বসে। যথা,—

ধনী বা দরিদ্র, বিদ্বান্ বা মূর্খ, সবল বা দুর্বল, বৃদ্ধ বা বালক, স্ত্রী বা পুরুষ সকলেরই জন্য ধর্ম্ম একান্ত আবশ্যক।

(চ) জটিল বাক্যে কর্ম্মস্থানীয় প্রত্যক্ষ উক্তির পূর্ব্বে কমা বসে। যথা,—

রহমত্ হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্চে।"

(ছ) জটিল বাক্যে বিশেষণ- ও ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় বাক্যের পর কমা বসে। যথা,—

জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(জ) যৌগিক বাক্যে খণ্ডবাক্যগুলি ছোট হইলে প্রত্যেকের পরে কমা বসে, বড় হইলে সেমিকোলন বসে। যথা,—

"যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না।"

(অক্ষয়কুমার সরকার)

"তুমি কে যে তুমি বসন্তের পুষ্পিত বৈভবে অঙ্গ ঢাকিয়া বিরহ-বিলাপে বসিয়া থাকিবে ; আর আমি তোমারই জন্য আমার এই ক্ষীণ শরীর ও দীন চিত্তকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ দিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব ?"

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

৬৩৮। কমার উপযুক্ত বিরাম অপেক্ষা অধিক বিরাম বুঝাইতে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত স্থলে ইহার ব্যবহার হয়।—

(ক) একটী বড় খণ্ড বাক্যকে অন্য খণ্ড বাক্য হইতে পৃথক্ করিতে হইলে; যথা,—

"ক্রমে কাজ করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে কর্ম্মানুরাগ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তির সঞ্চার হয়; তখন বাহিরের উত্তেজনার অভাব সত্ত্বেও সে ভিতর হইতে আমাদিগকে অহর্নিশি কাজে প্রবৃত্ত করাইতে থাকে।" (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(খ) "কিন্তু", "না হয়", "নচেৎ", "নতুবা" প্রভৃতি অব্যয়যুক্ত খণ্ডবাক্যের পূর্ব্বে সেমিকোলন বসে। যথা,—

"কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার রাণী, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া কে কখন আমার মত চির দুঃখিনী হইয়াছে, বল?" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(গ) ভাবের দ্বারা সম্বন্ধ কয়েকটী বাক্যের মধ্যে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খে'লা করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহারা যৌবনকালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবু ডুবু খাইতেন; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ় দশায় উপনীত হইয়া সমাজের অভিনয়-ভূমিতে কিরূপে অভিনয় করিতেন, এবং যবনিকার অন্তরা'লেই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইত ইচ্ছা প্রকাশ করে।" (কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

৬৩৯। বাক্যের সমাপ্তি বুঝাইতে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যথা,— "হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।" (শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৬৪০। প্রশ্ন বুঝাইতে বাক্যের শেষে প্রশ্ন-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ ?

৬৪১। বিস্ময়-চিহ্ন বক্তার বিস্ময় বুঝাইতে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। যথা,—'আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"মানুষ খুন !"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

দ্রষ্টব্য। কোন কোন লেখক সম্বোধন পদের পর বিস্ময়-চিহ্ন ব্যবহার করেন। জর্মান ভাষায়ও এইরূপ নিয়ম আছে।

৬৪২। (ক) প্রত্যক্ষ উক্তি বুঝাইতে কোটেশন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,— সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া বলিল, "জয়, ভারত-সম্রাটের জয়।"

(খ) কোন গ্রন্থ হইলে বাক্য উদ্ধৃত করিলে কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। যথা,—

"যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য সুধা সুরগণ-ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকসিত তামরসে অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবলি চীৎকার।"

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

(গ) কোন শব্দ, গ্রন্থের নাম প্রভৃতি বাক্য মধ্যে উল্লিখিত হইলে, কোটেশন চিহ্ন মধ্যে লিখিত হয়। যথা,—

তুমি "গীতাঞ্জলি" না পড়িয়া থাকিলে, অবশ্য পড়িবে।

৬৪৩। অর্থবোধের সুবিধার জন্য সমাসযুক্ত পদের মধ্যে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যথা,— তোমার এই বাসনা মরু-মরীচিকা মাত্র।

দ্রষ্টব্য। অর্থবোধের অসুবিধা না হইলে সমাসযুক্ত বাক্যে হাইফেন ব্যবহৃত হয় না।

৬৪৪। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত স্থলে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(ক) এক বাক্যের পর হঠাৎ আর একটী বাক্য আরম্ভ করিতে; যথা,—

"ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষি-বাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা।

(খ) সমকারক কিংবা ব্যাখ্যা স্বরূপ পদ বুঝাইতে; যথা,— "প্রবোধ বাবুর পিতা—আমার প্রথম মনিব বসু মহাশয়, দয়া পরবশ হইয়া আমাদের দুজনকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন।"

(গ) বাক্য মধ্যে অবান্তর (parenthetical) বাক্য বা বাক্যাংশ দুইটী ড্যাশের মধ্যে লিখিত হয়। যথা,—"পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হ'লে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর কর্‌তে হয়।"

(ঘ) কোন বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে কখনও কখনও তাহার পূর্ব্বে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—

বিভার বলেছেন—"এমন ইংরেজী কোন এশিয়াবাসীর নিকট পাই নি।"

(ঙ) উদাহরণ দিতে ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যথা,—

বচন দুই প্রকার।—একবচন ও বহুবচন।

৬৪৫। বাক্য-মধ্যে অবান্তর বাক্য বা বাক্যাংশ ব্রাকেটের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে ড্যাসও ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"এইভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে যেতে হবে।"

টীকা। বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার খ্যাতনামা ইংরেজি-শিক্ষিত লেখকগণের প্রয়োগ হইতে শিখিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

ঈকার-যুক্ত শব্দ

(১) পুংলিঙ্গ—অস্ত্যর্থ বা শীল-অর্থ **ঈ** (**ইন্**), **বী** (**বিন্**) প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ—গুণী, সুখী, মেধাবী, বাগ্মী, কর্ম্মী, জয়ী, শ্রমী ইত্যাদি।

(২) স্ত্রীলিঙ্গ—মানিনী, সখী, ব্যাঘ্রী, নদী, তরী, রজনী, ইন্দ্রাণী, ইত্যাদি।

(৩) **ঈন, ঈয়ান্, ঈয়, অনীয়** প্রত্যয়ান্ত শব্দ—কালীন, সম্মুখীন, কুলীন, মহীয়ান্, গরীয়ান্, গরীয়সী, জাতীয়, দেশীয়, করণীয়, দর্শনীয়।

(৪) অন্যান্য বিবিধ শব্দ অঙ্গীকার, অতীত, অধীন, অন্তরীপ, অধীরা, অভীষ্ট, অলীক, আত্মীয়, আভীর, আশীর্ব্বাদ, আসীন, ইদানীং, ঈদৃশ, ঈপ্সা, ঈপ্সিত, ঈর্ষ্যা, ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, ঈষ, ঈষৎ, উড্ডীন, উদীচী, উদীয়মান, উদ্গীর্ণ (উদ্গিরণ), উষ্ণীষ, উশীর, করণী, করবীর, করীষ, কানীন, কিরীট, কীচক, কীট, কীদৃশ, কীর্ত্তন, কীর্ত্তি, কীল, কৌপীন, ক্লীব, ক্ষীণ, ক্ষীর, গভীর, গম্ভীর, গীত, গীতা, গীতি, গীতিকা, গীষ্পতি, গৃহীত, গ্রীবা, গ্রীষ্ম, চিকীর্ষা, চীৎকার, চীন, চীবর, চীর, (চির নিত্য অর্থে), জিগীষা, জিজীবিষা, জীব, জীবন, জীমূত, জীর্ণ, টিপ্পনী, টীকা, তরণী, তন্ত্রী, তিতীর্ষু, তিন্তিড়ী, তীক্ষ্ণ, তীব্র, তীর, তীর্ণ, তীর্থ, তৃতীয়, দধীচি, দিলীপ, দীক্ষা, দীধিতি, দীন, দীপ, দীপ্ত, দীর্ঘ, দীর্ণ, দ্বিতীয়, দ্বীপ, (দ্বিপ হস্তী অর্থে), ধী, ধীবর, ধীর, নবীন,

নিবীত, নিমীলিত, নিরীক্ষণ, নিরীহ, নিশীথ, নিষ্ঠীবন, নীচ, নীড়, নীত, নীতি, নীপ, নীবার, নীর, নীরব, নীরন্ধ্র, নীরস, নীরোগ, নীল, নীহার, (নিহার), পরীক্ষা, পিপীলিকা, পীঠ, পীড়া, পীত, পীন, পীযূষ, পীবর, পৃথিবী, পৃথ্বী, প্রতীক, প্রতীক্ষা, প্রতীচী, প্রতীতি, প্রবীণ, প্রাচীর, প্রীত, প্রীতি, প্লীহা (প্লিহা), বল্মীক, বাণী, বাল্মীকি, বিকীর্ণ (বিকিরণ), বিহীন, বিভীষণ, বীচি, বীজ, বীজন, বীণা, বীত, বীথি, বীপ্সা, বীভৎস, বীর, বীর্য্য, ব্রীড়া, ব্রীহি, বেণী, ভগীরথ, ভীত, ভীম, ভীরু, ভীষণ, মঞ্জরী, মনীষা, মহী, মীন, মীমাংসা, রাজীব, রীতি, লীন, লীলা, শরীর, শর্ব্বরী, শালীন, শিঞ্জিনী, শিরীষ, শীকর, শীঘ্র, শীত, শীতল, শীর্ণ, শীর্ষ, শীল, শ্রী, শ্রেণী (শ্রেণি), শ্রীপদ, সুধী, শ্রীল, সমীচীন, সমীপ, সমীরণ, সমীর, সীতা, সীবন, সীমন্ত, সীমা, সীসা, স্ফীত, স্বীকার, হীন, হীরক, হীরা, হ্রী।

ঊকারযুক্ত শব্দ

(১) স্ত্রীলিঙ্গ—বধূ, শ্বশ্রূ ইত্যাদি।

(২) বিবিধ শব্দ—অসূয়া, আহূত, উদূখল, উলূক (উলুক), ঊঢ়, ঊন, ঊরু, ঊর্ণনাভ, ঊর্ণা, ঊর্দ্ধ, ঊর্ব্বর (উর্ব্বর), ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মিলা, ঊষর, ঊষা (উষা), ঊহ্য, কুতূহল, কূজন, কূট, কূপ, কূর্ম্ম, কূল (কুল বংশ অর্থে), কৌতূহল, ক্রূর, গণ্ডূষ, গূঢ়, গোধূম, ঘূর্ণন, ঘূর্ণাবর্ত্ত, ঘূর্ণায়মান, চমূ, চূড়া, চূত, চূর্ণ, চূষ্য, জাগরূক, জীমূত, তাম্বূল, তাম্রকূট, তূণ, তূণীর, তূর্য্য, তূরী, তূর্ণ, তূলা, তূলিকা, তূষ্ণী, দুকূল (রেশমী কাপড়), দূত, দূর, দূর্ব্বা, দূষক, দূষণীয়, দূষিত (দুষ্ট), দ্যূত, ধূম, ধূম্র,

ধূর্জ্জটি, ধূর্ত্ত, ধূলি, ধূসর, নির্ব্যূঢ়, নিষ্ঠ্যূত, নূতন নূপুর, ন্যূন, পীযূষ, পূজা, পূত, পূয়, পূরক, পূরণ, পূর্ণ, পূর্ত্তি, পূর্ব্ব, পূষা. প্রতিভূ. প্রত্যূষ (প্রত্যুষ), প্রসূ, প্রসূত, প্রসূতি, প্রসূন, বাবদূক, বিদূষক, ব্যূঢ়, ব্যূহ, ভূ, ভূত. ভূমা, ভূমি, ভূয়ঃ, ভূরি, ভূষণ, ভ্রূ, ভ্রূণ, মণ্ডূক, মণ্ডূর, ময়ূখ, ময়ূর, মুহূর্ত্ত, মুমূর্ষু, মূক, মূঢ়, মূত্র, মূর্খ, মূর্চ্ছা, মূর্ত্ত, মূর্ত্তি, মূর্দ্ধন্য, মূল, মূল্য, মূষিক, যবাগূ, যূথ যূথিকা, যূনী, যূপ, যূষ, রূঢ়, রূপ, লূতা, শার্দ্দূল, শুশ্রূষা, শূক, শূকর, শূদ্র, শূন্য, শূর্প, শূল, শ্রূয়মাণ, সমূহ, সম্ভূয়, সিন্দূর, সূক্ত, সূক্ষ্ম, সূচি, সূচক, সূচনা, সূত (সূত পুত্র অর্থে), সূত্র, সূদন, সূনু, সূনৃত, সূপ, সূর, সূর্য্য, স্তূপ, স্থূল, স্ফূর্ত্তি (স্ফূরণ), স্যূত, স্বয়ম্ভূ, হূত, (হূত হোমাগ্নিতে অর্পিত), হূন (হূণ)।

ব-ফলাযুক্ত কয়েকটী শব্দ

উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, ঊর্দ্ধ, জ্বালা, দ্বন্দ্ব, পক্ব, বিদ্বান্, মহত্ত্ব, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্বাস, সত্ত্ব (সত্তা), সান্ত্বনা, স্বচ্ছ, স্বতন্ত্র, স্বত্ব, স্বরূপ, স্বল্প, স্বার্থ (সার্থক)।

স্বাভাবিক ণ কারযুক্ত শব্দ ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্বাভাবিক ষকারযুক্ত শব্দ ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ

মূল শব্দে ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, ং থাকিলে তাহার পূর্ব্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যথা,—শাঁখ (শঙ্খ), পাঁচ (পঞ্চ), কাঁটা (কণ্টক), দাঁত (দন্ত), কাঁপ (কম্প), হাঁস (হংস)।

ড়কার-যুক্ত শব্দ

মূল শব্দে ট বর্গ, ত বর্গ বা ল থাকিলে বাঙ্গালায় ড় হইতে পারে। যথা,—কড়াই (কটাহ), পড়া (পাঠ), পাহাড় (পাষাণ), বড় (বড্র), কড়া (কপর্দ্দক), বুড়া (বৃদ্ধ), আগড় (অর্গল)।

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Paronyms)

অংশ—ভাগ ; অংস—স্কন্ধ ।

অনু—পশ্চাৎ ; অণু—বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ ।

অন্ন—খাদ্য ; অন্য—অপর ।

অবদান—মহৎকার্য্য ; অবধান—মনোযোগ ।

অশ্ব—ঘোড়া ; অশ্ম—পাথর ।

আপণ—দোকান ; আপন—নিজ ।

আভাষ—আলাপ ; আভাস—অস্পষ্ট প্রকাশ ।

আশা—কামনা ; আসা—দিক্, উপস্থিত হওয়া ।

আস্তিক—ঈশ্বর-বিশ্বাসী ; আস্তীক—মুনি বিশেষ ।

আহুতি—হোম ; আহূতি—আহ্বান ।

কাল—সময় ; কাল— কল্য ; কাল—কৃষ্ণবর্ণ ।

উপাদান—উপকরণ ; উপাধান—বালিশ ।

কাদা—কর্দ্দম ; কাঁদা—ক্রন্দন ।

কালি—কল্য, লিখিবার কালি ; কালী—দেবী বিশেষ ।

কাঁধ—স্কন্ধ ; কাঁদ—ক্রন্দন কর ।

কুল—বংশ ; কূল—কিনারা ।

কৃত—তৈয়ারি ; ক্রীত—কেনা ।

কোণ—কোণা ; কোন—কে ? (বিশেষণে) ।

কোটি—ক্রোর ; কটি—কোমর ।

কোমল—নরম ; কমল—পদ্ম ।

গুড়—মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ ; গূঢ়—গুপ্ত ।

গাদা—রাশি ; গাধা—গর্দ্দভ ।

চাল—ঘরের চাল, গতি ; চা'ল— চাউল ।

গোদা—গোদবিশিষ্ট ; গোধা—গোসাপ ।

জল—পানীয় পদার্থ বিশেষ ; জ্বল্—প্রজ্বলিত হ ।

চির—বিলম্ব ; চীর—নে'কড়া ।

জাল—মাছ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ ; জ্বাল—শিখা ; প্রজ্বলিত কর ।

চূত—আম্র ; চ্যুত—স্খলিত ।

জব—বেগ ; যব—শস্য বিশেষ ।

ডাল—গাছের ডাল ; ডা'ল—ডাইল ।

তত্ত্ব—সার অংশ ; তথ্য—যাথার্থ্য ।

তরণী—নৌকা ; তরুণী—যুবতী ।

দার—স্ত্রী ; দ্বার—দরজা ।

দিন—দিবস ; দীন—দরিদ্র ।

দীপ—আলোক ; দ্বিপ—হস্তী ; দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থল ।

দূত—চর ; দ্যূত—জুয়া খেলা ।

দূতী—স্ত্রীলোকচর ; দ্যুতি—আলোক ।

দেশ—রাজ্য ; দ্বেষ—হিংসা ।

ধ্বনি—শব্দ ; ধনী—ধনবান্ ।

নিরাশ—আশারহিত ; নিরাস—দূরীকরণ ।

নিবৃত্তি—বিরাম ; নির্বৃতি—সুখ ।

নীর—জল ; নীড়—পাখীর বাসা ।

পক্ষ—পাখা, মাসার্দ্ধ, পক্ষ্ম—নেত্রলোম ।

পদ্য—ছন্দোযুক্ত বাক্য ; পদ্ম—কমল ।

প্রসাদ—অনুগ্রহ ; প্রাসাদ—অট্টালিকা ।

পরশু—পরশু ; পরস্ব—পরের ধন।

প্রকার——রকম ; প্রাকার—প্রাচীর।

পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত ; পৃষ্ঠ—পিঠ।

প্রকৃত—যথার্থ ; প্রাকৃত—স্বাভাবিক।

বাধা—বিঘ্ন ; বাঁধা—বন্ধন।

বলী—বলবান্ ; বলি—বলিদান।

বিনা—ব্যতীত ; বীণা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

বাণ—শর ; বান—বন্যা।

বিষ—গরল ; বিস—মৃণাল ; বিশ—কুড়ি।

বেদ—হিন্দু শাস্ত্র বিশেষ ; বেধ—গভীরতা।

বসন—বস্ত্র ; ব্যসন—নিন্দিত আসক্তি।

ভাণ—ছল ; ভান—প্রকাশ।

ভাষা—কথা ; ভাসা—জলে ইত্যাদিতে ভাসা।

মণ—৪০ সের ; মন—অন্তঃকরণ।

মোহিত—মোহপ্রাপ্ত ; মহিত—পূজিত।

মুখ—বদন ; মূক—বোবা।

মেদ—চর্ব্বি ; মেধ—যজ্ঞ।

যতি—মুনি ; জ্যোতিঃ—আলোক।

রাধা—রাধিকা ; রাঁধা—রন্ধন

রিক্ত—শূন্য ; রিকৃথ—ধনসম্পত্তি।

শকল—খণ্ড ; সকল—সর্ব্ব।

শর্ব্ব—শিব ; সর্ব্ব—সকল

শকৃৎ—বিষ্ঠা ; সকৃৎ—একবার।

শক্ত—সমর্থ ; সক্ত—আসক্ত।

শঙ্কর—শিব ; সঙ্কর—মিশ্রণ।

শপ্ত—অভিশপ্ত ; সপ্ত—সাত ।

শক্তি—ক্ষমতা ; সক্থি—উরু ।

শীত—জাড় ; সিত—সাদা।

শূর—বীর ; সুর—দেবতা ; সূর—সূর্য্য ।

শ্বশ্রূ—শাশুড়ী ; শ্মশ্রু—দাড়ি।

স্বত্ব—স্বামিত্ব ; সত্ত্ব—সত্যের ভাব ; সত্য—যাহা মিথ্যা নয়।

সব—সকল ; শব—মড়া।

সদ্য—তাজা ; সদ্ম—গৃহ।

সর্গ—অধ্যায়, সৃষ্টি ; স্বর্গ—অমর লোক।

স্বর—গলার স্বর ; শর—তীর।

সম—সমান ; শম—শান্তি।

সারদা—সরস্বতী ; শারদা—দুর্গা।

সার্থ—বণিক্ ; স্বার্থ—নিজ প্রয়োজন।

সুত পুত্র ; সূত—সারথি।

সুদ—কুশীদ ; সূদ—পাচক।

স্কন্দ—কার্ত্তিকেয় ; স্কন্ধ—কাঁধ।

বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)

বিপরীতার্থক শব্দ নানারূপে গঠিত হয়।—

(১) **ভিন্ন শব্দ দ্বারা** ; যথা,—প্রশংসা—নিন্দা, জীবিত—মৃত, ইত্যাদি। (২) **শব্দের পূর্ব্বে নঞ (অ, অন্), নির্, দুর্, অপ, প্রতি উপসর্গ যোগে** ; যথা,—ন্যায়—

অন্যায়। ইচ্ছা—অনিচ্ছা। পাপী—নিষ্পাপ। সরস—নীরস। সুলভ—দুর্লভ। রত—বিরত। উপকার—অপকার। অনুকূল—প্রতিকূল।

(৩) **শূন্য, হীন প্রভৃতি শব্দ যোগে**; যথা,—ফলবান্—ফলশূন্য। বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিহীন, ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের বিপরীতার্থক শব্দ।

অল্প—অধিক। আয়—ব্যয়। আর্দ্র—শুষ্ক। আলোক—অন্ধকার। আদি—অন্ত। ইতর—ভদ্র। উচ্চ—নীচ। উত্তম—অধম। উদয়—অস্ত। উষ্ণ—শীতল। ঊর্দ্ধ—অধঃ। কনিষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ। কর্কশ—কোমল। কু—সু। কুটিল—সরল। কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন। কৃশ—স্থূল। গুণ—দোষ। গুরু—শিষ্য। ঘন—তরল। চঞ্চল—স্থির। চোর—সাধু। তিরস্কার—পুরস্কার। দাতা—কৃপণ। দীর্ঘ—হ্রস্ব। ধনী—দরিদ্র। নশ্বর—শাশ্বত। নূতন—পুরাতন। পাপ—পুণ্য। প্রভু—ভৃত্য। বড়—ছোট। বন্ধুর—মসৃণ। বিদ্বান্—মূর্খ। মহৎ—নীচ। রুগ্‌ণ—সুস্থ। রোগ—স্বাস্থ্য। লঘু—গুরু। শত্রু—মিত্র। শীঘ্র—বিলম্ব। শীত—গ্রীষ্ম। সত্য—মিথ্যা। সুন্দর—কুৎসিৎ। সুখ—দুঃখ। স্থাবর—জঙ্গম।

দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীতার্থক শব্দ

অনুলোম—প্রতিলোম। আবির্ভাব—তিরোভাব। আস্তিক—নাস্তিক। উপকার—অপকার। উর্ব্বর—অনুর্ব্বর, ঊষর। উৎকর্ষ—অপকর্ষ। জয়—পরাজয়। দান—প্রতিদান। দোষী—নির্দ্দোষ। দয়ালু—নির্দ্দয়। ধর্ম্ম—অধর্ম্ম। ধনী—নির্ধন। মান—অপমান। যশ—অপযশ। সফল—বিফল। সুকৃতি—দুষ্কৃতি। সম্পদ্—বিপদ্। সমষ্টি—ব্যষ্টি।

তৃতীয় প্রকারের বিপরীতার্থক শব্দ

চরিত্রবান্—চরিত্রহীন। জলময়—জলশূন্য। জ্ঞানী—জ্ঞানহীন। ধনবান্—ধনহীন। প্রতিভাশালী—প্রতিভাহীন। মাননীয়—মানহীন। শ্রীযুক্ত—শ্রীহীন। সমৃদ্ধিশালী—সমৃদ্ধিহীন।

অশুদ্ধি সংশোধন

(Common Errors in Speech)

১। সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কিম্বা	কিংবা	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
যশলাভ	যশোলাভ	মনযোগ	মনোযোগ
মনরথ	মনোরথ	মনমোহন	মনোমোহন
শিরোপরি	শির উপরি	ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যাবসায়	ব্যবসায়	পশ্বাধম	পশ্বধম
চক্ষুন্মিলন	চক্ষুরুন্মীলন	নিরস	নীরস
বশম্বদ	বশংবদ	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
সন্মুখ	সম্মুখ	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
অদ্যপি	অদ্যাপি	মনান্তর	মনোন্তর
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	দুরাবস্থা	দুরবস্থা

বাঙ্গালা ভাষায় চক্ষুগোচর, চক্ষুজল, চক্ষুদান, চক্ষুরোগ, চক্ষুলজ্জ চক্ষুহীন অশুদ্ধ নহে।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর।—

মনরঞ্জন কি এই সম্বাদ তোমাকে দিয়াছিল ?

বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া কোন ফল আছে কি ?

হরিপদ শিররোগে এক বৎসর যাবৎ কষ্ট পাইতেছে।

পৈতা ছিঁড়িয়া বিনোদ বাবু "উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও" বলিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন।

তাহার দুর্ব্ব্যাবহারে অত্যান্ত মনোকষ্ট হইয়াছে।

২। লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধ—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুকেশিনী	সুকেশী, সুকেশা	অনাথিনী	অনাথা
অপ্সরী	অপ্সরা		
ননদিনী	ননদ	গোপিনী	গোপী

কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় অশুদ্ধ বলা যায় না।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর বা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

হে মা ত্রিনয়নী, আমাকে রক্ষা কর।

বৈবাহিকা মহাশয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন।

সুবদনী বালিকা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

৩। সমাসঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	সক্ষম	ক্ষম
শশীভূষণ	শশিভূষণ	আকণ্ঠ পর্য্যন্ত	আকণ্ঠ বা
কালীদাস	কালিদাস		কণ্ঠপর্য্যন্ত
মহারাজা	মহারাজ	পিতামাতা	মাতাপিতা
সশঙ্কিত	সশঙ্ক বা শঙ্কিত	স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	সতর্কিত	সতর্ক

বাঙ্গালা ভাষায় নির্দ্দোষী, সক্ষম, পিতামাতা, পিতৃমাতৃহীন শব্দগুলি এত প্রচলিত যে ইহাদিগকে অশুদ্ধ বলা চলে না। যদি "গণ" শব্দকে "সকল" শব্দের ন্যায় বহুবচন-বাচক মনে করা হয়, তবে মহাত্মাগণ, দাতাগণ, পক্ষীগণ প্রভৃতি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধ বলিতে হইবে।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর, বা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

'দিবারাত্রি কাঁদি আমি তোমার লাগিয়া।'

পথে যাইতে যাইতে একটি পরমা সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়াছিলাম।

গাভীদুগ্ধ শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর।

তিনি একজন মহদাশয় ব্যক্তি।

মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।

দুর্ব্বল বশতঃ তিনি আজ আসিতে পারিলেন না।

পিতাকর্ত্তৃক গোপাল তাড়িত হইয়াছে।

অশ্বারোহীগণ আজ সকালে শহরে বাহির হইয়াছিল।

৪। প্রত্যয় ঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সিঞ্চিত	সিক্ত	সিঞ্চন	সেচন
নিন্দুক	নিন্দক	সৃজিত	সৃষ্ট
ব্যবসা	ব্যবসায়	সখ্যতা	সখ্য
ভাগ্যমান্	ভাগ্যবান্	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য বা দরিদ্রতা
লক্ষ্মীমান্	লক্ষ্মীবান্	বিদ্বান	বিদ্বান্
শমতা	শম	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
রূপসী	রূপীয়সী	ঐক্যতা	একতা, ঐক্য
বরিত	বৃত	মহিমাময়	মহিমময়
একত্রিত	একত্র	দোষণীয়	দূষণীয়

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবসা, নিন্দুক, রূপসী, সৃজন প্রভৃতি শব্দ শিষ্ট-প্রয়োগসম্মত।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর কিংবা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম।

এই কাজ করিয়া কদম নিজেকে চণ্ডালতম বলিয়া পরিচয় দিয়াছে

অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করিয়া থাকেন।

মাধব ও রশীদের মধ্যে সখ্যতা খুব বেশী।

করীম নিরোগী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

তাঁহার ছেলে এখনও দুগ্ধপুষ্য বালক।

৩। অর্থ ও রীতিঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র	অশ্রুজল	অশ্রু বা নেত্রজল
সমতুল্য	সম বা তুল্য	আগতকল্য	আগামী কল্য
সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া	তথাপিও	তথাপি
কৌমারাবাস্থা	কৌমার, কুমারাবস্থা	বালকগণেরা	বালকগণ, বালকেরা
নানাবিধ প্রাণীবর্গ	নানাবিধ প্রাণী	সধবা স্ত্রীলোক	সধবা
কল্যাণবর	কল্যাণীয়বর	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীন বৃক্ষ
মড়া দাহ	শবদাহ	শব পোড়া	মড়া পোড়া

সমতুল্য, অশ্রুজল বাঙ্গালা ভাষার সুপ্রচলিত।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর কিংবা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

রামের মা মুখরা স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচিত।

আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

ছাত্রগণেরা পথে কোলাহল করিতেছে।

স্বতঃ হইতে তিনি এই আমাকে কহিলেন।

অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন

ইহা আমার নিজস্ব ধন।

হিমালয় পৃথিবীর সর্ব্বোপেক্ষা বৃহত্তম পর্ব্বত।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন।

৬। বিবিধ অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরমারাধ্যতম	পরমারাধ্য বা আরাধ্যতম	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
		সবিনয় পূর্ব্বক	বিনয়পূর্ব্বক বা সবিনয়ে
সাহার্য্য	সাহায্য		
পিচাশ	পিশাচ	নির্ধনী	নির্ধন
আকাঙ্খা		নিয়া	লইয়া
তেজ্য	ত্যাজ্য	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
যত্থাপিও	যত্থপি	গায়কী	গায়িকা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	বাল্মিকী	বাল্মীকি
শারিরিক	শারীরিক	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
পুরষ্কার	পুরস্কার	রুগ্ন	রুগ্‌ণ
পাশ্চাত্য	পাশ্চাত্ত্য	মাহাত্য	মাহাত্ম্য
কীর্ত্তিবাস	কৃত্তিবাস	সহরাঞ্চল	শহর অঞ্চল
বন্ধুত্ব	বন্ধুত্ব	সত্ত	স্বত্ব

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর।—

(১) অলসপরতন্ত্র ব্যক্তি কখনও উন্নতি করিতে পারে না।

(২) এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটিবে তাহা কদাপিও কেহ ভাবে নাই।

(৩) বালিকাগণেরা জল সিঞ্চন করিবার জন্য মৃণ্ময় পাত্র নিয়া বাগানে গেল।

(৪) নিন্দুক বেক্তি সকল দেশেই আছে।

(৫) যশলাভ করিবার জন্য তাহার আকাঙ্খা খুব বেশী।

(৬) তাহার চোখ ডাকিয়াছে।

(৭) তোমার বেবাহার স্মরন ক'রে প্রাণে বড় খোঁচা পাইলাম।

(৮) আমি আশা করি তুমি এতদিনে নিরোগী হইয়াছ।

(৯) জ্যোতীন্দ্র আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া আসিয়াছে।

(১০) সশঙ্কিত চিত্তে সে বলিতে লাগিল।

(১১) লালালু খুব পুষ্টিকর।

(১২) আজ অপরাহ্নে তিনি বর্ক্তৃতা দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

(১৩) কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালা রামায়ন লিখিয়াছেন।

(১৪) একটি সধবা স্ত্রীলোক সাহায্য নিতে আসিয়াছিল।

(১৫) আইনানুসারে তিনি একাজ করিতে পারেন না।

(১৬) বিপদগ্রস্থ হইয়া তিনি আজ এসেছিলেন।

(১৭) দৈন্যতা সর্ব্বদা সময়ে মহত্বের পরিচয়ক নহে।

(১৮) দিবারাত্রি পরিশ্রমে তাহার শারিরীক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।

(১৯) সাধু ব্যাক্তি বিদ্বান হইতে শ্রেষ্ঠতর!

(২০) উনির সাথে আমার কোন মনান্তর হয় নাই।

(২১) মহারাজার ধনৈশ্যর্য্যের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবি।

(২২) এই বঙ্গদেশ শষ্যশ্যামল সুজলা সুফলা।

(২৩) উপরোক্ত বিষয়ে আমার মতদ্বৈধতা নাই।

(২৪) আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পন্যতা অনুচিৎ।

(২৫) আগত পরীক্ষায় প্রথম হইবার জন্য সে আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছে।

(২৬) তিনি অন্ধকারে পথ হাতাইতে লাগিলেন।

বাঙ্গালা ইংরেজী ব্যাকরণের প্রভেদ

(Difference between Bengali and English Grammars)

১। **পদ**—ইংরেজীতে পদ আট ভাগে বিভক্ত। যথা—

Noun, Pronoun, Adjective, Adverb, Verb, Preposition, Conjunction, Interjection. বাঙ্গলাতে শেষ চারিটী পদ কেবলমাত্র অব্যয় সংযোগে সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা বাঙ্গালাতে মোট পাঁচটী পদের ব্যবহার পাইতেছি।

কারক—বাঙ্গালায় কারক ছয়টী—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। ইংরেজীতে মোটে তিনটী কারক। (1) Nominative (কর্ত্তৃকারক) (2) Objective (কর্ম্ম কারক) (3) Possessive case (বাঙ্গালায় সম্বন্ধ-পদকে কারক বলিয়া ধরা হয় না)। কর্ত্তা এবং কর্ম্ম ভিন্ন বাঙ্গালার বাকী চারিটী কারককে ইংরেজীতে by, with, from, in প্রভৃতি Preposition দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

২। **সন্ধি ও সমাস**—

সাধুভাষায় সন্ধি এবং সমাস অপরিহার্য্য বিষয়। এই দুইটিকে বাদ দিলে ভাষায় সৌন্দর্য্য এবং শক্তি (force) একেবারেই থাকিবে না। ইংরেজীতে সন্ধি বলিয়া কিছু নাই। সমাস বলিয়া কোন পৃথক্ নামকরণ যদিও ইংরেজীতে নাই, তথাপি বহু Compound words দেখিতে পাওয়া যায়। সেইগুলি বাঙ্গালার সমাসবদ্ধ পদের অনুরূপ। তবে প্রভেদ এই যে বাঙ্গালার ন্যায় কোন শ্রেণী বিভাগ ইংরেজীতে নাই।

৩। **সর্ব্বনাম—**

বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে সর্ব্বনাম প্রায় একরূপ। তবে প্রভেদ এই যে ইংরেজীতে প্রথম পুরুষে তিন লিঙ্গের পৃথক্ রূপ আছে, যথা he, she, it; কিন্তু বাঙ্গালায় কেবলমাত্র সে (পুং, স্ত্রী) এবং তাহা (ক্লীব) দুইরূপ আছে।

বাঙ্গালায় একবচনে এবং বহুবচনে ক্রিয়া পদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা,—সে যায়, তাহারা যায়। কিন্তু ইংরেজীতে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা,—He goes, they go.

বাঙ্গালায়, তুচ্ছার্থে, সাধারণার্থে এবং মান্যার্থে তুই, তুমি, আপনি, শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা,—তুই যা, তুমি যাও, আপনি যান। ইংরেজীতে এইরূপ কোন প্রভেদ নাই।

৪। **বাচ্য—** বাঙ্গালায় বাচ্য চারিটি—(১) কর্ত্তৃবাচ্য, (২) কর্ম্মবাচ্য, (৩) ভাববাচ্য এবং (৪) কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য। ইংরেজীতে বাচ্য মাত্র দুইটি—Active voice (কর্ত্তৃবাচ্য) এবং Passive voice (কর্ম্মবাচ্য)।

৫। **বাক্যরীতি—**

(ক) ইংরেজীতে সংখ্যাবাচক two, three প্রভৃতি এবং all প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ্য বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। যথা,—two boys, all men, three seers. বাঙ্গালায় এইস্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দুই জন বালকেরা, সমস্ত লোকেরা, তিন সের সকল এইরূপ প্রয়োগ করিলে ভুল হইবে।

(খ) বাঙ্গালায় কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি ভাত খাইতেছি। কিন্তু ইংরেজীতে কর্ম্ম ক্রিয়ার পরে বসিয়া থাকে। যথা,—I am eating rice.

(গ) বাঙ্গালায় ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসিয়া থাকে। কিন্তু ইংরেজীতে সাধারণতঃ কর্ত্তার ঠিক পরে বসিয়া থাকে। যথা,—আমি ঢাকায় গিয়াছিলাম। এখানে, I to Dacca went বলিলে ভুল হইবে। I went to Dacca বলিতে হইবে।

(ঘ) নিষেধার্থ একক অব্যয় "না" বাঙ্গালা বাক্যে ক্রিয়া পদের পরে বসে। যথা,—আমি আজ খেলিব না। রহীম এখানে আসিবে না। কিন্তু ইংরেজীতে not ক্রিয়া পদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা,—I shall not play to-day. Rahim will not come here.

(ঙ) সাধু বাঙ্গালায় প্রায়ই বিশেষণ বিশেষ্য পদের লিঙ্গের অনুসরণ করিয়া থাকে। যথা,—সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা। ইংরেজীতে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। যথা,—A beautiful boy. A beuatiful girl. (বাঙ্গালাতেও "ছোট ছেলে" "ছোট মেয়ে" হয়)।

(চ) তারতম্য বুঝাইতে হইলে বাঙ্গালায় সকল সময় বিশেষণের সহিত কোন প্রত্যয় যোগ হয় না; বিন্তু ইংরেজীতে হয়। যথা, Bashir is the best of all in the class এই বাক্যটি বাঙ্গালায় "বশীর ক্লাসের সকলের চেয়ে ভাল", এইরূপ হইবে। "বশীর ক্লাসের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ", এরূপও হয়।

(ছ) বাঙ্গালায় ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়া-পদের পূর্ব্বে বসে এবং কখনও কখনও তাহার দ্বিরুক্তি হয় হয়। যথা,— সে তাড়াতাড়ি আসে। ইংরেজীতে ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়া-পদের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা,—He comes quickly.

সমাপ্ত

ঢাকা বোর্ডের হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নাবলী।

১৯২৪

5. Derive adjectives from any *four* of the following words :—শ্রম, পল্লব, যশঃ, পাহাড়, লীলা, দন্ত। 4

১৯২৫

5. Break up the *following* into as many simple sentence as you can :— 6

মনুষ্যের এই এক বিচিত্র সৌভাগ্য যে সর্ব্বধ্বংসী তুফান যেমন কোন স্থানেই বহুকাল তিষ্ঠিয়া থাকে না, তাইমুর লেনের মত মৃত্যুর চলন্ত বিগ্রহস্বরূপ সর্ব্বধ্বংসী মনুষ্যেরাও তেমন পৃথিবীর কোন স্থানেই বহুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না।

6. Give one word for each of the following ; attempt only *four* :— 4

(a) গাছ কাটা যায় যাহাদ্বারা (অস্ত্র)

(b) পূতিগন্ধ যাহাতে (স্থান)

(c) হিসাব নাই যাহার (লোক)

(d) শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী ;

(e) শুভ্র দন্ত যাহার (স্ত্রী)।

১৯২৬

4. Derive adjectives from *three* of the following words and frame sentences with them :— 6

পশু ; মায়া ; মুখ ; বিধি ; সূর্য্য ।

5. Give one words for the portion underlined in *three* of the following sentences :— 6

(i) যে আপনাকে হত্যা করে সে মহাপাপী ।

(ii) যাহার সাধারণ বুদ্ধি নাই এমন ব্যক্তি জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে না ।

(iii) যিনি সর্ব্বদা নীত অবলম্বন করিয়া চলেন তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ।

(iv) যে আত্মরক্ষার জন্য আসে তাহাকে পালন করা কর্ত্তব্য ।

(v) যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করা পর সে বস্তু সকল সময় পাওয়া যায় না ।

6. Correct the mistakes in the following :— 8

যে যখন শুনিল যে ভূম্যাধিকারী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই তখন তাহার নির্ব্বাপিত প্রায় শোক সিন্ধু আবার প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং সে ধৈর্য্যতা বিহীন হইয়া এই বলিয়া প্রলাপ করিতে লাগিল যে, হায় আমার কি দুরা দৃষ্ট ! যদিও আমি সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ তথাপি শত্রুরা নানাবিধ লোকদিগের দ্বারা আমাকে প্রহারিত করিয়া তাহাদের আকাঙ্খার শান্তি করিয়া লইল, অথচ ইহার কোন সদ্বিচার হইল না ।

১৯২৭

4. Rewrite *any three* of the following sentences in shorter form :— 9

(a) যে সকল জন্তু তৃণ ভোজন করে সে সকল জন্তুর সংখ্যা করা যায় না। (b) উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম সে সকল দোষ, যে পুস্তক আলোচনা করিব সেই পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। (c) সে লেখাপড়া শিখিয়াছে সত্য কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই। (d) রাম কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লোকে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই বা পূর্ব্বে শোনে নাই নিন্দার যোগ্য এরূপ আচরণ করিলেন।

5. Make sentences with :— 3+3

(a) The antonyms (বিপরীতার্থবোধক শব্দ) of তিরোভাব, বৃদ্ধি, অলস ;

(b, the adjectival forms of গান, আসন, ভয়।

১৯২৮

5 (a) Supply appropriate adjectives to three of the following words :— 3+3

জটা, কণ্ঠ, আস্য, শঙ্খ, পদ, শতাব্দী।

(b) Frame short sentences with adjectives formed from :—

আদেশ, ক্ষমা, ঋষি and অরণ্য।

6 (a) Substitute single compound words for the following :— 3+3

(i) খরচ করতে নারাজ।

(ii) অনেক খরচ করার দরুণ নানান দেনায় জড়ান।

(iii) খুব বেঁটে নয়।

(iv) খেটে খেটে হয়রান।

(b) Explain and illustrate the difference between :—

পক্ষ, পক্ষ্ম ; বলি, বলী ; শঙ্কর, সঙ্কর ; সার্থ, স্বার্থ।

১৯২৯

5 (a) Express each of the following in one word, and construct sentences with the newly formed words :— 4+4

মিষ্ট ভাষা বলে যে। যুদ্ধ করে যে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই। এক গুরুর শিষ্য যাহারা।

(b) Explain and illustrate the difference between :—

আপন, আপণ ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; ভাষণ, ভাসন ; শকল, সকল।

১৯৩০

6 (a) Form sentences to illustrate the difference in meaning between the following antonyms :— 3

নির্জীব, জীব ; পরুষ, কোমল ; লঘু, গুরু। 3

(b) Correct the following :—

কুহেলীকা কাটিয়া গিয়াছে। বহুদুর বেপি মরুময় বালুভূমিকে নীরমল জুৎস্নায় বিদবার স্ুবর্ণবষণের মত আচ্ছন্ন করীয়াচে।

7. Explain and illustrate the difference between :— 3

চ্যুত, চূত ; উপাদান, উপাধান ; আহুতি, আহূতি।

(6) Express each of the following phrases in one word, and construct sentences with the newly formed words :— 3

ইতিহাস লেখে যে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে। সে সত্য কথা বলে না। দেশকে যে ভালবাসে।

১৯৩১

6. Substitute one word conveying the same sense for each of the following and use each in a sentence :— 3

মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যাপী; যাহার শোভা নাই; যাহা খুব দীর্ঘ নহে; যাহার অভিমান নাই; কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়।

8. Combine the following sentences into *one simple* sentence :— 3

(i) কার্থেজ নগরে এণ্ড্রোক্লিস নামে এক ক্রীতদাস ছিল। (ii) তাহার প্রভু তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন। (iii) সে তাঁহার নিকট হইতে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল। (iv) সে গোপনে প্রভু-গৃহ পরিত্যাগ করিল। (v) নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক অরণ্য ছিল। (vi) সে তথায় লুকাইত রহিল।

(a) How many kinds of *Samasas* are there? Give examples of each. 4

(b) Is "সম্বন্ধ" a কারক? State reasons for your answer. 3

১৯৩২

5. Use the adjectives derived from *any three* of the following words in *three* short sentences :— 6

পর্ব্বত, বিষয়, নিশা, বায়ু, সূর্য্য।

Or

Frame Sentences to distinguish between শীত and সিত ; নীড় and নীর ; দ্বিপ and দ্বীপ।

6. Rewrite the following, avoiding all errors :— 10

সেদিন বৃহস্পতিবার। মধ্যাহ্ন-তপনের অসহ্যনীয় কিরনে পথচলা দুর্ব্বহ হইয়াছিল। তথাপিও অগ্রসর হইতেছিলাম, কারণ, শুনিয়াছিলাম, সত্তরই নদীকুলে উপনিত হইতে পারিব। অকস্মাৎ প্রবল সমিরনপ্রবাহ আরম্ভ হইল অথচ ধুলিজালে আমাদের পরিচ্ছেদ প্লাবিত হইয়া গেল। ঊসর মরুভূমির প্রান্তে অনতিদূরে জলশ্রোত মরিচিকার মত প্রতিভাত হইল।

7. Substitute a single word for each portion underlined in **any four** of the following sentences. 4

(a) আমার এ আনন্দ বাক্য প্রকাশ করা যায় না।

(b) অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা না থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব।

(c) নেপোলিয়ানের অপরিমিত জয়ের অভিলাষ ইউরোপে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছিল।

(d) মানুষের মৃত্যু ঘটিবেই ঘটিবে।

(e) যাহা যুক্তি সঙ্গত নয়, এমন কথা বলা অসঙ্গত।

(f) উপত্যকা ভূমি কোথাও নত কোথাও উন্নত।

১৯৩৩

5. Frame **three** short sentences with the following antonyms (বিপরীতার্থ শব্দ) of **any three** of the following words :— 6

তিরোভাব, সরস, খরচ, বেঁটে; নিন্দা, দান, কৃশকায়।

8. Derive adjectives from **any four** of the following :— 2

বিধি, হেম, ক্ষণ, ফেন, হেমন্ত, সূর্য্য, স্ত্রী, যশঃ, বস্তু।

১৯৩৪

4. (a) Give the feminine forms, if any, of **any five** of the following :— 2½

অশ্ব, কর্ত্তা, সম্রাট্, সাধু, বাদ্‌শাহ, গোয়ালা, খোঁড়া, ছোট।

(b) Derive adjectives from **any five** of the following :— 2½

লোম, অনুবাদ, চন্দ্র, সমুদ্র, ধাতু, স্বর্ণ, কাঠ, লতা।

5. Clearly distinguish between বহুব্রীহি and কর্ম্মধারয় **Samasas.** 5

Or

Frame sentences to illustrate different kinds of অব্যয়। 5

6. Correct or justify *any five* of the following sentences :— 5

(a) তাহারা ছুড়ি নিয়া মারামারি করতে লাগিল।

(b) প্রজ্জলিত আগুণে প্রবেষ করিতে পাবেন কোন্ ব্যাক্তি ?

(c) সমস্ত বিদ্যানগণের মতে বিপদে ধৈর্য্যতা দৈন্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

(d) অভাব বশত চোরি করাও অতীব দোষণীয়।

(e) এই উর্বরা জমিতে অনেকের সত্ত্ব স্বামীত্ব ছিল।

(f) এই বঙ্গদেশ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা।

(g) যে দারিদ্রতার জন্যে অন্যেরে ঘৃণা করে, সে পশ্বাধম।

(h) পৈতৃক ধনের গর্ব করা অতীব লজ্জাস্কর।

১৯৩৫

4. Compose sentences to illustrate the use of the feminine forms of **any six** of the following :— 6

বাঘ, নাপিত, দাদা, আচার্য্য, গুরু, ডাক্তার, মহারাজ, মুসলমান, বিদ্বান্, যুবা, রজক, পাচক।

5. Give **one word** for **any eight** of the following :— 4

(a) যাহা ভাঙ্গিয়া যায় ; (b) যাহার অন্য উপায় নাই ; (c) যাহার পত্নী মারা গিয়াছে ; (d) যাহার মেজাজ খারাপ ; (e) যাহার চুল পাকিয়াছে ; (f) যে বিবেচনা করিয়া কাজ করে না ; (g) যাহার বন্ধুবান্ধব নাই ; (h) যাহা সহজে পাওয়া যায় না ; (i) যাহা পূর্ব্বে হয় নাই ; (j) যাহা জয় করা হইয়াছে ; (k) কাতর না হইয়া ; (l) যাহার রস আছে।

6. Rewrite correcting all errors :— 10

(a) স্থনিতি বন্দোপাধ্যায়েব স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া তিনি রাত্রিকালে পড়িতে পারিতেন না।

(b) তাহার দুরাবস্থার কথা শুনিলে তুমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিবে না।

(c) ভগবানের মাহাত্ত্য কির্ত্তন করিলে মন বিশুদ্ধ হয় ও পুণ্য লাভ হয়।

(d) যাহারা শরিরীক পরিশ্রমে কাতর তাহারা জিবিকা উপার্জ্জণ করিতে সক্ষম নহে।

(e) সীতাকে নিরপরাধিনী জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বাল্মিকি মুনির তপবনে বনবাসিনী করিয়াছিলেন।